Proceedings Of The Tripura Legislative Assembly Assembled Under The Provisions Of The Government Union Territories Act.

MARCH 30, 1964.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M on Monday, the 30th March, 1964.

PRESENT

Shri Upendra Kumar Roy, Speaker in the Chair, One Minister, Two Deputy Ministers, Deputy Speaker and Eighteen Members.

Mr. Speaker :—Hon'ble Members have got the List of Business for to-day. First item in the list of business is Oath or Affirmation. Any member who has not made an Oath may kindly do so. There is no such member.

Next item question. There is no question to-day. So we take up next item.

Next item—Government Business, Financial, Voting on Demands for Grants. To-day on the List of Business 5 Demands viz. Demand Nos. 8—Parliament, State and Union Territory Legislatures, No. 9—General Administration, No. 10—Administration of Justice, No. 11—Jail, No. 22—Labour and Employment are to be disposed of. Besides Demand No. 17—Agriculture and 36—Capital Outlay on Schemes of Agricultural Improvement and Research carried over from the list of Business of 26th March are to be disposed of.

Members have received the list of business along with the Appendix showing Demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when I call a particular demand and as soon as the

Finance Minister has moved his demands I shall take up the Cut Motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed I shall dispose them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 8-Parliament, State and Union Territory Legislatures and No. 9-General Administration together and I shall have one general debate on these two demands as they are of allied nature ; of course I shall dispose of the demands separately.

I shall first of all take up the Demands No. 17 and 36 carried over from the List of Business of 26th March, 1964 for disposal and I shall call on Shri Hlura Aung Mag to start discussion on these demands.

শ্রীহ্লুরা মগ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রতি বৎসর এই ত্রিপুরা রাজ্যে খাদ্যসঙ্কট দেখা যাচ্ছে। প্রতি বৎসর বৈশাখ-জৈষ্ঠ হতে আরম্ভ করে আশ্বিন-কার্তিক পর্য্যন্ত এই খাদ্যাভাব ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি। এই খাদ্যাভাব পূরণের জন্য বাইরে থেকে আমাদের ধান-চাউল আনতে হয় এবং এজন্য অনেক টাকা বাইরে চলে যায়। এই টাকাটা যদি ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির জন্য, কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করতে পারতাম তা'হলে এই খাদ্যাভাব দূর করতে পারতাম। প্রতি বৎসর যে বীজধান আমরা কৃষকের জন্য খরিদ করে আনি তা আষাঢ়ের প্রথমে কৃষকের হাতে পড়েনা। সেই বীজধান বিলি হয় ভাদ্রমাসে। গত বৎসরও দেখেছি এই বীজধান সময়মত কৃষকের হাতে না পৌছাতে যে ৩৬ হাজার টাকার বীজধান আমরা খরিদ করার জন্য ব্যয় করেছি তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আজ প্রত্যেক মহকুমায় এই অবস্থা চলছে। এর কোন পরিবর্ত্তন আমরা দেখতে পাচ্ছিনা। সেজন্য আমরা যে বিধানসভা পেয়েছি এই বিধানসভার মধ্যে যাতে জনসাধারণের উন্নতি, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি হয় তারজন্য আমরা আলোচনা করব এবং চেষ্টা করব। চেষ্টা করা একান্ত প্রয়োজন। আমরা জানি কেন্দ্রীয় সরকারের জরুরী আইনের মত grow more food-এর জন্যও আমরা অনেক ঢাক-ঢোল পিটিয়েছি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা কতটুকু অগ্রসর হয়েছে তা বিচার্য্য বিষয়। এ বৎসরও আমরা দেখতে পেয়েছি মানুষ অভাবের তাড়নায় আলু খেয়ে জীবন-ধারণ করছে। এ বৎসরও দেখেছি এভাবে তারা ক্ষুধার তাড়নায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে। এই ১৫ বৎসর ধরে দেখছি জুম cultivation-এর উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার ফলে সারা বিলোনীয়া মহকুমার মধ্যে সেই অভাব দেখতে পাওয়া যায়। সাব্রুম হতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত জুমিয়া এলাকা-গুলোতে বীজধান একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কাহারও ঘরে বীজধান নেই এবং এর ফলে জুমিয়াদের যে অবস্থা হয়েছে তারজন্য কোন পরিকল্পনা নেই।

এই যে জুম cultivation বন্ধ করে দেওয়া হল এর বিপরীত কোন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা তাদের

জন্য] করা হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই অবস্থার জন্য খাদ্যাভাব দেখা দিল এবং তার ফলে একটা মেয়ে মারা যায়। তার চার মাসের শিশুকে ২ সের চাউল দিয়ে বিক্রি করে ফেলা হয়। আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পর ১৫ বৎসরের মধ্যে সমগ্র ত্রিপুরার মধ্যে এই চিত্রই দেখতে পাই। তা'হলে স্বাধীনতা একটা অভিশাপ বিশেষ। একমুঠো ভাতের জন্য আজ হাহাকার দেখতে পাচ্ছি। জুমিয়া এলাকার একটা চিত্র আমি বিধানসভার সামনে তুলে ধরলাম। আরও শুনা যায় যে, ক্ষুধার তাড়নায় অনেকে মারাও গিয়েছে। মন্ত্রী পরিষদ থেকে এ সম্বন্ধে কোন তদন্তের ব্যবস্থা হয়েছে কিনা আমি জানিনা। যদি হয়ে থাকে তা'হলে তাদের অবস্থা কি ? আমি বলব জুমিয়াদের যাতে rehabilitation দিয়ে চাষের ব্যবস্থা করা হয় এবং সমগ্র ত্রিপুরার খাদ্যাভাব দূর করার ব্যবস্থা করা হয় সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা একান্ত প্রয়োজন। এছাড়া রয়েছে ছিন্নমূল উদ্বাস্তু। তাদের যাতে জমি দিয়ে পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হয় এবং এভাবে সমগ্র ত্রিপুরায় যাতে grow more food programme কার্য্যকরী করা হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Minister to give reply to debate.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Agriculture Major Head-31 তাতে ৩৪,২৯,৭০০ টাকা ধার্য্য করা হয়েছে এবং তারমধ্যে cut motion এসেছে to reduce by Rs. 110/-. এখন কথা হল, তাদের বক্তব্য হচ্ছে ত্রিপুরায় agricultnre-এর দিক দিয়ে যে উন্নতি হচ্ছে তা নৈরাশ্যজনক। আমি তাদের স্মরণ করতে বলব এই যে অভাব, এই যে সমস্যা সে সমস্যার সমাধান করার জন্য Assembly চেষ্টা করছে কিনা, সেভাবে বাজেট প্রণয়ন করা হয়েছে কিনা ? সমগ্র ভারতবর্ষে ত্রিপুরা একটিমাত্র এলাকা যেখানে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছে। আমরা উদ্বাস্তুদের স্থান দিতে পেরেছি। ৪ লক্ষ লোকের মধ্যে যদি ৮ লক্ষ লোক বেড়ে যায় তা'হলে কি অবস্থা হয় আমি মাননীয় সদস্যদের সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে অনুরোধ করব। এই যে খাদ্যের অভাব, দেখান হয়েছে লোকসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া সত্ত্বেও আমরা তার সমাধানের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি। এই সমাধান শুধু ত্রিপুরার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের। আমি ত্রিপুরার সমস্ত দল-উপদলকে অনুরোধ করব তাঁরা যেন এদিক দিয়ে চিন্তা করেন, যে তাদের জমি দিতে হবে কিন্তু এত জমি ত্রিপুরাতে কোথায় ? যে ত্রিপুরায় কোনদিন survey হয়নি, settlement হয়নি সেক্ষেত্রে রাস্তাঘাট তৈরী করতে হবে, উদ্বাস্তু কৃষক এখানে যারা এসেছেন তাদের ভূমি সমস্যার সমাধান করতে হবে, খাদ্য সমস্যার সমাধান করতে হবে। উদ্বাস্তুরা আসার সাথে সাথে তারা যে খাদ্য উৎপাদন করতে পারবেনা এটা জানা কথা, তা সত্ত্বেও নৈরাশ্যজনক অবস্থা কি করে বলা হচ্ছে তা বুঝা যাচ্ছেনা। তবে একটা কথা বলা দরকার, মন যাদের নৈরাশ্যগ্রস্ত তাদের পক্ষে নৈরাশ্যজনক বৈকি ! ৪ লোক লক্ষ যা উৎপাদন করেছে তারমধ্যে ৮ লক্ষ লোক এসেছে। এই লোকগুলোকে যে বাঁচাতে পেরেছে তারজন্য সরকারকে ধন্যবাদ দেওয়া দরকার। এরকম অবস্থা কোন রাজ্যেই ছিলনা। এখানে রাস্তাঘাট ছিলনা, সমাজবিরোধীরা উদ্বাস্তুদের ঘরদোর জালিয়ে দিয়েছে, অনেক জায়গায় তাদের হত্যা করা হয়েছে। এসমস্ত প্রতিকূল অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তাদের

পুনর্ব্বাসনের সমস্যার সমাধান করা, তাদের লেখাপড়ার সমস্যার সমাধান করা, তাদের স্বাস্থ্যের সমস্যার সমাধান করা এই ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এর সাথে আর একটা সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। যখন planned wayতে কাজ হচ্ছে তখন আবার হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভাইয়েরা এখানে আসছে। ভারত সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, ত্রিপুরা সরকার সঙ্কল্পবদ্ধ—এই যে হাজার হাজার উদ্বাস্তু বৌদ্ধ, খৃশ্চান, হিন্দু পূর্ব্ব পাকিস্তান হতে অত্যাচারিত হয়ে আসছে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা, তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি করতে হবে এবং সেই অনুসারে তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই এই ঘাটতি উৎপাদনের জন্য নয়, কৃষি ব্যবস্থার সঙ্কটের জন্য নয়। এটা হল পাকিস্তান সরকার চীনের সাথে যে সম্বন্ধ করেছে, আমাদের দেশকে আক্রমণ করার যে প্রচেষ্টা করছে, আমাদের দেশের কাঠামোকে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্যই তারা তা করছে. আমরা তা জানি। প্রতিপক্ষের এ সম্বন্ধে কিছু বলার অবসর এখানে নেই। এসমস্ত জানা সত্ত্বেও এই ঘাটতিকে ত্রিপুরার কৃষিজনিত ঘাটতি তাঁরা দেখাতে চায় এই যে অত্যাচার হচ্ছে তাকে আস্কারা দেওয়ার জন্যই তারা এসমস্ত কথা বলছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে তারা বলতে চান যে জনসাধারণের মধ্যে একটা নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। অতএব এই নৈরাশ্যবাদীদের নিকট হতে এরচেয়ে ভাল কথা দেশবাসী, সরকার আশা করতে পারে না। তবে আমরা আবেদন করব নৈরাশ্য দ্বারা কোন জাতির, কোন দেশের, কোন সমাজের উন্নতি হতে পারে না। তাই তাদের উক্তি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যাতে নৈরাশ্য অবস্থা থেকে উন্নত হয়ে ধীরস্থির মনোভাব নিয়ে সাহসিকতার সহিত ত্রিপুরার কৃষি ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে আমি আশা করি সেই অর্থকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে House গ্রহণ করবে। আর একটা cut motion এখানে আনা হয়েছে that provision for reclamation and development of water is inadequate. সরকার তরফ থেকে House-এ বা কোন জায়গায় বলা হয়নি যে এটা adequate হয়ে গেছে। তাঁদের বক্তব্যের দ্বারা তাঁরা বোঝাতে চাচ্ছেন এই যে জলাময় একটি পতিত জায়গা পড়ে আছে, সেই জায়গাকে যদি reclamation করা হয় তা'হলে adequate হয়ে যাবে। এটা করলে অনেকটা অগ্রসর হওয়া যাবে, সেজন্য adequate হয়ে যাবেনা। সেজন্য reclamation-এর টাকা রাখা হয়েছে, water management-এর টাকা রাখা হয়েছে, অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। Inadequate সেজন্য বলা চলে না। এমন কথা কোন জায়গায় বলা হয়নি ত্রিপুরাতে যত জলা ভূমি আছে, যত irrigation difficulty আছে এই বাজেটের দ্বারাই সমস্ত জায়গা reclaimed হয়ে যাবে, Irrigationএর ব্যবস্থা হয়ে যাবে, এই কথা তারা বলতে পারেন। কিন্তু আমরা জানি এর দ্বারা এই অবস্থার শেষ হয়ে যাবেনা। সেজন্য Co-operative এর মাধ্যমে কাজ করাতে হবে। যদি উৎপাদনের ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হয় তাহা Service Co-operative করে, Marketing Co-operative করে সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করতে হবে এবং সেজন্য এই টাকা বরাদ্দে করা হয়েছে। এটারও একটা Cut Motion হয়েছে অমরপুরে একছড়িতে একটা মৌজা আছে সেখানে reclamation হয়নি। জকায়াতে reclamation হয়নি এবং অমরপুরে একছড়িতে reclamation হয়নি। অতএব একটা cut motion এ খা নে রাখা হল। কিন্তু একটা নদী diversion করতে হলে অনেক চিন্তা করতে হবে। সেজন্য expert আছেন, technical unit গঠন করা হয়েছে। একছড়ি এলাকাতে নদী divert করতে হলে অন্য জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত

হবে কিনা, flooded হবে কিনা এটাও দেখতে হবে।

আমরা জানি যে জল নীচু দিকে যায়। কিন্তু তাদের বক্তব্যের দ্বারা একথা বলা হচ্ছে যে জল নীচুর দিকে নিতে পারবেনা। জল উপরে কালাছড়িতে নিতে হবে। এটা তারা মনে করতে পারেন এবং সেজন্যই অযৌক্তিক ভাবে এখানে cut motion রাখা হয়েছে। Diversion করতে কোন জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিনা, কত জায়গা উপকৃত হবে, এই সমস্ত দিক চিন্তা করতে হবে। একটা নদী divert করলাম, ৪কোটি টাকা সেখানে ব্যয় করলাম কিন্তু উৎপাদন হল ১লক্ষ টাকা, তাকে Plan বলা চলবেনা। তাকে বলা হবে planকে sabotage করার ষড়যন্ত্র। সুতরাং এই বৈজ্ঞানিক জগতে সেটা কখনও সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই সমস্ত দিক চিন্তা করে plan করা হয়েছে। এটা করা হবেনা এমন কথা কোন জায়গায় বলা হয়নি। Provision for grow more food is inadequate বলা হয়েছে। Grow more foodএর জন্য ৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সেই কার্যক্রম করার জন্য, Co-operative গঠন করার জন্য, marketing co-operative গঠন করার জন্য, lifting pumps, pump water এই সমস্ত plan scheme করে কার্য্য সুরু করা হয়েছে। সেই অনুসারে জায়গা পরিদর্শন করা হচ্ছে। একছড়ির কথা বলা হয়েছে, সেখানে আর একটি scheme আছে। যেমন চেলাগাং, সেখানে flood হয়। সেখানে flood বন্ধ করার জন্য অনুসন্ধান হচ্ছে। Survey party পঠান হয়েছে এবং scheme তৈরী করা হচ্ছে। যে সমস্ত জায়গাতে তারা মনে করছেন immediatcly সে schemeকে কার্য্যকরী করা যেতে পারে এবং most important সে সমস্ত জায়গায় priority basisএ কাজ সুরু করা হয়েছে। অতএব grow more food এর বিরুদ্ধে যে cut motion রাখা হয়েছে এই cut motionএর আমি তীব্র বিরোধীতা করছি। শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা বলেছেন যে cultivators are not benefitted by bone digestor. এখানে কৃষির উন্নতি করা, manure এর ব্যবস্থা করা ইত্যাদি নানাপ্রকারের scheme করা হয়েছে। এই টাকা রাখা হয়েছে এই সমস্ত জিনিস ত্রিপুরার জনসাধারণ করতে পারে কিনা তারই একটা পরীক্ষার জন্য। এখানে communicationএর difficulty আছে। আমরা যদি এটা শুরু করতে পারি তাহলে এলাকার জনসাধারণ উপকৃত হতে পারে। তাদের মধ্যে সক্ষমতা আনতে পারে। ত্রিপুরার Horticulture থেকে আরম্ভ করে tea garden পর্য্যন্ত যে bone manure আনা হচ্ছে এই সমস্ত bone manureই আমরা এখানে করতে পারি। ত্রিপুরাকে যাতে self sufficient করা যেতে পারে সেই পরীক্ষার জন্যই এটা করা হচ্ছে এবং কার্য্য শুরু করা হয়েছে। কাজেই প্রতিপক্ষ থেকে যে cut motion আনা হয়েছে তা অযৌক্তিক। এবং আমি তার তীব্র বিরোধীতা করছি। অতএব আমি আশা করি যে দুটি demand রাখা হয়েছে সেটি গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—The discussion on the Demand for grant No. 17 Agriculture is closed.I shall now put the cut motion to vote.First I would put to vote the cut motion moved by Sri Sunil Kr. Choudhury. That the provision for reclamation and development of water is in dequate. As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voice—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say "Noes"

(Voices—Noes)

Noes have it.

Now I would put the main Motion moved by the Hon'ble Sachindr lal Singh that a sum not exceeding Rs.34,29700/- ((inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964)be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 17 major head 31—Agriculture. As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please says "Noes"

(No voice)

Ayes have it, Ayes have it.

I would now put to vote the Motion on Capital outlay on schmes on agricultural improvement and research. But first I will put to vote the cut motion moved by Sri Bulu Kuki to discuss that there is no provision for diversion of the Ekchari Chara. That the provision for grow more food is inadequate and by Sri Dinesh Deb Barma that cultivators are not benefitted by bone digestor. I would now put the motions to vote. As many as are of that opinion will please say "Ayes'.

(Voice—'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say Noes,

(Voices—Noes)

Noes have it,

I would now put to vote the main motion moved by the Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 9,26,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (vote on account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 36 capital outlay on schemes on Agricultural improvement and Research. As many as are of that opinion will please say "Ayes"

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(No voice)

Ayes have it, "Ayes" have it.

Mr. Speaker :—I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for demand for Grant No. 8 on Parliament, State & Union Territory Legislatives and demand for Grant no. 9 General Administration together.

Sri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker Sir, the demand for Grant no. 8 on the recommendation of the Administrator, I am to move that a sum not exceeding Rs. 2,93,800/- exclusive of charged expenditure of Rs. 19,200/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriton (vote on account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of Demand no. 8 Parliament, State & Union Territory legislative.

Demand for grant no 9—General Administration. On the recommendation of the Administrator, I am to move that a sum not exceeding Rs 32,00,200/- exclusive of charged expenditure of Rs 80,400/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of demand no. 9 General Administration.

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এখানে Parliament, State and Union Territory Legislature খাতে যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেই বরাদ্দকৃত অর্থ আমাদের এই State-এর উন্নতির জন্য। নূতন যে ব্যবস্থা হয়েছে বিধানসভা ত্রিপুরায় প্রবর্ত্তিত তাতে এই নূতন ভিত্তির উপর কার্য্যক্ষমতাকে সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এই জায়গাতে অনেক ব্যাপারে যে যে কার্য্য ঠিকমত চলছে না বা হয়নি তাকে ঠিক ঠিক ভাবে সমাপ্ত করতে হবে। যেমন erstwhile T. T. C. employee সম্বন্ধে West Bengal Pattern-এ যে pay scale হবে সেটা T. T. C. থেকে পাঠান হয়েছিল এবং India Govt.-এর কাছে এখন তা আছে। এখনও তা আসেনি। lastly Class IV employee সম্বন্ধেও West Bengal Pattern-এ যাতে pay scale হতে পারে T. T. C. থেকে তা পাঠান হয়েছে এবং এখানকার General Administration ৫ টাকা হারে একটি flat scale করে তারা পাঠিয়ে দিয়েছেন। তাদের Dearness সম্বন্ধে ১৫০ টাকা বেতন পর্য্যন্ত ৫ টাকা এবং ১৫১ টাকা হতে ৩০০ টাকা পর্য্যন্ত ১০ টাকা Dearness Allowance দেওয়া হবে। Ministerদের salaryও অন্যান্য প্রদেশের চাইতে কম। হিমাচল প্রভৃতি জায়গায় যে scale হয়েছে তার চাইতেও এখন পর্য্যন্ত অনেক কম এদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং Compensatory Allowance যেটা ছিল সেটা sanction হয়ে এসে গেছে এবং এটা কার্য্যকরী করা হবে। তারপর Parliament, State & Union Territory Legislature Staff সম্বন্ধে বলা হয়েছে।

৩৬টি staff, তারমধ্যে ৩৩ জন recruit হয়ে গিয়েছে এবং বাকী ৩ জনও এই বাজেটের পর নিয়োগ করতে কিছু অসুবিধা হবেনা। এদিক দিয়ে দৃষ্টি দিয়েই বাজেট রচনা করা হয়েছে এবং আমি আশা করব House unanimously এই বাজেট গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 8-এ আমার একটা Cut Motion আছে। আমাদের কাছে ত্রিপুরা বিধানসভা খুবই নূতন এবং প্রশাসনের দিক দিয়েও যে এটা নূতন একথা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। কাজেই আমি মনে করি দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে যে বিধানসভা এখানে প্রবর্ত্তন হয়েছে, সেই বিধানসভা অফিসের কাজের দিক দিয়েও সুষ্ঠু এবং সবল হওয়া দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও একচ্ছত্র একনায়কত্বের সুবিধার জন্য বিধানসভার Opposition-এর Leader এবং Deputy Leader এখন পর্য্যন্ত নেই। কিন্তু আজকে যদি বিধানসভায় পূর্ণাঙ্গভাবে কাজ চলতে থাকে তা'হলে আমি মনে করি বিধানসভার Secretariat-এ বর্ত্তমানে যে Staff আছে সেই Staff-এর পক্ষে বিধানসভার কাজকর্ম্ম চালানো অসম্ভব। সেদিক দিয়ে আমার Cut Motion-এ আমি এই কথাই বলতে চাই বিধানসভায় যে Secretariat হয়েছে তা আরম্ভ থেকেই সুষ্ঠু এবং সবল হওয়া দরকার। বিরোধী দলের যে সমস্ত সদস্যরা এখন পর্য্যন্ত জেলে আছেন তাঁরা যদি বাইরে থাকতেন তা'হলে বিধানসভার Secretariat-এর কাজকর্ম্ম অনেক বেড়ে যেত। কাজেই বর্ত্তমানে যে কর্ম্মচারী আছে সেই কর্ম্মচারী দিয়ে কাজকর্ম্ম চালানো সম্ভব নয়। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমি বলতে চাই এই বিধানসভার Secretariat-এর কাজকর্ম্ম সবল এবং সুষ্ঠুভাবে চালানোর জন্য Staff বাড়ানো দরকার।

তারপর Demand No. 9-General Administration সম্বন্ধে আমার মূল বক্তব্য হল যে, ক্ষমতাসীন দল বরাবরই বলেন যে আমরা সমাজবাদী রাষ্ট্র গঠন করব ইত্যাদি। কিন্তু General Administration-এর বাজেটের দিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তা'হলে কি এই কথা মনে করতে পারি যে আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করব ? কারণ Chief Commissioner এবং Secretaryদের যে বেতন ও ভাতা ধরা হয়েছে তার সাথে যদি Class III এবং IV কর্ম্মচারীর বেতনের তুলনা করি তা'হলে দেখব যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। সুতরাং ক্ষমতাসীন দল যে সমাজতন্ত্রের কথা বলে থাকেন তা এই বাজেটে দেখা যায় না। এই বাজেট নিছক আমলাতান্ত্রিক বাজেট, মাথাভারী বাজেট। আর ক্ষমতাসীন দল বলছেন আমরা সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করব। কতবড় একটা নির্লজ্জের কথা ! তদুপরি ক্ষমতাসীন দল মনে করেন যে ত্রিপুরার জনসাধারণ বোকা। তাই এই বাজেট, যে বাজেটে Class III এবং IV কর্ম্মচারীর বেতনের সাথে বড় বড় আমলাদের বেতনের আকাশ-পাতাল তফাৎ সেই বাজেটকেই তারা সমাজবাদের প্রথম পদক্ষেপ বলে প্রচার করেন। এটা জনসাধারণকে ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। অপরদিকে আমরা দেখতে পাই Ruling Party এবং মুখ্যমন্ত্রী refugeeদের জন্য খুব দরদ দেখান। কিন্তু আমরা জানি যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন হয় নাই। একথা ত্রিপুরা সরকার কেন ভারত সরকারও স্বীকার করেছেন। গত নির্ব্বাচনের কিছু পূর্ব্বে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী Children Park-এ পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, পুনর্ব্বাসন Office আরও তিন বৎসর রাখা হবে এবং এই তিন বৎসরের মধ্যে

যদি পুনর্ব্বাসন না হয় তা'হলে সে সময় আরও বাড়িয়ে দেওয়া হবে। এরকম অনেক আশার বাণী তখন শুনান হয়েছিল। যারা অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন পায় নাই তাদের দরখাস্ত দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে সেই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছুই হ'ল না। ত্রিপুরা সরকার ও ভারত সরকার ভালভাবেই জানেন যে তাঁদের অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন হয় নাই। তথাপি বর্ত্তমান জমীপে তাদের উপর নজর ধার্য্য করা হচ্ছে। আজ যদি আমরা সাক্রম হতে ধর্ম্মনগর পর্য্যন্ত উদ্বাস্তু কলোনী গুলোর দিকে তাকাই তা'হলে আমরা দেখতে পাই সেখানে অনাহার-অর্দ্ধাহার এবং হাহাকার চলছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা কথা আমি এখানে বলতে চাই মুখ্যমন্ত্রী অনেক সময় আমাদের রাশিয়ার দালাল, চীনের দালাল প্রভৃতি বলেন, এমনকি পাকিস্তানের দালাল বলতেও দ্বিধাবোধ করেন না। কিন্তু একটা কথা আমি তাঁকে স্মরণ করে দিতে চাই যে, বেরুবাড়ী যে পাকিস্তানকে দেওয়া হল তাহা কি কমুনিষ্ট পার্টি দিয়েছিল? আশা করি এই সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী উত্তর দিবেন। আর একটি কথা পূর্ব পাকিস্থানে আমাদের হিন্দু ভাইদের উপর যে অকথ্য অত্যাচার চলছে তার প্রতিকার করা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। কিন্তু সরকার কিছুই করছেন না। আজকে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছে তাদের প্রতি সরকার কিছুই করছেন না। সুতরাং এই যে বাজেট রচনা করা হয়েছে তাহা সমাজতন্ত্রের পথে পদক্ষেপ বলে অভিহিত করা যায় না। আজ ত্রিপুরার তিনদিক পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত। পাকিস্তান জন্ম হতেই ভারতের সঙ্গে শত্রুতা করে আসছে। কিভাবে ভারতকে হেয় প্রতিপন্ন করবে সে চেষ্টাই করছে। সীমান্তে যেসমস্ত লোক আছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার! কিন্তু আমরা দেখতে পাই তা করতেও তাঁরা অপারগ। আজ ঠিক সীমান্তের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাই সেখানে খুবই অব্যবস্থা।

Sri S. L. Singh :--We are not discussing Police Budget here. We are discussing General Administration Budget.

Mr. Speaker :—Next.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি (Demand No 9) Administration Budget সম্পর্কে বলছি। সুতরাং পুলিশের কথাটা এখানে relevent. আমি একথা বলতে পারি। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে আমরা দেখতে পাই সীমান্তে কি অত্যাচার চলছে।

Sri S. L. Singh :—I would draw the attention of the Chair about the Point of order. The Hon'ble member is discussing about the Policc. It is not the Police Budget. Police Budget হল separate,

Mr. Speaker :—The Administration of the Govt. to be discussed. But you need not discuss the Policc Budget particularly.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বর্ডারের জনসাধারণকে রক্ষা করতে হবে।

(Objection raised by Shri S. L. Singh. He said—"It is particularly the right of the Chief Commissioner—Border, defence)

Mr. Speaker :—Border Defence is the Special responsibility of the Administration.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আরেকটি পরিস্থিতি আমরা দেখি অর্থাৎ এই রাজ্যে যারা পাহাড়ীয়া তাদের হত্যার জন্য তাদের উপর কিভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে তার বহু ঘটনা এখানে আমি উপস্থিত করতে পারি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত বাজেটের সাধারণ আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে, তিনি শান্তিনগর এবং রামচন্দ্রঘাটে ভূমিহীনদের জন্য একটি কলোনী করেছেন। করেছেন ঠিকই। তা আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু ভূমিহীন কারা? কয়েকটা নামের লিষ্ট আমি এখানে দিচ্ছি। মহিম চন্দ্র শর্মা—তার জায়গা হচ্ছে ১০ কানি. মঙ্গল চন্দ্র নাথ, কামিনী চন্দ্র নাথ—১০ কানি, রাজাক সিং মনিপুরী—৮ কানি। এভাবে বহু লিষ্ট এখানে আমি দিতে পারি। অর্থাৎ যাদের ১০।১২ কানি জমি আছে তাদেরে তিনি ভূমিহীন বলে শান্তিনগর এবং রামচন্দ্রঘাটে যে সমস্ত উপজাতি সরকারী সাহায্য পেয়েছিল তাদের জমিগুলি encroach করে তাদের সেখানে বসান হয়েছে। পরবর্ত্তী সময়ে খোয়াই বিভাগের S. D. O. যখন সেখানে তদন্ত করতে যান, তার তদন্ত রিপোর্ট আমার নিকট আছে। আমি তা দিতে পারি। আক্রাবাড়ী মৌজার অনিল চৌধুরী, সে কংগ্রেসের কর্ম্মী—শঙ্কর দেববর্ম্মার জমি জোর করে দখল করেছিল। S. D. O. সেখানে যাওয়ার পর তা প্রমাণিত হলে তিনি সেখান থেকে সেই কংগ্রেস কর্ম্মীকে উচ্ছেদ করে দিয়ে আসেন। এরূপ বহু ঘটনা এখানে আছে। এরকম বহু উপজাতি ভুমিয়াদের জমি জোর করে তারা দখল করেছিল। কিন্তু খোয়াই-এর S. D. O. সেখান থেকে দখলকারীদের উচ্ছেদ করে দেন। এমন বহু ঘটনা খোয়াই-এর মধ্যে পাওয়া যায়। এই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিহীন কলোনীর নমুনা—অর্থাৎ তিনি চান যে শান্তিনগর, আক্রাবাড়ী, রামচন্দ্রঘাট এলাকার মধ্যে কোন Tribal না থাকুক—এটাই তাঁর কামনা। যে সমস্ত নূতন লোক কংগ্রেসে যোগ দিয়েছে বা যাদের জায়গা-জমি আছে তাদেরে কংগ্রেস সংগঠনে জড় করে উপজাতিদের উচ্ছেদ করে তাদের সেখানে বসানো হচ্ছে। তাছাড়াও সরকারের যে প্রশাসনিক নীতি, এই নীতির মধ্যে আমরা আরো দেখতে পাই যেহেতু ত্রিপুরী সম্প্রদায়, উপজাতি সম্প্রদায় কমিউনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন করে সেহেতু তাদেরে মিথ্যে মামলায় জড়িয়ে তাদের উপর পুলিশী নির্য্যাতন করা হয়েছে। এমন বহু ঘটনা আছে। এ সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল। তেলিয়ামুড়াতে এমন কতকগুলো লোককে ভাড়া করে রাখা হয়েছে যারা রাত্র ৯।১০টার সময় বের হয় এবং জীপ গাড়ীর ড্রাইভারকে তারা বলে, তুমি অমুক জায়গায় গিয়ে horn দাও, তা'হলে একজন লোক আসবে। মুখ্যমন্ত্রী যে বন্দুক নিয়ে হৈ চৈ করেছিলেন, সেই বন্দুকের ঘটনাও বহু আছে। খোয়াইতে লোহারপুরের মামলা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়। এমনভাবে মিথ্যে মামলায় মানুষকে জড়িয়ে হয়রাণি করা হয়। অর্থাৎ এককথায় অর্থনৈতিকভাবে উপজাতিদের আঘাত করতে হবে। এই হ'ল Ruling Partyর নীতি।

সংখ্যালঘু সম্পর্কে আমি একটা কথা বলার চেষ্টা করেছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, প্রমাণ দাও। আমি বহু প্রমাণ উপস্থিত করতে পারি। আমি ইচ্ছে করেই সেই প্রমাণগুলো এখানে উপস্থিত করতে চাইনা। আমাদের মূল কথা হচ্ছে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা পাওয়ার পর ক্ষমতাসীন দল ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের নিরাপত্তা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করবে এটা ভাল

কথা। সেদিক দিয়ে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত অনুরোধ করব যাতে ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা বিঘ্নিত না হয় এবং রক্ষা করা হয় সেজন্য আমি মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Umeshlal Singh.

শ্রীউমেশলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী দ্বারা আনীত Demand for Grant No. 8 & Demand for Grant No 9 উভয়কে আমি সমর্থন করে দু'একটি কথা নিবেদন করব। আজকে যে Demand আমাদের সামনে উত্থাপিত হয়েছে, এতে টাকার বরাদ্দ যা আছে এবং General Administrationএর জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুর করা হয়েছে তাও আমাদের সময়োপযোগী হয়েছে। মাননীয় বিরোধী পক্ষের নেতা এখানে বলেছেন যে আমাদের Legislative Secretariatএ shortage of staff. বাজেট যখন আমাদের সামনে আসে তার আগে প্রত্যেক Departmentএর সঙ্গে আলোচনা করা হয় এবং এই আলোচনার ভিত্তি করেই আমরা বাজেট এখানে উপস্থাপিত করি। তাতে বিভিন্ন Departmentএর কর্মকর্তাগণ যা staff চেয়েছে তাই এখানে পেশ করা হয়েছে এবং এটাকে উপযুক্ত বলেই মনে করি। যদি প্রয়োজন মনে হয় তবে আমাদের বিভিন্ন Departmentএ যে কর্তৃপক্ষ রয়েছেন তারা তাদের প্রয়োজনানুযায়ী staff চেয়ে আমাদের কাছে পেশ করতে পারবেন, তখন এই House তা মঞ্জুর করবেন কি করবেন না তা বিবেচনা করবেন। আমাদের কর্তৃপক্ষ যখন staff বাড়ানোর কোন প্রস্তাব দেননি, তাতে মনে হয় কোন shortage of staff নেই। shortage হলে পরে তখন সেটা বিবেচনা করা হবে। আর একটা দিক লক্ষ্য করার বিষয় এই যে এখানে General Administration সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাতে বেরুবাড়ীর কথা এসে পড়েছে। এটা Central Govt.এর ব্যাপার। বেরুবাড়ী দেওয়া হয়েছে কি না হয়েছে সে সম্বন্ধে Parliamentএ বহু সমালোচনাও হয়েছে এবং তাতে দেখা যায় এটা সম্পূর্ণ সত্য নয়, আলোচনাই হয়েছে। এখানে আরও একটি বিষয় বলা হয়েছে যে, T. T. C. এর staff কে এখন পর্য্যন্ত কোন revised scale দেওয়া হয়নি। এ বিষয়ে T. T. C থেকে লেখা হয়েছিল। আমাদের এখানে একটা মঞ্জুরী এসেছে তা আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রীও বলেছেন। আর একটি বিষয় হল যে Compensatory allowanceও মঞ্জুর হয়ে এসেছে, তাও তিনি আমাদের সামনে বলেছেন, কাজেই সব দিক লক্ষ্য রেখে এ বাজেট আমাদের সামনে পেশ করা হয়েছে। এবং তারজন্য আমি বলব যে আমাদের এখানে General Administration সম্বন্ধে বিভিন্ন খাত দেখিয়ে তা বরাদ্দ করা হয়েছে। Temporary Officer এখানে কতজন আছে এবং তাদের Pay and allowances and other personal staff, Asstt, Clerk, Class IV staff ইত্যাদি কতজন আছে এবং তার জন্য ব্যয় হবে কত তাও বলা হয়েছে। একটু আগেই বলা হয়েছিল আমাদের Chief Minister বা other Ministerদের ব্যয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তাঁদের মাহিনা বেশী নিচ্ছেন; অন্যান্য Stateএর সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে তাঁদের জন্য যা খরচ করা হচ্ছে সেটা যথেষ্ট নয়। অন্যান্য State এর তুলনায় এখানে খুবই কম এবং আমরা দেখি কেরেলাতে যখন Communist সরকার ছিল সেখানকার মন্ত্রীবর্গ প্রতিমাসে কত করে মাহিনা নিতেন তা যদি আমরা সমালোচনা করি তা'হলে আমরা দেখব যে সে তুলনায় আমাদের এখানে অর্দ্ধেকের চেয়েও কম এবং তাদের

staff সম্বন্ধেও আমরা একথা বলতে পারি যে staff এখানে প্রয়োজনমতই আছে। Secretariat level-এ যা দেখি যে Secretariat-এ মাত্র ১১ জন Officer আছেন এবং তাঁদের সহায়তার জন্য ১৮০ জন কর্ম্মচারী আছে। তা ছাড়া আমরা দেখতে পাই District Administration-এর ভিতরেও আমাদের ১১১ জন কর্ম্মচারী রয়েছেন। তা ছাড়াও Sub-Division-এর মধ্যে ৪৫ জন Officer এবং তাঁদের সাহায্য করার জন্য ১৯৫ জন কর্ম্মচারী আছেন। কাজেই যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে সেদিক আমরা দেখি ৩২,৮০,০০০ টাকা বরাদ্দের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ উপযুক্ত এবং যথোপযুক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তাই আমি তা সমর্থন করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে Parliamentary, State, Union Territory Legislature সম্পর্কে আমার একটা Cut Motion ছিল। আমার এই Cut Motionএ আমি উল্লেখ করেছি যে আমাদের মন্ত্রীগণ বেতন হিসেবে যা draw করেন আমি মনে করি এত টাকা তাদের প্রয়োজন নেই। তাঁরা যে বেতন গ্রহণ করেন সেটা থেকে কাটছাট করে জনসাধারণের উন্নয়নমূলক কাজে তা ব্যয় করা হউক। সকলে এটা স্বীকার করে নিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য একটা অর্থনৈতিক ঘাটতি এলাকা। কাজেই এই ঘাটতি এলাকাতে মন্ত্রীমহোদয়গণের এত বেতন গ্রহণ করা আমি সঙ্গত মনে করিনা, আমি পরে তার পক্ষে আমার বক্তব্য বলব। General Administration সম্পর্কে আমার বক্তব্য হল যে, এখানে Territorial Council-এর আমলে যে সমস্ত কর্ম্মচারীকে appointment দেওয়া হয়েছিল বিধানসভা প্রবর্ত্তনের পর Administration-এর সঙ্গে সমস্ত merge করেছে। কাজেই আমি তারজন্য দাবী করছি যে সমস্ত Govt. Employeeদের সমস্যা তাদের একই সমস্যা হিসেবে সমাধানকল্পে revised scale-এর সুযোগ সমস্ত কর্ম্মচারীই যেন পায় তারজন্য আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথম বক্তব্যে আমি একথা বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যে হঠাৎ করে বিধানসভা হয়নি। বিধানসভা হওয়ার পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রশাসনিক ব্যবস্থা বিভিন্ন পর্য্যায়ে হয়েছিল। এটা সকলেই অবগত আছেন যে, ১৯৫২ ইং সন থেকে ১৯৫৬ ইং সন পর্য্যন্ত Advisory Council করে রাখা হয়েছিল এবং এই Advisory Council-এর সদস্য হিসেবে বর্ত্তমানে যে মন্ত্রী আছেন তাঁরাও সেই Advisory Council-এর সদস্য ছিলেন। তখন তো তাঁরা বোধহয় সেই ৭৫০ টাকা মাহিনা গ্রহণ করেননি এবং ১৯৫৬ সন থেকে ১৯৬২ সন পর্য্যন্ত যে আঞ্চলিক পরিষদ হয়েছিল সেই পরিষদের Chairman যিনি ছিলেন বর্ত্তমানে তিনি Chief Minister. সেই Chairman-এর আমলেও এত টাকা মাহিনা তিনি পাননি। কিন্তু এসেমব্লি form হওয়ার সাথে সাথে আজকে এত মাহিনা তিনি গ্রহণ করেন। কিন্তু অন্যান্যদের তুলনায় তাঁর বিবেচনা করা উচিত ছিল। কারণ এই বিধানসভার সদস্য হয়ে যাঁরা আসেন, কি Opposition Partyই বলুন, কি Ruling Partyই বলুন, ১৫০ টাকা তাঁরা মাহিনা পান এবং Deputy Minister মাহিনা পান ৪০০ টাকা আর তাঁরা মাহিনা পান ৭৫০ টাকা। কাজেই আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যার দিকে লক্ষ্য যায় তাঁরা বাড়ী free পাচ্ছেন, electric light পাচ্ছেন, electric পাখা পাচ্ছেন, গাড়ী পাচ্ছেন। তারজন্য সরকার ব্যয়বরাদ্দ করে থাকেন। উপরন্তু এত মাহিনা গ্রহণ করা আমি যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা। কাজেই আমি একথা বলতে চাই যে তাঁদের মাহিনা যাতে কম হয় এবং সেই amount জনসাধারণের

হিতকর কাজে ব্যয় করা যেতে পারে। সরকারী কর্মচারী সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে যে, আজকে এখানে classification করতে পারে, category করতে পারে কিন্তু সমস্যা কারো আলাদা আলাদা নয়, সমস্যা সবারই সমান। বর্তমানে জিনিষপত্রের যে দুর্মূল্য, এটার সঙ্গে সমানভাবে এ সমস্যা জড়িত। অর্থনৈতিক সঙ্কটের কথা যদি চিন্তা করি তবে আমি বলব অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সকলেই সমান ভুক্তভোগী। কাজেই আমার বক্তব্য আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই এই যে তৃতীয় শ্রেণীর ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী এবং আঞ্চলিক পরিষদের আমলে যে সমস্ত কর্মচারীকে নূতন করে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের revised scale যাতে ঠিকমত করা হয় এজন্য আমি আমার এ বক্তৃতা রাখছি। Administration সম্পর্কে আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে, যদিও আজকে Refugee Rehabilitation Deptt.-এর কোন দপ্তর নেই, through the Administration যেন এটার ব্যবস্থা করা হয়। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু প্রবেশ করেছে। শুধু তাই নয় আজকে যেখানে ত্রিপুরার রাজধানী সেই রাজধানীর দুর্গাবাড়ীতে পাঁচ হাজারের উপর উদ্বাস্তু আছে। কেউ এক মাস, কেউ পনর দিন বা এক সপ্তাহ—এভাবে এখানে এসে ধর্ণা দিচ্ছে। কাজেই এই উদ্বাস্তুদের রক্ষা করা Administration-এর কর্তব্য। আমি এদিকে অনুরোধ করব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে যে, যেভাবে তারা জীবনযাপন করছে এটা কোন মনুষ্যজীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

Mr. Speaker :—This is irrevalent matter. This is not in the General Administration. There is a Rehabilitation Deptt. and that will be discussed when this Demand will be put here. But during discussion on the Budget the arguments from other demands also can be brought.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—

অতএব আমি বলতে চাই আজকে Administration-এর খামখেয়ালীর জন্য যদি সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবন বিপন্ন হয় তারজন্য Administrationকে আমি সম্পূর্ণ দায়ী করব। কারণ আজ তারা আশ্রয় চাচ্ছে, কাজেই বিভিন্ন দিক দিয়ে তাদের সুযোগ-সুবিধা Administration-এর দেওয়া দরকার। আজ যদি তারা কাজ পায় তা'হলে সাময়িকভাবে রোজগার করে জীবনযাপন করতে পারত। যাতে তারা অন্নের ব্যবস্থা করতে পারে, রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে। আমি একথাও শুনেছি যে কলেরা রোগে কয়েকজন লোক এখানে মারা গিয়েছে। এখানে যারা আছে তাদের মধ্যে I. A. আছে, Matriculate আছে, I. Com. আছে। তাদের চাকুরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা যাতে করা হয় তারজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Monoranjan Nath.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী House-এর সামনে যে Demand পেশ করেছেন তার আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut motion এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি। এখানে বিরোধী পক্ষ একটা Cut Motion এনেছেন এবং Demandএ "there is shortage of Assembly Staff" এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের Assemblyর কাজ যথারীতি হচ্ছে এবং এই Department থেকে এমন কোন complain আসেনি

যে আমাদের Staff short. এখানে বিরোধী পক্ষ বলেছেন যে বিধানসভা খুবই নতুন; তা আমরাও জানি নতুন। নতুন অবস্থায় staff shortage হওয়া তা স্বাভাবিক। তাঁরা একবার বলবেন এটা মাথাভারী বাজেট, আর একবার বলবেন কর্মচারী নিযুক্ত করবার জন্য। তাদের বক্তব্য হল contradictory যে সময় যেটা সুবিধা সেটাই বলে ফেলেন। একবার বলবেন যে, বেতন বৃদ্ধি হক আর একবার বলবেন কমানো হক। কাজেই কোন সময় তাদের statement যে কি রকম, কোন সময় কোন সুবিধা মত লাগান সেটা বলার সুবিধা নেই। তাদের contradictory statementএ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এখানে বর্তমানে staff আছে ৩৩ জন। তারমধ্যে T.T.C থেকে ২৩ জন এবং Administration থেকে ১০ জনকে depute করা হয়েছে এবং ৩টি post vacant আছে এবং সত্বরই এটা পূরণ করা হবে, কাজেই এখানে staff shortage আছে একথা বলার কোন মানে নেই। এখানে আর একটা বলছেন যে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা নেই, এজন্য অসুবিধা হচ্ছে। বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে বিধানসভার কাজ করবেন কিনা এটা আমি বুঝতে পারছিনা। সুতরাং এরূপ অসামঞ্জস্য কথার কোন মানে নেই। সুতরাং তাদের Cut motion এর আমি বিরোধীতা করছি। ৯ নং Demand সম্বন্ধে তারা Cut Motion রেখেছেন, The rate of pay-scale of the erst while T.T.C employees has not been revised. এ সম্বন্ধে মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলে দিয়েছেন যে এটা যথাসময়ে Central Govt.এর কাছে পাঠানো হয়েছিল এবং এটা consider tion এ আছে এবং অতি সত্বরই এটা হয়ে যাবে। তারপর আর একটা Cut Motion তাঁরা রেখেছেন যে Pay scale revisionএ Class III & IV employee কোন benefit পায়নি। এখানে দেখা যাচ্ছে যে West Bengalএর মতই Class III এবং Class IVকে Revised Pay scale দেওয়া হয়েছে এবং ৫ টাকা করে তাদের allowance দেওয়া হবে initialএর উপরে। সুতরাং তারা যে revised pay scaleএ benefit পাবেনা একথা ঠিক নয়। আর একটি এখানে বলা হয়েছে যে Ministerরা এখানে বেতন বেশী নেন। আমি বলব অন্যান্য Stateএর Ministerগণ, এমন কি Himachal Pradesh Union Territoryর Ministerরা যা বেতন পান আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের Ministerরা তার থেকে কম বেতন পান। এখানে বলা হয়েছে যে Advisor থাকার সময়ে তাঁরা বেতন নিতেন কম এবং Chairman থাকার সময়ে বেতন নিতেন কম। যখন তাঁরা Advisor ছিলেন তখনকার তাঁদের দায়িত্ব এবং বর্তমান দায়িত্বের মধ্যে অনেকটা ব্যবধান আছে। তবে এ বিষয়ে তাদের একটা আপত্তি থাকতে পারে যে তাঁরা Minister হতে পারেননি। Memberদের কথাতো এখানে তুললেন না। আমি বলব Ministerরা যে বেতন নিচ্ছেন তা যুক্তিসঙ্গত এবং তা সমর্থনযোগ্য। আমি বলব কেরেলাতে যখন Communist Ministry হয়েছিল তখন তাঁরা এ বেতনের চেয়ে কম নেননি। বরং T. A. ইত্যাদির ব্যাপারে লক্ষ লক্ষ টাকা তাঁরা নিয়েছেন। এবং Compensatory Allowance সম্বন্ধে বলা হয়েছে, আমি সে সম্বন্ধে বলতে চাই Compensatory Allowance মঞ্জুর হয়েছে এবং সত্বরই এটা দেওয়া হবে। সুতরাং আমি বলব তাঁদের ভিত্তিহীন যুক্তি সমর্থনযোগ্য নয়। অতএব মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী House এর সামনে যে Demand পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Class III এবং IV Employeeদের revision of pay scale-এর ব্যাপারে তারা যে প্রকৃতপক্ষে কোন benefit পায়নি এবং বিভিন্নক্ষেত্রে for all practical purpose and real sensse reduction যে হয়েছে তাদের pay scale-এ সেই সম্বন্ধে আমি আমার বক্তব্য রাখব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, pay scale কি হবে না হবে সে সম্বন্ধে অনেক Commission অনেক আগে বসেছে। 15th Labour Conference 1957-এ তাঁরা বলেছিলেন একজন কর্ম্মচারীর বেতন ন্যূনপক্ষে ১২৫ টাকা হওয়া দরকার। 2nd Pay Commission একথা বলেছিলেন যে. একজন কর্ম্মচারীর মাসিক বেতন ৭০ টাকার কম কিছুতেই হতে পারেনা in addition to other allowances, Medical Expertরা এ সম্বন্ধে বলেছিলেন, একজন মানুষকে যদি খেয়ে-পরে বাঁচতে হয় তা'হলে শুধু তার fooding for the year তার মাসে ৩৫ টাকা করে লাগে। আমাদের pay scale ঠিক করার আগে এ সমস্তগুলো জানা দরকার। 2nd Pay Commission যেটাকে আমরা Commission enquiries on Emolument and condition of Service of Central Govt. Employees, সেখানে তাঁরা আলোচনা করেছিলেন যে pay কি ধরণের হওয়া উচিত এবং কি ধরণের হবে। যাঁরা এটা পড়েননি, আমি অনুরোধ করব তাঁরা যেন এটা দেখে নেন। সেখানে বিস্তারিত বলা আছে যে কিভাবে কিসের ভিত্তিতে pay হবে কি হবেনা। সেখানে তাঁরা দেখিয়েছেন যে ত্রিপুরার employeesরা দিল্লী কি হিমাচল প্রদেশ থেকে অনেক কম মাহিনা পান। এখানে অনেক figure দেওয়া আছে, সবটা figure যদি আমি এখানে পড়তে চাই তা'হলে আমার সময়ে কুলোবে না। শুধু এটুকু এখানে দেখাতে চাচ্ছি যে, দিল্লীতে একটা Upper Division Clerk যেখানে minimum পায় ১৩৫ এবং maximum পায় ২৯০ টাকা সেখানে ত্রিপুরার একটা employee minimum পায় ১২০ টাকা এবং maximum পায় ২৩৮ টাকা। Lower Division Clerk যেখানে দিল্লীতে minimum পায় ১১৫ টাকা এবং maximum পায় ১৯০ টাকা সেখানে ত্রিপুরাতে minimum পায় ৮০ টাকা এবং maximum পায় ১১৫ টাকা। এই সমস্ত জিনিষগুলো তাঁরা যেখানে আলোচনা করেছেন এবং বলেছেন যে, In Tripura both the scale of pay and Dearness Allowances are not............এবং তারপর তাঁরা যা বলেছেন তার সবটা আমি বলতে চাইনা, যে discussion of the representatives of Tripura and Manipur Administration and the special compensatory allownnces require sympathetic consideration......সবটা পড়লাম না; শুধু এটুকুই পড়লাম। এই conditions and recommendationsগুলো আপনারা কতটুকু মেনেছেন বা মানছেন না আমরা যদি pay scaleটা আলোচনা করি তা'হলে আমরা সেখানে দেখব যে আপনারা West Bengalকেও follow করেননি, কোন কিছুই মানেননি। আপনারা খুশীমত কোথাও কোথাও follow করেছেন আবার খুশীমত কোথাও কোথাও করেননি, আপনারা এই Commissionকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছেন। আপনারা বলেছেন special compensatory allowance আপনারা দেবেন, অবশ্য কখন দেবেন না দেবেন সেটা আমরা জানিনা। আমি দেখ নোর চেষ্টা করব যে Class I এবং Class II employeeদের বেলায় West Bengal pay scale আপনারা ঠিক ঠিক ভাবেই follow করেছেন, বরং খানিকটা বাড়াবারও চেষ্টা করেছেন; কিন্তু Class III এবং Class IV Employees-এর বেলায়

সেটাকে মোটেই follow করেননি, বরং যেখানে কমানো সম্ভব আপনারা অনেকক্ষেত্রে সেটাই follow করেছেন। ধরুন Trained Dhai, pre-revised scale-এ তারা পেত 40-1-60, যেখানে Dearness Allowance ছিল, Compensatory Allowance ছিল, Special Compensatory Allowancc ছিল, সব ছিল, revised scale-এর তাদের বেতন হল 40-1-60 কিন্তু revised scale অনুযায়ী তারা D.A., C.A. ইত্যাদি পাবেনা। একজন Librarian, তার আগের scale ছিল ১৩০-৫-১৮০ টাকা এক্ষেত্রে এখন হয়েছে ১৫০-২৫০ টাকা। Pre-trained Scale-এ যখন তার scale ছিল ১৩০-১৮০ টাকা তখন D.A., C.A. নিয়ে পেত ১৮০ টাকা, এখন পাবে ১৫০ টাকা। এটা reduction হবে, আগে starting-এ পেত ১৮০ টাকা কিন্তু এখন ১৫০ টাকা। এরূপ ঘটনার অন্ত নেই। ধরুন Assistant Nurse-Cum-Midwife, সে pre-revised scale-এ maximum পেত ১৮০ টাকা আর revised scale-এ গিয়ে পাবে ১৪০ টাকা। Pre-revised Scale-এ তার minimum starting pay ছিল ১০০ টাকা, ৫০ টাকা basic pay, ৪০ টাকা ছিল D.A., ৫ টাকা ছিল cash allowance—এ নিয়ে সে পেত মোট ১০০ টাকা starting-এ, আর এখন পাবে মাত্র ৬৫ টাকা। এটা reduction নয় কি? Staff Nurse-এর বেলায় pre-revised scale ছিল ১৫৪-৪-২০০ টাকা, revised scale-এ হবে ১২৫-৫-১৪০-৪-২০০ টাকা, minimum pay ছিল startings-এ ১০০ টাকা basic pay, ৪০ টাকা D.P. আর C.A. ৫ টাকা; prerevised scale-এ মোট st rting হচ্ছে তার ১৪৫ টাকা আর revised sc le-এ তার starting হচ্ছে ১২৫ টাকা মাত্র। এটা reduction নয় কি? Reduction.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— Hon'ble Spe·ker S'r, There is a point of order. We are discussing bout gene-al Administration and the class IV employee's pay in general Administration. Nurse's pay doe not come on this.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :— আমার বক্তব্যের সমর্থনে মন্ত্রী ভৌমিক মহোদয় বলছিলেন যে আপনি উ দাহরণ দেবেন। সেই connection এ আমার যুক্তির সমর্থনে আমি উদাহরণ দিচ্ছি, if you permit me I can go on the matter, if you do not, I am to stop. It is simply reference যে আমাদের pay scale টা কি হয়েছে এটা শুধু একটি employee এর বেলায় নহে, entire Administration এর pay scale এর সার্থকতাটা কি আমি সেটার reference টা দিচ্ছি (Disturbance from the side of Ruling Party).

Mr Speaker :— Your cut motion is that the class III and class IV employees are not benefited by the revision of pay scale and this falls within the class III categories.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— Class III staff is in the General Administration, but the Nurse does not come under the General Administration, it is my only request.

Mr. Speaker :— That was the cut motion on General Administration.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—Employeesরা দাবী করেছিল তাদের pay scale টা বাড়ানো হউক, কিন্তু for all practic l purposes and practical sense তাদের pay scale reduction-হয়েছে, scaleটা বাড়েনি। কাজেই যে purpose নিয়ে তা করা হয়েছিল। Class III এবং class

IV staff এর বেলায় সেটা করা হয়নি। এখন কেউ কেউ বলছেন যে আমরা West Bengal কে follow করছি। প্রকৃত পক্ষে আমরা বাস্তবিকই West Bengal কে follow করছি কিনা সেটা একটা point of question. আমি দেখাবার চেষ্টা করব যে position টা কি ? Post of Head Compositor West Bengal এ তার scale হচ্ছে ২৫০-৪০০, ত্রিপুরাতে তার scale হচ্ছে ১২৫-২০০ Press Inkman এর post এ West Bengal এর scale হচ্ছে ১০০-১৪০ আর আমাদের এখানে হচ্ছে ৬০-৭৫, নাজীর West Bengal তার pay scale হচ্ছে ২৫০-৪০০, আমাদের এখানে pay scale করেছি ২০০-৩০০ টাকা, Record keeper তার scale West Bengalএ আছে ২০০-৪০০ আর আমাদের এখানে করেছি ১২৫-২০০, Accountant lower division clerk West Bengal এ আছে ১৫০-২৫০ আর আমাদের এখানে করেছি ১২৫-২০০, যদি আপনারা entire pay scale টা দেখেন তা হলে দেখতে পাবেন একটি দুটো case নয় এ রকম majority case এ আমরা West Bengal কে follow করিনি, আমরা follow করেছি পরিপূর্ণভাবে class I এবং class II staff এর বেলায় মাত্র। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় subordinate staff এর বেতন উর্দ্ধতন staff এর থেকে বেশী। আমি একটা উদাহরণ দেবার চেষ্টা করছি। যেমন ধরুন Asst. Nurse-cum-midwifeএর বেলায় operation theatre Asst. নামে একটা post আছে। আগে তার বেতন ছিল ১০০-৪-২০০ টাকা,আর তখন তার বেতন হল ১২৫-২০০ টাকা এবং এই operation theatre Asst. postটি হল Asst. Nurse cum-midwife এর sub-ordinate, Assistant Nurse cum-midwife হল skilled worker এর pay scale হচ্ছে ৬৫-১৪০ টাকা আর একটা unskilled labourer তার বেতন হচ্ছে ১২৫-২০০ টাকা, তাদের বেতন বাড়ছে এতে আমি আপত্তি করছি না, কিন্তু তা কিসের ভিত্তিতে করা হল সেটাই বুঝতে পারছিনা। Asst. Nurse cum-midwife যারা academic qualification matric না হলে চলেনা তার বেতন হল ৬৫ টাকা starting আর একটা unskilled labour তার বেতন হল ১২৫-২০০ টাকা এটা কিসের ভিত্তিতে করা হল জানিনা। এই principleএর কোন যৌক্তিকতা নাই যে class III class IV employeesদের বেলায় West Bengalএর pay scaleকে follow করবো না আর class I class II এর বেলায় তা follow করব, সেখানে সম্পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, কোন কাটছাট নেই। এখন ধরুন stenographerএর বেলায় J C's Office এর stenographer এর scale হচ্ছে ১৭৫-৩২৫ আর District Judge এর যে stenographer তাদের scale হচ্ছে ১৭৫-৩২৫ টাকা plus 40 as efficiency allowance. এখন District Judge এর stenographer এর বেলায় কেন efficiency allowance দেওয়া হল আর Judicial Commissiner এর Stenographer-এর বেলায় efficiency allowance হ'লনা, আমরা তার যুক্তি খুজে পাইনে। এরকম যদি আপনারা anamoly খোঁজেন তা'হলে সে রকম anamoly-এর অন্ত নেই। যেমন Accountant এর মাহিনা হচ্ছে ১৫০-২৫০ আর Asst. Accountant এর মাহিনা হচ্ছে ২০০-৩০০ on what grounds ? What is the basis ? Accountant যিনি তার pay scale টা কম আর যিনি Assistant Accountant তার pay scale টা বেশী আপনারা কি ভিত্তিতে সেটা করলেন ? What is the answer ? কি answer দিবেন সেটা আপনারা জানেন আমাদের কাছে সেই answer কিছু নেই। আমি বুঝিনা যে কি করে একটা Accountant কম

মাহিনা পান আর তার সহকারী Accountant বেশী মাহিনা পাবেন, I do not understand. কাজেই আমি বলতে চাই সেটা কি basis এ করা হল এবং কি principle follow করা হয়েছিল; আপনারা কেউ কেউ বলেছেন আপনারা West Bengal কে follow করেছেন। আমি দেখাবার চেষ্টা করছি যে আপনারা West Beng l follow করেন নি। আপনারা বলছেন যে কোথায়ও reduction হয়নি, আমি যদি সময় পেতাম তবে entire p y scale টা পড়ে শুনাতে পারতাম তার কোথায় কি রকম হয়েছে, আমি তা পড়তে চাই না। Revision of p y sc le এর ব্যাপারে যে সমস্ত effect দেওয়া হয়েছে 1-4-1961 কিন্তু Development Commissioner এর বেলাতে দেওয়া হয়েছে 1-4-60 and why? Development Commissioner এর বেলায় 1-4-60 আর অন্যান্য post এর বেলায় 1-4-61 তা কেন? কিসের জন্য? What is the argument? Wh t is the b sis? আমি জানিনা অতএব তা বলতে পারিনা, তবে সেই factগুলো আমি আপনাদের সামনে রাখছি এবং সেই facts যদি আপনারা না জানেন তবে আমার কিছু করণীয় নাই, কিন্তু সেই ঘটনাকে খুব বেশীক্ষণ চাপা দিয়ে রাখা যাবেনা। মূল বেতনের সঙ্গে D A টা m rge করে দিয়ে যাদের D A টা আপনারা বন্ধ করেছেন এবং এর ফলে যে কি লাভ হবে আপনাদের সেটা আমি জানি না। দিন দিন cost of living এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে কর্মচারীরা তাদের Dearness Allowanceটা ন্যায়সঙ্গত পাওয়া বলে আমি উচিত মনে করি। এ সমস্ত ঘটনার পরে আপনার যে pay sc le এখানে চালু করেছেন তাতে কর্মচারীদের মনে কোনরূপ সন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়না। তাদের মনে এ ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে আছে একজন class I employeeর বেলায় যেখানে West Beng l p y scale দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে আমার বেলায় full benefit দেওয়া হয়নি কেন এবং প্রকৃত পক্ষে যদি আমরা D A, C A ইত্যাদি গুলো যোগ করি তা হলে প্রায় m jority c se এ আমরা দেখব যে basic pay তে st rting এ গিয়ে তাদের বেতন বাড়েনি, বেতন কমে গিয়েছে কাজেই আপনারা যে Revised pay scale করেছেন তাতে সরকারী কর্মচারীদের কোন উপকারই হয়নি; কাজেই তাদের ভিতরে অসন্তোষ বিদ্যমান। আমরা একটার পর একটা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণ করে যাচ্ছি, যদি এই সমস্ত পরিকল্পনাগুলো ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়ণ করতে চাই আমরা তবে সেটা কারা করবে—এই সমস্ত Cl ss III এবং Cl ss IV employeeরা করবে এবং তাদের মনের মধ্যে অসন্তোষ রেখে আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলো ঠিক ঠিক ভাবে রূপ দিতে পারিনা কারণ কোন লোক মনে অসন্তোষ নিয়ে কোন কাজ করা যায় না সেই জিনিসটা আমাদের মনে রাখা দরকার। আপনারা class IV employeeদের বেলায় সর্ব বেতন অতি কম ভাবে ধার্য্য করেছেন। তারা pre-revised scaleএ D. A. C. A. ইত্যাদি মিলাইয়া প্রকৃতপক্ষে revised scale থেকে বেশী মাহিনা পেত। এ revised scaleএ তারা কম বেতন draw করে। এবং আপনারা যে option দিয়েছেন সে optionও সকলে পাবেনা, যারা নাকি 1-4-64 এর পরে appoinment পেয়েছেন তাদের কোন option নেই, আর যারা ঐ তারিখের পূর্ব্বে নিযুক্ত হয়েছেন কেবল তাদের বেলায় option প্রযোজ্য। আমি এমন খবরও পেয়েছি যারা নাকি মাহিনা পেয়েছেন revised scaleএ তাদের মাহিনা নাকি আপনারা কেটে আদায় করে নিয়েছেন। কোন খাতির সেখানে করেননি। তাহলে আপনারা employeeদের জন্য কি

করলেন এবং কিভাবে employeeদের বেলায় বিবেচনা করতে চান, আমি সেটুকু Houseএর সামনে রাখছি। যে ঘটনার তথ্য আমি এখানে রাখছি আশা করি সমস্ত তথ্য বিবেচনাক্রমে revised scale এর ব্যাপারে পুনরায় আপনারা বিবেচনা করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri M L. Bhowmik.

শ্রীমনীন্দ্রলাল ভৌমিক (উপমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের অর্থমন্ত্রী Demand No. 8 and Demand No. 9 যে House-এর সামনে পেশ করেছেন আমি তা সমর্থন করছি এবং এই Demandগুলোর উপর যে ছাটাই প্রস্তাব আছে, আমি তার বিরোধীতা করছি। কারণ এই ছাটাই প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা নেই। প্রথমেই আমি তাদের প্রথম যে ছাটাই প্রস্তাব Demand No. 8-এর উপর যা বিরোধী পক্ষের মাননীয় নেতা শ্রীঅঘোর দেববর্মা এনেছেন সেটা হচ্ছে shortage of Assembly staff. আমার মনে হচ্ছে তাঁরা বাজেট দেখেননি। যদি বাজেট দেখতেন তা'হলে পর shortage of Assembly staff যে ছাটাই প্রস্তাব তা রাখতেন না। কারণ যেখানে আমরা ১৯৬৪-৬৫ সনের বাজেটে ৩৭ জন staff-এর provision করেছি, বর্ত্তমানে কাজ চলছে কিভাবে সেটাও আমাদের মাননীয় সদস্য Mr. Nath বলেছেন যে বর্ত্তমানে আমাদের Assembly Secretariatএ ৩৩ জন কর্ম্মচারী রয়েছেন। তারপর ২০ জন transfered from the Council এবং ৯ জন deputed from the Civil Secretariat এবং একজন Marshal deputed from the Office of the Supdt. of Police এবং তিনজন contingent menials—মোট ৩৩ জন কর্ম্মী আছেন, তারমধ্যে যিনি Assembly Secretary আছেন তাঁর postটাও transfered করা হয়েছে from the Civil Secretariat for one year. কাজেই মাত্র তিনটি post নূতন করে করতে হবে এবং তারজন্য provisionও বাজেটে করা হয়েছে। কাজেই এই যে ৩৬ জন staff বর্ত্তমান Assembly-এর পক্ষে উপযুক্ত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁরা বলেছেন যে এই staff দিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার কাজ চলবে না। আমি বুঝতে পারিনা কি করে তাঁরা এরূপ বলছেন। কাজ কি কোন জায়গায় স্থগিত রয়েছে? তাঁরা হয়ত মনে করছেন তাঁদের অনেক সদস্য বন্দী রয়েছেন, কাজেই সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে কাজ অচল। আমাদের Assemblyর কাজ চলছে, তা চলবে এবং তার ব্যবস্থাও আমরা করেছি। General Administration Demand-এর উপর মাননীয় সদস্য শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন যে, rate of pay scale of erst-while T.T C. has not been revised. মাননীয় সদস্যের বোধহয় জানা নেই যে তাদের pay scale revision-এর এই ব্যাপারটি Union Legislative Act চালু হওয়ার পরই Govt. of Indiaর নিকট পাঠানো হয়েছে for revision of pay scale, এ প্রস্তাব আমরা আশা করি শীঘ্রই তাদের pay scale revised হয়ে আসবে। আর মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম যে ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন যে Class III & IV employees are not benefited by the revision of pay scales. Class III employeesদের ক্ষেত্রে যে তারা benefited হননি সেকথা আমি স্বীকার করিনা। অনেকে হয়েছেন, কারো কারোর ক্ষেত্রে হয়ত এখনো হয়নি। সেটা আমাদের সরকার বিচার বিবেচনা করে দেখবেন revision of pay scale-এর ব্যাপারে। প্রয়োজন হলে সেটাও revision করা হবে। Class IV employeeদের ব্যাপারে যে নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে তা হল সর্ব্বভারতীয়

নীতি। তারা যে উপকৃত হননি একথা বললে সত্যকে অস্বীকার করা হবে। পূর্ব্বে তাদের pay scale ছিল ২০১-২৫, এখন ৬০-৬৫ টাকা, pay fix করার সময় তারা আরও অতিরিক্ত ৫ টাকা পাবেন। তার উপর special compensatory allowance. সুতরাং তারা যে উপকৃত হবেন না একথা ঠিক নয়। তবে তারা যদি আরও উপকৃত হতেন তা'হলে আমরা আরও খুশী হতাম। তবে আমরা মোটামুটি West Bengalএর pay scaleই follow করছি। তবে ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এটা সবক্ষেত্রে হয়ত সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে as far as possible আমরা ব্যবস্থা করছি। শীঘ্রই এটা হয়ে যাবে বলে আমি আশা করি। তাছাড়া মাননীয় সদস্য আর একটা ছাটাই প্রস্তাব এনেছেন high salary of Ministers. ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এখানকার মন্ত্রীদের বেতন বেশী নয় এটা বোধহয় মাননীয় সদস্য জানেন। তবুও তিনি কি করে বলেন যে মন্ত্রীদের বেতন আমাদের economyকে effect করছে। মাননীয় সদস্য শ্রীদেববর্ম্মা বলেছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যখন এ্যাডভাইসর ছিলেন এবং Territorial Councilএর Chairman ছিলেন তার চাইতে এখন বেশী বেতন draw করেন। কিন্তু আমি বলব মাননীয় সদস্যরা যখন Council-এর member ছিলেন তখন তাঁরা বেতন পেতেন ১০০ টাকা। আর এখন পাচ্ছেন ১৫০ টাকা। কিন্তু তাঁরা এখনও বলছেন না যে ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ১০০ টাকার বেশী বেতন নেব না। আমরা কংগ্রেস সদস্যরা যখন Council-এর member ছিলাম তখন আমরা প্রত্যেকে একমাসের বেতন ১০০ defence fund-এ contribute করেছিলাম, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাঁরা করেছিলেন মাত্র ১০ টাকা করে। সুতরাং আপনাদের দেশপ্রেম যে কতখানি তারই প্রমাণ আপনারা দিয়েছেন। বিরোধী দলের নেতা বলেছেন যে আমরা যে বাজেট রচনা করেছি তা আমলাতান্ত্রিক বাজেট, সমাজতান্ত্রিক নয় হ্যাঁ, তা ঠিকই। শাসনকার্য্য চালাতে হ'লে আমলার প্রয়োজন আছে, কর্ম্মচারীর প্রয়োজন আছে। আমরা Class III এবং IV কর্ম্মচারীর তুলনায় উচ্চ কর্ম্মচারীদের বেশী বেতন দিয়ে থাকি একথা তাঁরা বলেছেন। কিন্তু উচ্চ কর্ম্মচারী কতজন এবং তাদের জন্য কত টাকা খরচ হয় তা তাঁরা জানেন। আর তারা একথাও তাঁরা জানেন যে দায়িত্বের উপর ভিত্তি করেই বেতন নির্দ্ধারণ করা হয়। চীফ কমিশনারের মাহিনা আর Class IV employeesদের মাহিনা সমপর্য্যায়ের হবে একথা তাঁরা কি করে ভাবতে পারেন তা আমি বুঝতে পারিনা। যে সমস্ত দেশের কথা তাঁরা ভাবেন, যে সমস্ত দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে তাঁরা দাবী করেন, সে সমস্ত দেশের প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর মাহিনা কত এবং Class IV employeesদের মাহিনার সাথে প্রভেদ কত তার হিসাব যদি তাঁরা আমাদের বলে দেন তবে খুশী হব। আমি আর বেশী কিছু বলতে চাইনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম ;

Mr. Speaker :—I would now call on the Chief Minister to give his reply to the debates.

Sri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলতে গিয়ে অনেক আবোল তাবোল বলেছেন। সুতরাং আমি আবোল তাবোল বক্তব্যকে আমার উত্তরের ভিত্তি না করে Pointএর উপর কিছু কিছু জবাব দেবার চেষ্টা করব। General Administration-এর উপর আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা শান্তিনগর, আক্রাবাড়ী রামচন্দ্রঘাট প্রভৃতি

স্থানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে একটি Communal এবং Sectrian view প্রকাশ করেছেন, সেটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা যে কোন সময়ে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার অভিব্যক্তি বলে মনে করি না। কারণ এই জায়গাতে যারা ভূমিওয়ালা ছিল, জোতদার এবং তালুকদার ছিল তাদের জমিতে যারা দাসের মত খাটত এবং যারা ঐ তালুকদার জমিদারের সমর্থনে ছিলেন, তাদের উপর সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ হয়েছে। যখন সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল, সমাজ-বিরোধীরা যারা জোতদার ছিল এবং জমিদার ছিল বড় বড়—সেই জায়গা থেকে ভূমিহীন সাওতাল প্রভৃতি যারা তাদের ভূমি চাষ করত, তাদের উচ্ছেদ করা হয়। কারণ তাদের যা সমাজবাদ সেটা ব্যবহার করেছিল সেখানকার যারা জমিদার ছিল এবং তারা। যখন তারা দেখল এই আইন পাশ হয়ে গেল, সাথে সাথে কোফা, বর্গা এবং ভূমিহীন যারা তাদের সমাজবাদের ঘাটিতে দাসের মত ফসল উৎপাদন করত, ফসলের কোন অধিকার পেত না, সেই সমস্ত জায়গাতে তাদের ভূমি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হল তখন সমাজবিরোধী দল তার বিরুদ্ধে প্রচার চালাল। যখন তা ব্যর্থ হল, তখন দেখলাম চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তালুকদারকে রক্ষা করা হক, জোতদারকে রক্ষা করা হক। যখন তাদের বলা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে তখন ভীত, সন্ত্রস্ত অপপ্রচারকারীরা সেই জায়গায় উপস্থিত হওয়ারও সাহস রাখেনি। এই হল তাদের সমাজবাদের নমুনা। অথচ তারা এখানে বড় বড় কথা বলছেন। তার কারণ হল যে তাদের উপর আঘাত পড়েছে। এবং সেই আঘাত পড়ার জন্যই তারা তা করছেন। এবং তা করে যাবেন সেটা আমরা জানি। কংগ্রেসই হক আর কমিউনিষ্টই হক, বেআইনীভাবে জায়গা যদি কেউ দখল করে তবে তাকে উচ্ছেদ করা হবে সেটা যেন তারা জেনে রাখেন। এবং কংগ্রেসও যেন সেইদিকে চিন্তা রাখে। যারা জমিদারের দালাল হবে, তারা উচ্ছেদ হবেই। সে Tribalই হক আর Non-Tribalই হক, জমিদার যদি Tribal হয় তাদের উচ্ছেদ করা চলবেনা, এই রকম ব্যাখ্যা আর এই ত্রিপুরাতে হবেনা। তাদের থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করতে পারিনা। কারণ চুলীর মুখ থেকে ছাই অনবরতই নির্গত হয়। অতএব তাদের মুখ দিয়ে যে ছাই নির্গত হচ্ছে, সেই ছাইকে দমন করার মত শক্তি ত্রিপুরাতে ভূমিহীন যারা তাদের আছে. তারা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। আজ তারা ঐক্যবদ্ধ। সেই অধিকারেই আজ তারা জমির মালিকানা আদায় করে নেবে। চুলোর মুখ থেকে ছাই নির্গত হতে পারে, কিন্তু সেই ছাইকে কুলায় করে নিয়ে আমরা রাস্তায় নিক্ষেপ করি। একদিকে বলা হচ্ছে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভাইরা পুনর্ব্বাসন আজ পর্য্যন্ত পায়নি, সম্যকরূপে জমি পায়নি। অথচ তাদের ভাষণে দেখা যাচ্ছে, তারা বলেছেন উদ্বাস্তুরা ৮।১০ কানির মালিক হয়ে বড় বড় জোতদার, তালুকদার হয়ে বসে আছে। তাই বাঙ্গালী এবং Tribalদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবার অপপ্রচেষ্টা, এই অপপ্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যই রামচন্দ্রঘাটে, আক্রাবাড়ীতে, শান্তিনগরে ভূমিহীনদিগকে বসানো হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে যে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু—আমরা সহস্র সহস্র বলিনি, আমরা বলেছি যে আট লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার আগের থেকেই এখানে আছে। উদ্বাস্তুর সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হচ্ছে।

তারা মনে করেছিল যে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা ত্রিপুরায় আসলে পর তাদের ভূমিচ্যুত করতে হবে, তাদের গৃহদগ্ধ করতে হবে, খুন করতে হবে। তার ইতিহাসে নজীর আছে সেই খোয়াই-এ। রাস্তাতে ছাত্রছাত্রীরা আসলে তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল ত্রিপুরার জনসাধারণ তা ভুলবে না। অতএব ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার জন্য, তাদের ধ্বংস করার জন্য, তাদের অন্ন কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য এই সমাজবিরোধীরা যখন কাজ করছিল, যখন তারা দেখল তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উদ্বাস্তু ভাইরা ভীত নহে, সন্ত্রস্ত নয় তখনই এই সমাজবিরোধীরা তাদের প্রচেষ্টায় বিরত হবে। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরায়। তাদের আজ উদ্বাস্তুর পায়ে মাথা নত করতে হবে এটা জানা কথা। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা বিরোধ লাগিয়ে দেবার জন্যই তারা এই অপ-প্রচেষ্টা ত্রিপুরায় করে যাচ্ছেন। তারপর এখানে বলা হচ্ছে, West Bengal Pay Scale সম্বন্ধে। আমরা আগেও বলেছি এই নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দফায় আলাপ আলোচনা হয়েছে। Existing West Bengal scale এখানে হতে পারেনা এটা তারাও জানেন। কারণ এখানে হাজার হাজার Primary teacher আছেন। তারা জানেন West Bengal এ Primary teacher Non-Govt. school তাদের ৭৫৲ টাকার বেশী বেতন নেই। অথচ জানা কথা যে West Bengal scale in toto গ্রহণ করা চলেনা ! করলে পরে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩০৲ টাকা পাচ্ছে, সেটা ৭৫ টাকা হয়ে যাবে। তাদের যুক্তি দ্বারাই দেখানো হচ্ছে যে in toto West Bengal scale এখানে adopt করার কথা বলছেন। তার কারণ তারা শিক্ষকের মঙ্গল চাননা, সমাজের মঙ্গল চাননা। যদি তারা তা চাইতেন তবে একথা বলতে পারতেন না যে West Bengal scale এখানে adopt করা হউক। অতএব আপনারা জানেন ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেই এই scale এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা আর একটা কথা বলেছেন যে Higher scale যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে West Bengal scale in toto follow করা হয়েছে। কিন্তু S.D.O থেকে আরম্ভ করে A.D.M পর্যন্ত যারা আছেন, তারা West Bengal scale এখনও পাচ্ছেন না। সুতরাং তাদের যে বিবৃতি তা হল সত্যকে বিকৃত করা। জনসাধারণের মধ্যে সত্যকে বিকৃত করাই তাদের ব্রত। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাতে West Bengal scale follow করার চেষ্টা হচ্ছে। যদি লোক থাকে, তবে সেই অনুসারে তাদের pay দেওয়ার আপত্তি থাকা উচিত নয় তবে কতগুলি ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে।

West Bengal এ D.A.কে payর সাথে merge করা হয়েছে, সেই অনুসারে এখানেও D.Aকে merge করিয়ে দিয়ে নূতন ভাবে D.A মঞ্জুর করেছি। ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে ৫৲ এবং তদুপরি ৩০০৲ টাকা বেতন পর্য্যন্ত ১০ টাকা দেওয়া হবে। এ বিষয়টা আমার Budget speech এ পূর্ব্বেই বলেছি। তারপর হয়েছে pay scale অনেক জায়গাতে কমানো হয়েছে। আমি বলতে পারি according to qualification যদি pay scale দেওয়া হয়, তবে বলা যায় যে, according to qualification pay scale আছে। আমার মনে হয় সত্যকে বিকৃত করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারপর আর একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে West Bengal pay scale এর মাঝে মাঝে যে যে অসুবিধা ছিল সেই অসুবিধাগুলিকে দূর করা। ১০০ টাকা বেতনের

যে কর্ম্মচারী আছে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে free পড়ানোর সুবিধা। তাছাড়া স্কুলমাষ্টার যারা আছেন তাদের ছেলেমেয়েদেরও free পড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু তাই নয় medical expenses reimberse করার ব্যবস্থাও আছে। কাজেই সে সমস্ত cut motion এসেছে তার আমি বিরোধীতা করছি। আমি আশা করি House এই demand সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— The discussion on demand for Grant No. 8 & Grant No. 9 is closed. I shall now put the motions to vote. First I would put to vote the cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that there is shortage of Asembly staff.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as of contrary opinion will please say—'Noes'

(Voices—Noes)

Noes have it,

I would now put the main motion moved by the Hon'ble Sri Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 2 93,800/- exclusive of the charged expenditure of Rs. 19,200/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 8—Parliament, State and Union Territory Legislature.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes')

As many as of contrary opinion will please say—'Noes'

(No voices)

Ayes have it, Ayes have it.

I would now put the motion on demand for Grant No. 9 to vote.

First I would put all the cut motions togather to vote viz by Dinesh Deb Barma that rate of pay scale of er twhile T. T. C. Employees has not been revised, by Atiqul Islam that Class III & Class IV employees are not benefited by the revision of pay scales that Dearness Allowance has not been sanctioned for Tripura employees as has been sanctioned by the West Bengal Government for the West Bengal Employees by Dinesh Dcb Barma that high salary and allowances of the Miniters effect the economy of the Territory. By Atiqul Islam that disapproval of the Policy or the withdrawal of Special Compensatory

allowance to the employees.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(Voices—Noes)

Noes have it.

Now I would put the main motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 32,00,200/- exclusive of charged expenditure of Rs. 80,400/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of demand No. 9 General Administration.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are af contrary opinion will please say 'Noes'

(No voice)

Ayes have it, Ayes have it.

Now we pass on to the next item, I would call upon Hon'ble Finance Minister to move his motion for demand for Grant No. 10—Administration of Justice-

Sri S. L. Singh :-Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3,73,200/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1965 in respect of Demand No. 10 Major Head 21, Administration of Justice.

এখানে Administration of Justiceএ Judicial Commissioner, District Session Judge Sub-Judge, Addl. Sub Judge, Munsiffs প্রভৃতি এবং besides the above requirement of other staff has been made.

এ ছাড়া D.M আছেন, ৩ জন A. D. M ১ জন Senior Dy. Magistrate. Adequate No. of Zonal S.D.Os, Addl. S. D. Os, Circle officer এবং Trying Magistrate ইত্যাদি নিয়ে Judiciary গঠিত হয়েছে এবং সেটাকে যাতে সুন্দর করে গঠন করা যায় সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেজন্যই এই বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও এটা মস্ত বড় important point যে Judiciary এবং Executive separate করা সম্বন্ধে এখনো recomendation আছে।

স্থানে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্বন্ধে একটি Communal এবং Sectrian view প্রকাশ করেছেন, সেটা দেশের পরিপ্রেক্ষিতে অথবা যে কোন সময়ে সুস্থ সমাজ ব্যবস্থার অভিব্যক্তি বলে মনে করি না। কারণ এই জায়গাতে যারা ভূমিওয়ালা ছিল, জোতদার এবং তালুকদার ছিল তাদের জমিতে যারা দাসের মত খাটত এবং যারা ঐ তালুকদার জমিদারের সমর্থনে ছিলেন, তাদের উপর সমাজবিরোধী কার্য্যকলাপ হয়েছে। যখন সেই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল, সমাজ-বিরোধীরা যারা জোতদার ছিল এবং জমিদার ছিল বড় বড়—সেই জায়গা থেকে ভূমিহীন সাওতাল প্রভৃতি যারা তাদের ভূমি চাষ করত, তাদের উচ্ছেদ করা হয়। কারণ তাদের যা সমাজবাদ সেটা ব্যবহার করেছিল সেখানকার যারা জমিদার ছিল এবং তারা। যখন তারা দেখল এই আইন পাশ হয়ে গেল, সাথে সাথে কোফা, বর্গা এবং ভূমিহীন যারা তাদের সমাজবাদের ঘাটিতে দাসের মত ফসল উৎপাদন করত, ফসলের কোন অধিকার পেত না, সেই সমস্ত জায়গাতে তাদের ভূমি দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হল তখন সমাজবিরোধী দল তার বিরুদ্ধে প্রচার চালাল। যখন তা ব্যর্থ হল, তখন দেখলাম চীফ কমিশনারের কাছে দরখাস্ত করলেন যে তালুকদারকে রক্ষা করা হক, জোতদারকে রক্ষা করা হক। যখন তাদের বলা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত করা হবে তখন ভীত, সন্ত্রস্ত অপপ্রচারকারীরা সেই জায়গায় উপস্থিত হওয়ারও সাহস রাখেনি। এই হল তাদের সমাজবাদের নমুনা। অথচ তারা এখানে বড় বড় কথা বলছেন। তার কারণ হল যে তাদের উপর আঘাত পড়েছে। এবং সেই আঘাত পড়ার জন্যই তারা তা করছেন। এবং তা করে যাবেন সেটা আমরা জানি। কংগ্রেসই হক আর কমিউনিষ্টই হক, বেআইনীভাবে জায়গা যদি কেউ দখল করে তবে তাকে উচ্ছেদ করা হবে সেটা যেন তারা জেনে রাখেন। এবং কংগ্রেসও যেন সেইদিকে চিন্তা রাখে। যারা জমিদারের দালাল হবে, তারা উচ্ছেদ হবেই। সে Tribalই হক আর Non-Tribalই হক, জমিদার যদি Tribal হয় তাদের উচ্ছেদ করা চলবেনা, এই রকম ব্যাখ্যা আর এই ত্রিপুরাতে হবেনা। তাদের থেকে এর চেয়ে বেশী আশা করতে পারিনা। কারণ চুলীর মুখ থেকে ছাই অনবরতই নির্গত হয়। অতএব তাদের মুখ দিয়ে যে ছাই নির্গত হচ্ছে, সেই ছাইকে দমন করার মত শক্তি ত্রিপুরাতে ভূমিহীন যারা তাদের আছে. তারা আজ সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে। আজ তারা ঐক্যবদ্ধ। সেই অধিকারেই আজ তারা জমির মালিকানা আদায় করে নেবে। চুলোর মুখ থেকে ছাই নির্গত হতে পারে, কিন্তু সেই ছাইকে কুলায় করে নিয়ে আমরা রাস্তায় নিক্ষেপ করি। একদিকে বলা হচ্ছে হাজার হাজার উদ্বাস্তু ভাইরা পুনর্ব্বাসন আজ পর্য্যন্ত পায়নি, সম্যকরূপে জমি পায়নি। অথচ তাদের ভাষণে দেখা যাচ্ছে, তারা বলেছেন উদ্বাস্তুরা ৮।১০ কানির মালিক হয়ে বড় বড় জোতদার, তালুকদার হয়ে বসে আছে। তাই বাঙ্গালী এবং Tribalদের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়ে দেবার অপপ্রচেষ্টা, এই অপপ্রচেষ্টাকে ধ্বংস করার জন্যই রামচন্দ্রঘাটে, আক্রাবাড়ীতে, শান্তিনগরে ভূমিহীনদিগকে বসানো হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে যে সহস্র সহস্র উদ্বাস্তু—আমরা সহস্র সহস্র বলিনি, আমরা বলেছি যে আট লক্ষ উদ্বাস্তু পরিবার আগের থেকেই এখানে আছে। উদ্বাস্তুর সংখ্যা দিন দিনই বর্দ্ধিত হচ্ছে।

তারা মনে করেছিল যে উদ্বাস্তু ভাইয়েরা ত্রিপুরায় আসলে পর তাদের ভূমিচ্যুত করতে হবে, তাদের গৃহদগ্ধ করতে হবে, খুন করতে হবে। তার ইতিহাসে নজীর আছে সেই খোয়াই-এ। রাস্তাতে ছাত্রছাত্রীরা আসলে তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হয়েছিল ত্রিপুরার জনসাধারণ তা ভুলবে না। অতএব ঐ সমস্ত উদ্বাস্তুদের উৎখাত করার জন্য, তাদের ধ্বংস করার জন্য, তাদের অন্ন কেড়ে নেওয়ার জন্য, তাদের মধ্যে ভীতি সঞ্চারের জন্য এই সমাজবিরোধীরা যখন কাজ করছিল, যখন তারা দেখল তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে, রাস্তাঘাটে উদ্বাস্তু ভাইরা ভীত নহে, সন্ত্রস্ত নয় তখনই এই সমাজবিরোধীরা তাদের প্রচেষ্টায় বিরত হবে। এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ত্রিপুরায়। তাদের আজ উদ্বাস্তুর পায়ে মাথা নত করতে হবে এটা জানা কথা। উদ্বাস্তুদের মধ্যে একটা বিরোধ লাগিয়ে দেবার জন্যই তারা এই অপ-প্রচেষ্টা ত্রিপুরায় করে যাচ্ছেন। তারপর এখানে বলা হচ্ছে, West Bengal Pay Scale সম্বন্ধে। আমরা আগেও বলেছি এই নিয়ে বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন দফায় আলাপ আলোচনা হয়েছে। Existing West Bengal scale এখানে হতে পারেনা এটা তারাও জানেন। কারণ এখানে হাজার হাজার Primary teacher আছেন। তারা জানেন West Bengal এ Primary teacher Non-Govt. school তাদের ৭৫৲ টাকার বেশী বেতন নেই। অথচ জানা কথা যে West Bengal scale in toto গ্রহণ করা চলেনা! করলে পরে যারা ত্রিপুরা রাজ্যে ১৩০৲ টাকা পাচ্ছে. সেটা ৭৫ টাকা হয়ে যাবে। তাদের যুক্তি দ্বারাই দেখানো হচ্ছে যে in toto West Bengal scale এখানে adopt করার কথা বলছেন। তার কারণ তারা শিক্ষকের মঙ্গল চাননা, সমাজের মঙ্গল চাননা। যদি তারা তা চাইতেন তবে একথা বলতে পারতেন না যে West Bengal scale এখানে adopt করা হউক। অতএব আপনারা জানেন ত্রিপুরার পরিপ্রেক্ষিতে, সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করেই এই scale এখানে গ্রহণ করা হয়েছে। তারা আর একটা কথা বলেছেন যে Higher scale যাদের আছে তাদের ক্ষেত্রে West Bengal scale in toto follow করা হয়েছে। কিন্তু S.D.O থেকে আরম্ভ করে A.D.M পর্য্যন্ত যারা আছেন, তারা West Bengal scale এখনও পাচ্ছেন না। সুতরাং তাদের যে বিবৃতি তা হল সত্যকে বিকৃত করা। জনসাধারণের মধ্যে সত্যকে বিকৃত করাই তাদের ব্রত। এই সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরাতে West Bengal scale follow করার চেষ্টা হচ্ছে। যদি লোক থাকে, তবে সেই অনুসারে তাদের pay দেওয়ার আপত্তি থাকা উচিত নয় তবে কতগুলি ক্ষেত্রে চিন্তা করতে হবে।

West Bengal এ D.A.কে payর সাথে merge করা হয়েছে, সেই অনুসারে এখানেও D.Aকে merge করিয়ে দিয়ে নূতন ভাবে D.A মঞ্জুর করেছি। ১৫০৲ টাকা পর্য্যন্ত বেতনে ৫৲ এবং তদুপরি ৩০০৲ টাকা বেতন পর্য্যন্ত ১০ টাকা দেওয়া হবে। এ বিষয়টা আমার Budget speech এ পূর্ব্বেই বলেছি। তারপর হয়েছে pay scale অনেক জায়গাতে কমানো হয়েছে। আমি বলতে পারি according to qualification যদি pay scale দেওয়া হয়, তবে বলা যায় যে, according to qualification pay scale আছে। আমার মনে হয় সত্যকে বিকৃত করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করাই তাদের উদ্দেশ্য। তারপর আর একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে West Bengal pay scale এর মাঝে মাঝে যে যে অসুবিধা ছিল সেই অসুবিধাগুলিকে দূর করা। ১০০ টাকা বেতনের

যে কর্মচারী আছে তাদের ছেলেমেয়েদের স্কুলে free পড়ানোর সুবিধা। তাছাড়া স্কুলমাষ্টার যারা আছেন তাদের ছেলেমেয়েদেরও free পড়ানোর ব্যবস্থা হচ্ছে। শুধু তাই নয় medical expenses reimberse করার ব্যবস্থাও আছে। কাজেই যে সমস্ত cut motion এসেছে তার আমি বিরোধীতা করছি। আমি আশা করি House এই demand সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :— The discussion on demand for Grant No. 8 & Grant No. 9 is closed. I shall now put the motions to vote. First I would put to vote the cut motion moved by Sri Aghore Deb Barma that there is shortage of Asembly staff.

As many as are of that opinion will please say—'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as of contrary opinion will please say—'Noes'

(Voices—Noes)

Noes have it,

I would now put the main motion moved by the Hon'ble Sri Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs, 2 93,800/- exclusive of the charged expenditure of Rs. 19,200/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of demand No. 8—Parliament. State and Union Territory Legislature.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes')

As many as of contrary opinion will please say—'Noes'

(No voices)

Ayes have it, Ayes have it.

I would now put the motion on demand for Grant No. 9 to vote.

First I would put all the cut motions togather to vote viz by Dinesh Deb Barma that rate of pay scale of er twhile T. T. C. Employees has not been revised, by Atiqul Islam that Class III & Class IV employees are not benefited by the revision of pay scales that Dearness Allowance has not been sanctioned for Tripura employees as has been sanctioned by the West Bengal Government for the West Bengal Employees by Dinesh Deb Barma that high salary and allowances of the Miniters effect the economy of the Territory. By Atiqul Islam that disapproval of the Policy or the withdrawal of Special Compensatory

allowance to the employees.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

(Voices—Noes)

Noes have it.

Now I would put the main motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 32,00,200/- exclusive of charged expenditure of Rs. 80,400/- inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of demand No. 9 General Administration.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

(Voices—Ayes)

As many as are af contrary opinion will please say 'Noes'

(No voice)

Ayes have it, Ayes have it.

Now we pass on to the next item, I would call upon Hon'ble Finance Minister to move his motion for demand for Grant No. 10—Administration of Justice.

Sri S. L. Singh :-Hon'ble Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 3 73,200/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on account) Bill, 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st March, 1965 in respect of Demand No. 10 Major Head 21, Administration of Justice.

এখানে Administration of Justiceএ Judicial Commissioner, District Session Judge Sub-Judge, Addl. Sub Judge, Munsiffs প্রভৃতি এবং besides the above requirement of other staff has been made.

এ ছাড়া D.M আছেন, ৩ জন A. D. M ১ জন Senior Dy. Magistrate. Adequate No. of Zonal S.D.Os, Addl. S. D. Os, Circle officer এবং Trying Magistrate ইত্যাদি নিয়ে Judiciary গঠিত হয়েছে এবং সেটাকে যাতে সুন্দর করে গঠন করা যায় সেদিক দিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং সেজন্যই এই বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে। যদিও এটা মস্ত বড় important point যে Judiciary এবং Executive separate করা সম্বন্ধে এখনো recomendation আছে।

কারণ শুধু Courtকে সাহায্য করার জন্যই বই Courtএ রাখা হয়। বিচারকের সংখ্যা কম সম্বন্ধে বলতে চাই যে এখানে Judicial Commissioner আছেন, তারপর আছেন District Judge, Addl. District Judge, Sub-Judge, Addl. Sub-Judge, এবং ৮ জন Munsiff আছেন। তাছাড়া District Magistrate আছেন, Addl. District Magistrate আছেন ৩ জন, Zonal Sub-Divisional Officer এবং Addl. S.D.M., তারপর Trying Magistrate এবং Circle Officerগণ এবং আর ১ জন Munsiffএর জন্য Advertisement করা হয়েছে। সুতরাং বিচারকের সংখ্যা, Court-এর সংখ্যা মোটেই কম নয়। প্রত্যেক Sub-Division-এ ২।৩জন করে Circle Officer আছেন তাদেরও 3rd Class Magistrate-এর power আছে, সুতরাং বিচারকের সংখ্যা কম বলা যায় না। মোকদ্দমা দেরী হয় বলতে গিয়ে বিরোধীদলের সদস্য মহাশয় শুধু কতকগুলো criminal case-এর কথা বলেছেন, দেওয়ানী মামলার কথা কিছু বলেননি। কাজেই তাদের কথামত বুঝা যায় যে civil case রীতিমত disposed হচ্ছে। Criminal Case কেন দেরী হয় তা'হলে আমি বলব Criminal Case সাধারণতঃ দেরী হয়না। নিজে একজন practioner হিসেবে আমি জানি আগের দিনে মহারাজার আমলে তা দেরী হত, কিন্তু এখন তা হয়না। এখন আমি দেখছি যে ছয়মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি case disposed হয়। যদি এরমধ্যে case disposed না হয় তবে D. M. explanation call করেন এবং step নেওয়া হয়ে থাকে। মোকদ্দমা অনেক সময় partyর দোষে দেরী হয়। যখন বিবাদী উপস্থিত থাকেনা তখন criminal caseএর আইনানুযায়ী procedure adopt করতে হয়। প্রথমে সমন দেওয়া হয়, উপস্থিত না হলে bailable warrant এবং পরে non-bailable warrant দিতে হয়। এই সমস্ত execution করতে হয়। তারপর হয়ত বিবাদী abscond করে রইল, proclamation জারী করতে হবে এবং তাবজন্য ১ মাস limited time আছে। Proclamation জারীর পর দারোগাবাবু report দেবেন, সাক্ষী দেবেন। তাকে পাওয়া গেলনা, তার মালপত্র attached কর। তারপর হয়ত বাদীর সাক্ষী এলনা. বিবাদীর উপস্থিতিতে মোকদ্দমা চলেনা। এইসব কারণে মধ্যে মধ্যে কয়েকটা case হয়ত দেরী হতে পারে। কিন্তু আমি দেখছি বর্ত্তমানে Magistrateরা তাড়াতাড়ি case dispose করছেন। মোকদ্দমা তাড়াতাড়ি dispose হওয়া দরকার একথা আমি স্বীকার করি। সরকার পক্ষ এদিকে নজর দিচ্ছেন না একথা ঠিক নয়। Bar Library extension দরকার করেনা। এটা Bar Association করবে। বিধানসভার কিছু করার নেই। ধর্মনগর Bar Associationর জন্য সরকার জায়গা দিয়েছেন, construction শীঘ্রই আরম্ভ হবে। তারপর বলা হয়েছে typistদের জায়গার কথা। কিন্তু কোন্ typistকে জায়গা দিতে হবে তার উল্লেখ নেই। তারপর বলা হয়েছে deed writerদের জায়গা সম্বন্ধে। কিন্তু সেখানেও কোন্ জায়গার deed writer সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ নেই। সুতরাং তাদের যে Cut Motion তা আমি সমর্থন করিনা। এটা ভিত্তিহীন। আমি মূল Demand-এর support করছি। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য রাখছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি Administration of Justice সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। অবশ্য এ সম্পর্কে আমার Cut Motion আছে এবং

Cut motion গুলিও আমি এই সঙ্গে আলোচনা করে যাব। Judiciary-র function হচ্ছে যে citizen দের প্রদত্ত constitutional right কে right যেন granted হয় এবং সে right কে কেহ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে না পারে। এই কথাটা আমাদের মনে রাখা দরকার এবং এটাকে কেন্দ্রীভূত করে একটা conclusion এ পৌঁছান দরকার। Constitution এর যে fundamental right যেখানে right হিসাবে সেটা নেই কিন্তু directive principles সেটা তার article 50 তে একথা পরিস্কার বলা আছে যে state shall take step to separate Judiciary from the executive. কাজেই directive principle এর উদ্দেশ্য হল আমরা ক্রমশঃ Judiciary কে executive থেকে separate করে আনব।

Judiciary থেকে executive কে আলাদা করার কোন উদ্দেশ্য না থাকে তা'হলে এই প্রশ্নটা এখানে আসতনা। এটা করা প্রয়োজন, সেটুকু লক্ষ্য রেখে যদি আমরা আমাদের সংবিধানকে রক্ষা করতে চাই তাহা হলে Judiciary কে আলাদা করা প্রয়োজন। সেটুকু সামনে রেখে এই directive principle এখানে রাখা হয়েছে। Appointing authority র মুখের দিকে তাকিয়ে employee দের চলতে হয়। যিনি appoint করবেন তাঁকে খুশী না করে সে চলতে পারে না। এখন সমস্ত Magistrate, Judges, Munsiff দের appointing authority হচ্ছেন executive. Naturally executive দের মুখের দিকে তাকে তাকাতে হবে। তার সঙ্গে এইটুকু আমাদের মনে রাখতে হবে যে District Magistrate একসঙ্গে Judiciary এবং executive function করে। তিনি অপরাধীকে ধরে আনেন আবার তিনিই তাহার বিচারও করেন। সুতরাং তার কাছ থেকে যদি আমরা সুবিচার আশা না করি তাহলে সেটা খুব একটা অনুচিত কাজ হবেনা। Assam এ যখন Lawyer Conferance হয় সেখানে আমাদের আইনমন্ত্রী শ্রীঅশোক সেন বলেছিলেন যে Judiciary কে যদি আমরা executive থেকে আলাদা না করি তাহলে সেটা হবে mockery of Justice. অবশ্য বিভিন্ন প্রদেশে সেটা করছে। Madras এ করছে, Kerala তে করছে, West Bengal এ বোধ হয় সে চেষ্টা চলেছে। কাজেই Judiciary কে আলাদা করার ব্যাপারটা সকলেই অনুভব করছেন।

আমাদের ত্রিপুরার Bar library তে যখন শ্রীঅশোক সেন গিয়েছিলেন তখন বলা হয়েছে এবং representation দেয়া হয় যে Judiciary কে executive থেকে আলাদা করা হউক। সুতরাং Bar Library থেকে আরম্ভ করে আমাদের আইনমন্ত্রী সকলেই একমত যে Judiciary কে আলাদা করা উচিত। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরার শাসক দল সে বিষয়ে কিছু করছেন না। তারা বলছেন যে আমরা West Bengal এর দিকে তাকিয়ে আছি। তারা সেটা কি করে, সেটা দেখে শুনে আমরা করব। যেন আমরা West Bengal এর লেজুড়। West Bengal যদি মাথা নাড়ে তবে আমরা লেজ নাড়ব। তা নাহলে নাড়ব না। কিন্তু এই প্রশ্ন এখানে আসেনা। We must have our own initiative, Directive principle এ যখন বলা আছে। তাছাড়া আমাদের Law Minister যেখানে বলেছেন যে এটা করা দরকার তখন আমাদের অন্য কাহারও মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত না। কাজেই আজকে সকলেই সমভাবে অনুভব করছেন Judiciary কে আলাদা করা দরকার। আজকে District Magistrate, S. D. O দের প্রমোশন নির্ভর করে

তার executive এর উপরে। কাজেই তার মনস্তুষ্টি না করে সে চলতে পারেনা। কাজেই তার মন থেকে যদি এ ভাব দূর করা না যায় তাহলে সে independently function করতে পারেনা। এবং সেজন্যই বলা হয়েছে যে এরকম Judiciary mockery. কাজেই এই জিনিসটা এখানে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। Bar Library extension এর ব্যাপারটা সম্বন্ধে লক্ষ্য রাখলে বলা যায় যে সেখানে অত্যন্ত ভীড়। সেখানে লোকজন গাদাগাদি করে বসে। মক্কেলে উকিলে এত ভীড় হয় যে সেখানে আর চলাফেরা করা যায়না। কিছুদিন আগে Chief Commissioner-এর কাছে representation দেওয়া হয়েছিল এবং তিনি বলেছিলেন যে কেন হচ্ছেনা। তিন মাসের মধ্যে এটা হওয়া প্রয়োজন এবং টাকা দরকার হয় আমি দেব। তারপর অবশ্য বহু তিন মাস পার হয়ে গেছে। সে তিন মাস আর শেষ হয়নি। কাজেই প্রশ্নটা এখানে এই নয় যে Library extension করা হবেনা বা Govt. থেকে Bar Libraryকে কোন aid দেওয়া হবেনা। যেখানে Chief Commissioner বলেছেন যে তিন মাসের মধ্যে এটা হওয়া প্রয়োজন এবং আর্থিক সাহায্যের কথাও তিনি বলেছেন। সুতরাং এটা agreed আমরা মনে করব। Bar হচ্ছে এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ যায় অবিচারের হাত হতে relief পাওয়ার জন্য। Constitutional rightকে রক্ষা করার জন্য। এই সমস্ত বড় বড় কথা আমরা বলে থাকি। কিন্তু এগুলি পালন করার দায়িত্বও আমাদের নিতে হবে। সুতরাং Bar Libraryর যে legal demand সেটাকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। সেদিক থেকে Bar Libraryকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া উচিত। এটাকে আমি অন্যায় বা অযৌক্তিক দাবী বলে মনে করিনা। যদি এটা অযৌক্তিক হত তাহলে Chief Commissioner বলতেন যে তোমাদের আমি দেবনা। তিনি সেকথা বলেননি। তিনি যখন একথা বলেননি তখন এটা স্বীকৃত যে আমরা Bar Libraryকে সাহায্য করতে পারি। সুতরাং এদিকে লক্ষ্য রেখে Bar Libraryকে যতখানি সাহায্য করা সম্ভব ততখানি সাহায্য করা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি বাজেটে একটা জিনিষ দেখছি। সেটা হল Courts of Small Causes, এরকম কোন court আমাদের এখানে আছে কিনা আমি জানিনা। যদিও বাজেটে টাকা গতবারও ছিল, এবছরেও আছে। জিনিষটা আমাদের কাছে explain করা দরকার। কিসের জন্য এই head রাখা হয়েছে এবং কি purposeএ এই টাকা খরচ করা হয়? ত্রিপুরার এরকম কোন Court আছে বলে আমাদের জানা নেই। কাজেই এ সম্পর্কে ঘটনাটা একটু পরিষ্কারভাবে বলা দরকার। এখানের Judicial Commissioner ত্রিপুরা ও মণিপুর দুই জায়গার জন্য। তিনি দুই জায়গাতেই যান। তারজন্য আমরা মামলা-মোকদ্দমায় অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হই। যদি J.C's Courtএর খবর রাখেন তা'হলে দেখবেন যে সেখানে মামলা ৩।৪ বৎসর পড়ে আছে, case হচ্ছে না। আমরা যখন জেলে ছিলাম তখন আমি petition করি এবং সেই petition তিনমাস পরেও admission পর্য্যন্ত হয়নি। আমার নিকট চিঠি গেল তোমার case এখনও admission হয়নি। সুতরাং অন্যান্য caseএর কি অবস্থা তা সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই Judicial Commissionerএর Court যেটা ত্রিপুরায় highest court সেখানে যদি এই অবস্থা হয় তা'হলে justice কিভাবে চলতে পারে? পূর্ব্বেও বলা হয়েছে justice delayed means justice denied. সুতরাং highest courtএ যদি আমাদের মাসের পর মাস অপেক্ষা করতে হয় তা'হলে

কি অবস্থা হবে? অথচ J. C.কে ডিঙিয়ে আমরা Supreme Courtএ যেতে পারিনা। সুতরাং ত্রিপুরা এবং মণিপুর উভয় জায়গার জন্য যদি একজন J. C. থাকেন তা'হলে আমাদের বিচার চলতে পারে না। জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হবেন, কাজেই এই সমস্যাটা আমাদের বিচার করতে হবে। আমাদের এখানে তিনজন Judge নিয়ে একটা High Court করে একটা Bench করতে পারি। সেটা ত্রিপুরা এবং মণিপুর উভয় জায়গায় যাওয়া-আসা করবে। একজন Judge এখানে permanently থাকবেন. আর একজন মণিপুর থাকবেন এবং বিশেষ বিশেষ ভরুরীক্ষেত্রে Benchএর তিনজন Judge বসে বিচার করবেন। এটা হতে পারে, এটা এমন অসম্ভব ব্যাপার নয়। West Bengalএ যদি ১৩ জন Judge নিয়ে একটা Bench হতে পারে তাহলে আমাদের এখানে তিনজন Judge নিয়ে একটা Bench হতে পারে। যদি আপনারা মনে করেন যে এটা অসম্ভব, তা'হলে একটা কাজ করা যেতে পারে যে, আমাদের এখানে একজন Judicial Commissioner থাকবেন permanently. একজন লোক মণিপুর এবং ত্রিপুরা দুই জায়গায়ই যাওয়া-আসা করবেন এটা হতে পারেনা। Only for Tripura there must be one Judicial Commissioner atleast. কাজেই দুটো alternative আমাদের চিন্তা করা দরকার। সুতরাং এরমধ্যে যেটা possible এবং আপনাদের কাছে সম্ভব সেটাই adopt করুন। তবে আমার মতে প্রথমটাই হচ্ছে better. যদি আমরা তিনজন Judge নিয়ে একটা Bench করতে পারি that will be better. কারণ একজনের পক্ষে সবদিক দিয়ে বিচার করা সম্ভব হয়না এবং সেজন্যই Benchএর প্রয়োজন। সুতরাং আমরা যদি একটা Bench করি সেটাই better এবং সেদিকে যাওয়াটাই আমাদের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত। কাজেই বর্তমান অবস্থাকে বেশীদিন চলতে দেওয়া যায়না। তা'হলে যে, মামলা ঘুরছে তা আরো দীর্ঘদিন ঘুরবে। আমি Speakerএর মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, যাতে আমাদের ত্রিপুরাতে ১ জন Judicial Commissioner ও একটা Bench হয়। যেমন, ১ জন Judicial Commissioner ত্রিপুরা ও মণিপুরে সাপের মত ঘুরবে এটা আমরা চাইনা। আমাদের এখানে যে District Magistrate আছেন তিনি একজন I.F.A.Sএর লোক। ঐসব I.F.A.S. Officer হতে আমরা বেশী legal service আশা করতে পারিনা। অবশ্য তাঁকে localityর সমস্ত কাজ করতে হয়, করতে হয়না এমন কথা আমি বলছি না। এখানে Bar Libraryতে আমি দেখেছি তাদের যথেষ্ট বিক্ষোভ আছে। কারণ এরকম frontier serviceএর লোক দিয়ে কোন District Magistrateএর function চলতে পারেনা। তাঁরা বলেন যে আমাদের এখানে একজন I. A. S. Lawyer থাকা প্রয়োজন। আমাদের এখানে এমন একজন District Magistrate থাকা দরকার যাতে সাধারণ মানুষ তাঁর কাছ থেকে কিছু আশা করতে পারে; বিশেষ করে তাঁকে Bengali known হ'তে হবে নতুবা publicএর পক্ষে অসুবিধা হতে পারে! কারণ District Magistrate অনেক সময় মফঃস্বলে যান, তখন তথাকার লোকদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বা মিশতে হয়। কাজেই District Magisrrate বাঙ্গালী না হ'লে তাদের সাথে মন খোলে আলাপ-আলোচনা করতে পারবেন না, আবার publicও মন খোলে কথাবার্ত্তা বলতে পারবে না। অতএব আমি মাননীয় Speakerএর মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব যে, District Magistrate appointment দেওয়ার সময় এই কথাগুলো চিন্তা করে অবশ্যই বাঙ্গালী বা কোন Bengali knownকে দেওয়া হয়। আমাদের S. D. O.দের

নানাপ্রকার কাজ করতে হয়। যেমন block-এর কাজ করতে হয়, election-এর কাজ করতে হয়, flood relief এরূপ বহুবিধ কাজ তাঁকে করতে হয়। কাজেই তাঁরা যদি এত কাজ করে, তাঁরা যদি বলে আমরা আর কাজ করতে পারিনা তবে তাঁদের দোষ দেওয়া যায় না। তাঁদের আবার বিচার বিভাগীয় কাজও করতে হয়, সেখানে আবার court enquiryও করতে হয়। কাজেই একজনের পক্ষে এতসব কাজ ভালভাবে করা সম্ভব নয়।আর S.D.Oদের যে দোষত্রুটি হয়না এমন নয়, আমি শুনেছি অনেক জায়গাতে নাকি তাঁরা Office-এ দেরী করে আসেন। আরও নানাবিধ দোষত্রুটি থাকতে পারে, কিন্তু আমি বলব তাঁদের যেন কোন ১।২টা কাজের ভার দেওয়া হয় যাতে তিনি ঐ কাজগুলো সুষ্ঠু ও তাড়াতাড়িভাবে করতে পারেন। কিন্তু একজন S.D.Oকে বিচার বিভাগ হ'তে আরম্ভ করে block developmentএর কাজ, electionএর কাজ, road metalingএর কাজ, flood reliefএর কাজ, famine reliefএর কাজ, court enquiry প্রভৃতির কাজ যদি একসাথে দেওয়া হয় তিনি কোনটাই সুষ্ঠুভাবে করতে পারবেন না। কাজেই এ ব্যাপারে আমাদের অবশ্য লক্ষ্য রাখতে হবে। আমরা যদি তাদের criticise করি তবে অসুবিধাগুলো দেখতে হবে, সেগুলো দূর করতে হবে, তবেই তাঁদের কাজের জন্য criticism করলে ঠিক হবে, তা না হলে তাঁরা তাঁদের ঘাড়ের উপরের সমস্ত বোঝার সম্বন্ধে বলবেই। অর্থাৎ তাঁদের জবাব দেওয়ার মত অনেক কৈফিয়ত আছে। আমি আশা করব আপনারা এদিকে লক্ষ্য রাখবেন, অবশ্য এটা আপনাদের কষ্টাতীত হবে না। আর কোনটা যে আপনাদের কাছে কষ্টাতীত, কোনটা দৃষ্টাতীত আজও আমাদের বোধগম্য হল না। অবশ্য আপনাদের সাথে যদি একেবারে in toto সমর্থন করা যায় তবেই আপনাদের কাছে Co-operative বলে মনে হবে। যা হউক আপনারা Judiciaryকে Administration থেকে আলাদা করুন আর ত্রিপুরার জন্য আলাদা Judge, আলাদা Judicial Commissioner অথবা একটা Bench করুন আর ত্রিপুরার জন্য একজন Bengali known D.M.এর ব্যবস্থা করুন, S.D Oএর কাজের ভার কমান। এগুলো করলে আপনাদের কাঠামো, ঐতিহ্য বা mockery, তা হতে মানুষ খানিকটা উপকার পেতে পারেন। কাজেই মানুষের একটু বিশ্বাসও হয়ত আপনারা পেতে পারেন। এইটুকু বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে চাই।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Karunamoy Nath Choudury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে জুডিশিয়েল সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্য শ্রীমনোরঞ্জন নাথ মহাশয় বিস্তারিতভাবে আমাদের বিচার বিভাগ কিভাবে চলছে তা আলোচনা করেছেন। আমি আজকে একটি কথাই বলব যে জুডিসিয়ারীকে শাসন বিভাগ হতে আলাদা করার কোন দ্বিমত নেই। যেখানে কনষ্টিটিউশন বিষয়টি ঠিক করে রেখেছে, সেখানে আমরা আপত্তি করছি এমন কিছু নয়, আগে ছিল চীফ কমিশনার, তারপর হয়েছে কাউন্সিল, মাত্র গত জুলাই মাসে এখানে বিধানসভা চালু হয়েছে, এখন আমরা এই অধিবেশনে ১৯৬৪-৬৫ সালের পূর্ণাংগ বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করছি, কাজেই এরই মধ্যে আমরা বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করতে পারব, আমার মনে হয়না। বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্য তিনদিকে পাকিস্থান পরিবেষ্টিত, এখনও জরুরী অবস্থা চলছে, এমনি সময় জুডিসিয়ারিকে শাসন বিভাগ হতে পৃথক করলে, আমরা যেসব অসুবিধার

সম্মুখীন হব সে সব দিকেও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। এখানে আলোচনা করার সময়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা অনেক কিছু বলেছেন, আমি লক্ষ্য করছি তাঁরা যেন বিশেষভাবে বিরোধিতা করছেন। আমি শুধু এই কথাই বলব যে বিষয়টি সময়সাপেক্ষ। সে সময় আমাদিগকে দিতে হবে, সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। বিচার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলেছেন। আমি সে সম্পর্কে কিছু বলব। খুব তাড়াতাড়ি করে বিচার করলে বিচারের স্থলে কোন অবিচার আসবে না এই কথা কেউ হলফ করে বলতে পারবে না। আমাদের মাননীয় সদস্য মনোরঞ্জনবাবু আইনের কতকগুলি ধারা সম্পর্কে বলেছেন যে ন্যায়সঙ্গত ভাবে কিছু সময় দিতে হবে। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা হইতে আরম্ভ করে বিভিন্ন ব্যবস্থা এমন পর্য্যায়ে রয়েছে যে ইচ্ছা করলে বিচার বিভাগ সব সময় বিচার শেষ করে ফেলতে পারেননা। আমরা যদি এমন মনে করি যে এতদিনের মধ্যে বিচার শেষ করে ফেলতে হবে. তাহলে পরে বিচারের জায়গায় অবিচারও হয়ে যেতে পারে। যেমন ধরুন ধর্মনগর হইতে কোন লোক আগরতলায় আসবেন বিচার বিভাগীয় অফিসে বিচারের জন্য, কিন্তু রাস্তায় গাড়ী পাওয়া গেলনা, অথচ তাহার বিচার নির্দ্দিষ্ট দিনে, কাজেই তিনি হাজির হতে পারলেন না। যদি এমন অবস্থা হয়ে গেল যে বিচারটা এক তরফা হল. তখন বিচারের পরিবর্ত্তে অবিচারই হবে। বিচার বিভাগে যে সকল লোক আছেন তার সম্পর্কেও আলোচনা হয়ে গেছে, তবে বিচারটা মধ্যে মধ্যে দেরী হয়ে যায়। এতে ২টি দিক দেখা দেয়। একটি লোকের যেমন Constitutional right আছে, তার সাথে সে যেমন সময় চাইবে, Court যদি তা দেয় তাহলে তাদের বিচারের জন্যও আবার charge আছে। আমরা লক্ষ্য করছি যে তাড়াতাড়ি বিচার শেষ করার যতটুকু আমরা ইচ্ছা করি তার বিরুদ্ধে যে মনোবৃত্তি সেটা ২।১ জায়গায় দেখা দিয়েছে। আমি একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে কোন Courtএ কোন কোন হাকিম ঠিক সময়মত হাজির হয়েছেন, তারপর দেখা গেল যে এদেশের লোক গ্রামদেশ হতে যোগাযোগের অব্যবস্থায় Courtএ আসতে দেরী করত। তারপর Late Feeর পরিমাণ এত হল যে সেটা একটা উল্লেখযোগ্য amount হয়ে দাঁড়ালো। তখন জনসাধারণের পক্ষে যাহারা উকিল ছিল তাহারা বিষয়টা পর্যালোচনা করে দেখল এবং জনসাধারণে গ্রামদেশ হতে আসতে যে সময় লাগে সে সময়টুকু যাতে Court অনুগ্রহ করে দেয়, তা না হলে অসুবিধা হয়। আমার মনে হয় কথাটা বাস্তব, কাজেই মাননীয় সদস্য ইহা বাস্তব বলেই যেন সরলচিত্তে গ্রহণ করেন এই বিশ্বাস আমি রাখব।

আমি যতটুকু লক্ষ্য করেছি এখানে একটা ইংরেজী প্রবাদ তুলে ধরা হয়েছে যে "Delay for justice, Justice delayed, Justice denied" কথাটা প্রবাদ যখন তখন আমরা অস্বীকার করছি না। এখন Judicial Commissionerএর Courtএর যে caseগুলোর উল্লেখ করেছেন, তিনি অন্য Courtএর caseগুলোর কথা উল্লেখ করেননি। আমার মনে হয় যে Judicial Commissioner Courtএর যে list রয়েছে তার দিকে আমাদের লক্ষ্য করতে হবে, যেমন এখানে আমি যতটুকু জানি যে বাংলায় যে সমস্ত Court এর কাজ হয়েছে সে সমস্ত Courtএর record ইংরেজীতে translation করার জন্য একটা সময় দিতে হয়। সেই সময় প্রয়োজন এবং এই সময়টা যদি দেরী হয়ে যায় তাহলে সেই দেরীকে আমাদের বিচারের জন্যই সমর্থন করতে হবে। যার ফলে বিচারের

কিছুটা দেরী হবে এবং সেটা হবে সুবিচারের জন্য, অবিচারের জন্য নয়। আমি আশা করব যে বিচারে যে দেরী হয় সে সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তার আর একটা কারণ আছে। আমাদের এখানে যে মামলা হয় তার হিসাব নিলে দেখা যাবে যে এক সপ্তাহের মধ্যে আমরা যে বেসরকারী হিসেব রেখেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে শতকরা ৬৫টি মামলাই শেষ পর্য্যন্ত আপোষে নিষ্পত্তি হয়। দুই পক্ষের মধ্যে বুঝাপড়ার পর এই দরখাস্তগুলো আসে এবং যারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় Courtএ কাজ করেন তাদের এই ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে যে দুপক্ষ মিলে এইভাবে সময় নিতে নিতে, আমি যতটুকু জানি, শতকরা ৬০টি caseই আপোষযোগ্য হয়ে যায়, আপোষ হয়ে যায়। এমন অনেক খবরই আমরা জানি। সুতরাং তাড়াহুড়া করে কাজ করে অবিচার করা হউক, ইহা বাঞ্ছিত নয়। সেইজন্য দেরী হয়। এই দেরীর জন্য, আমার যটুকু মনে হয় সেই দেরীটা বিচারের পক্ষে। আমি আমার বক্তব্য বর্ত্তমানে যে cut motion রয়েছে তার বিপক্ষে এবং m in demandএর পক্ষে রেখে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Sunil Chandra Dutta.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে উপস্থাপিত করেছেন তা আমি সমর্থন করি এবং মাননীয় শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা এবং শ্রীআফিকুল ইসলাম যে Cut Motion এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। বিচার বিভাগকে পৃথক করার দাবী এখানে রয়েছে। কোন কোন জায়গায় পৃথক করার কাজ চলছে এবং ত্রিপুরাতেও পৃথক করার কাজ চলছে। Trying Magistrateকে আমরা সম্পূর্ণভাবে বিচারে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করেছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র রাজ্য অত্যন্ত অনগ্রসর ছিল এবং ভারত সরকারের সাথে যুক্ত হওয়ার ফলে যে উন্নতি এই অল্পদিনের মধ্যে হয়েছে তা উপেক্ষা করার মত নয়। মাননীয় সদস্যদের বক্তৃতা শুনে মনে হয় যে তাঁরা রাতারাতি সাংঘাতিক রকমের পরিবর্ত্তন চান। যে পরিবর্ত্তন হয়েছে সেসব চোখে পড়েনা, যা হয়নি তারজন্য দাবী। আমাদের এই রাজ্যের এখনকার এই অবস্থায় সম্পূর্ণভাবে বিচার বিভাগ পৃথক করা সম্ভব নয়। আমাদের বিভিন্ন মহকুমায় যেসব শাসনকর্ত্তারা আছেন, যাঁরা শাসন করছেন তাদের যদি সম্পূর্ণভাবে বিচারের জন্য নিয়োগ করা হয় তা'হলে আমার মনে হয় man power-এর কিছুটা অবনতি ঘটবে। ক্ষুদ্র রাজ্য এই ত্রিপুরার কথা আমাদের চিন্তা করতে হবে। বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করলে আমাদের যে অনেক খরচ বেড়ে যাবে তার কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। "Justice delayed justice denied" একথা তাঁরা বলেছেন। তার উত্তর এই House-এ দেওয়া হয়েছে। এসম্পর্কে আমি একটু বলব। দরিদ্র জনসাধারণ দীর্ঘদিন মামলা চালু রাখতে পারেনা ; কিন্তু যেসব মামলা ত্রিপুরাতে সাধারণতঃ দেরী হয় তা দরিদ্র জনসাধারণের নয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাবে এইসব case এবং criminal caseগুলোতে হয়ত বড় রকমের দুর্বৃত্তরা জড়িত আছে। Civil Case-এ দেখা যাবে যে দুটো পক্ষই ধনী এবং দেখা যায় যে Lower Court, Affiliated Court এবং শেষ পর্য্যন্ত Judicial Commissionerএর Courtএ যেতে হয়। এরকম কয়েকটা দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। কমলপুর এবং কৈলাসহর মহকুমার দেওয়ানী মামলার শতকরা ৮০টা মামলা দু'জন লোকের। কমলপুরের ১০টার মধ্যে ৮টা দেওয়ানী মামলা একজনের। এমনি কৈলাসহরে একজন লোকেরই দেওয়ানী মামলা শতকরা ৬০।৭০ ভাগ। Bar Library-র

কথা বিরোধীপক্ষের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন, যে মাননীয় Chief Commissioner নাকি কথা দিয়েছেন কোথায় কোথায় কি হবে ; আমার সঠিক মনে নেই। ইহার মধ্যে কোন অত্যুক্তি আছে কিনা জানিনা। কিন্তু যতদূর জানি Bar Libraryর জায়গা সরকার চেয়েছেন এবং Bar Libraryর construction Bar Libraryর Committeeই করেন এবং প্রতিটি Bar Libraryতে একটি করে Committee থাকে। সেখানে form বিক্রি করে আয়ের ব্যবস্থা করেন, যথা ওকালতনামা, হাজিরা ফরম ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের ফরম বিক্রি করে Bar Libraryর construction, maintainance, Class IV staff-এর বেতন ইত্যাদি সেই আয় থেকেই করা হয় এবং সমস্ত ভারতবর্ষে এটাই প্রচলিত আছে। কি উপলক্ষে, কি কারণে মাননীয় চীফ কমিশনার আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বলেছিলেন ? মাননীয় সদস্য শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ছিল, কাজেই কোনটা সত্য আমি কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। তাছাড়া সরকার হ'তে আজ পর্য্যন্ত কোথাও Bar Library করে দেওয়া হয়েছে কিনা আমার অন্ততঃ জানা নেই। তিনি আরও বলেছেন যে D. M. ও Panchayat Officerরা নাকি বাঙ্গালী বা Bengali knowing নন। যদি বাঙ্গালী বা Bengali knowing হ'ত তা'হলে জনসাধারণের পক্ষে ভাল হ'ত, এসম্বন্ধে অনেক যুক্তিও দেখিয়েছেন। কিন্তু Bengali knowing District Magistrate আনলে তাঁরা যদি বলেন যে নাক-চোখ বসা District Magistrate-এর প্রয়োজন হতে পারে ? কিন্তু Administrative Service-এর লোকেরা সাধারণতঃ যে প্রদেশে কাজ করেন সেই প্রদেশের কথ্য ও লেখ্য ভাষা তাদের জানা থাকা ভাল। বৃটিশ আমলে যাঁরা I.C S. Officer ছিলেন তাঁরা অন্য প্রদেশে গেলে ঐ প্রদেশের কথ্য ও লেখ্য ভাষায় বাধ্যতামূলক পরীক্ষা দিতে হ'ত ও পাশ করতে হ'ত। এটা কোন নূতন কথা নয়। আর ত্রিপুরার জন্য পৃথক Judicial Commissioner ও Bench Court-এর কথা বলেছেন। সেটা আমাদের আওতার মধ্যে নয়। Judicial Commissioner ও Judgeদের আমরা appointment দিতে পারিনা। আমরা শুধু মতামত দিতে পারি এবং মন্ত্রীমণ্ডলী হওয়ায় এদিকে তাঁদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। আমাদের এখানে যেসকল উর্দ্ধতন Court রয়েছে, বিশেষতঃ J. C's Court-এ যেসকল case pending রয়েছে তার কারণগুলো সম্বন্ধে মাননীয় সদস্য শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী বলেছেন যে নিম্ন আদালতে যেমন S, D. O. Court, Munsiff Court, District Magistrate Court প্রভৃতিতে বাংলায় সাক্ষীর জেরা ইত্যাদি কাজকর্ম করা হয় সেগুলো J. C's Court-এ ইংরেজীতে সংক্ষিপ্তভাবে পাঠানো হয়। তারজন্য caseগুলো মীমাংসা হ'তে দেরী হয়। কাজেই এগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে দেরী হয় না। Caseগুলো যাতে তাড়াতাড়ি disposal করা যায় সেজন্য মন্ত্রীমণ্ডলী অবশ্যই চেষ্টা করবেন। তাঁরা আরো বলেছেন যে Court Libraryতে প্রয়োজনের তুলনায় Law Book কম। এই সকল বই কেনার জন্য টাকা বাজেটে রয়েছে এবং Judge যাঁরা রয়েছেন তাঁরা চিন্তা করে এই সকল বই কিনবেন। কাজেই আমার এবং এই House-এর অন্য কোন সদস্যের বলার ক্ষমতা নেই Judgeদের কি বইয়ের দরকার। কাজেই এই যে Cut Motion আনা হয়েছে তার কোন যৌক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। অতএব Cut Motion-এর বিপক্ষে এবং Main Motion-এর পক্ষে আমি আমার বক্তব্য পেশ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply to the debate.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারা ঠিকই বলেছেন যে, Chief Commissioner ৩ মাসের মধ্যে Bar Library extension করে দেবেন। Legally আমরা Bar Library করে দিব এমন কোন legal binding নেই। কাজেই পরিষ্কারভাবে বলে দেওয়া চলে যে "It is not legal"। এই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু, করুণা বাবু ও মনোরঞ্জন বাবু বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। অতএব আমি এ সম্বন্ধে আর বেশীকিছু বলতে চাই না। তারপর বলা হয়েছে District Magistrate এর বাংলা জানা উচিত। বাংলা জানলে খুব ভাল কথা। বাংলা আগের থেকে যাঁরা জানেন না তারা যখন সে প্রদেশে কাজ করেন তখন সে প্রদেশের ভাষা শিক্ষা করে নেন "It comes under the efficiency of the officers also". অতএব যারা এখানে আছেন তারা সব সময় চেষ্টা করেন স্থানীয় ভাষা শিক্ষার জন্য. আর যদি না করেন তবে তাদের efficiency prove হয় না। বাংলা জানে না বলে লোককে কাজে নিয়োগ করা যাবেনা, তাহ'লে Justice কে deny করা হবে। কারণ ভাল লোক নিয়োগ করতে হলে legally expert. legally efficient কে নিতে হবে, এ হবে legalএর প্রশ্ন, Judicial এর প্রশ্ন, অতএব legal সম্পর্কে জানুক. না জানুক বাংলা জানলেই নিতে হবে এমন কোন মুর্খামির চিহ্ন কেউ দেখাতে যাবে না। অতএব এই ক্ষেত্রেও ঐ ধরণের মুর্খামি কেউ করবে না। এখানে frontier service এর কোন District Judge নেই। "What they mean by Justice delayed" এই কথাটি নিয়ে অনেক বাড়াবাড়ি হয়েছে। যা Procedure আছে সে অনুসারে Justice পেতে গেলে, criminal case, murder case, সমাজ বিরোধী কার্য্যকলাপ হয় তার procedure of enquiry আলাদা হয়। তার arrest এর procedure আলাদা হয়। তাহলে How much delayed? অতএব according to legal Justice এটা করতেই হবে।

কিন্তু তারা যদি মনে করে থাকেন চীন পাকিস্তানের কথা, সেখানে delay হওয়ার কোন কারণ নেই; কারণ যেখানে যারা party তে থাকে তারাই Judge, হাকিম, Police, উকিল, মুক্তার ইত্যাদি; কাজেই সেখানে সেটা হতে পারে। সেখানে Justice এর কোন কথা নেই। কাজেই ধর. আন, জেল দাও, ফাঁসি দাও, বিচার কর কারণ দোষী যে তাকে প্রমাণ করতে হবে যে সে দোষ করে নাই। অতএব এরকম ভিত্তি নিয়ে যারা বলেন তাদের পক্ষে Justice deny হয়, কিন্তু according to constitution of India, legal right, Judicial right যেটা নাগরিকের আছে তা দিতেই হবে। সেটা hasten-up করার অধিকার কাহারও নেই। According to Judicial right তাহারা সেখানে নিবে. সেভাবে বিচার হবে। অতএব এভাবে কথা বলার কোন মাপকাঠি নেই। তারা সে দৃষ্টি ভংগী নিয়ে 'delay'র কথা বলেছেন সেখানে Procedure বা কোন নিয়ম পদ্ধতি নাই, কিন্তু according to constitutional procedure এবং কতগুলি বিধিব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে তারপর বিচার হবে। এভাবে বিচার চলেছে, court চলেছে।

তারপর বলা হচ্ছে যে ক্ষমতাসীন দল Judiciary কে seperate করার জন্য চেষ্টা করছে। মনে হচ্ছে উনারাই যেন ক্ষমতায় আসীন আছেন, উনারাই যে constitution টা গঠন করেছেন এবং constitution কে চালু করার জন্য উনারাই চেষ্টা করছেন। অতএব India Govt. recommend

করছেন এবং সেই recommendation গুলোকে কার্য্যকরী করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। এবং তারা অপেক্ষা করছেন যে, যে সমস্ত ক্লাশ আছে সেই সমস্ত নজীর নিয়ে আমরা চলব। মাননীয় বিরোধীপক্ষের বক্তারা বলছেন আমরা Bengal এর লেজুর কেন হব? তবে ওনাদের কথা হল Chinaর লেজুর হলে ভাল হত। এবং তারপর যদি পাকিস্তানের লেজুর হওয়া যেত তা'হলে আরও ভাল হত। কারণ তাদের প্রশস্তি গাওয়া যে রাষ্ট্র, তাদের চিন্তাধারার যে রাষ্ট্র, সেই রাষ্ট্রের সাথে আমরা কোন সময়েই যুক্ত হতে পারব না। কারণ তারা আমাদের শত্রু রাষ্ট্র। তাদের সাকরেদরা যতকিছুই বলুক না কেন আমরা যুক্ত হতে পারব না। তবে আমরা আমাদের ভারতবর্ষে যে প্রদেশ আছে সেই সমস্ত প্রদেশের সাথে যাতে সংযুক্ত হয়ে আমরা আমাদের কার্য্যক্রমকে পরিচালিত করতে পারি সেই ভাবেই আমরা আমাদের কার্য্যক্রম ভারতবর্ষের পদ্ধতির সাথে মিলিতভাবে তা করে যাচ্ছি। অতএব তারা গোসা করতে পারেন। কিন্তু চীনের এবং পাকিস্থানের কার্য্যকলাপ অনুসরণ করা সম্পূর্ণভাবে অন্যায়, কারণ তারা আমাদের শত্রু, তারা আমাদের দেশ আক্রমণ করেছে। তারা বলেছেন, ভাষায় প্রকাশ করেছেন, অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, সেই জন্যই একথা বলছি। কাজেই তাদের মতে বাংলার লেজুর হবনা—লেজুর হব পাকিস্থানের এবং চীনের। আমরা এখানে ত চালাকি করতে বসিনি, কারণ আমরা চীনের দালাল নই, পাকিস্থানের দালাল নই। ভারতকে বিক্রি করে দেওয়ার চেষ্টা করছিনা।

যারা তাহা করতে চান তারা একথা বলতে পারেন। তারপর এক মাননীয় বন্ধু বলেছেন post of small cause court এর কথা. এর জন্য Munsiff আছেন. pay of officer ও establishment head এও বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এই জন্য special court আছে এবং সেই অনুসারে বিচার পদ্ধতি হয়ে থাকে। এই জায়গায় যদি ঐভাবে কাজ করতে হয় তবে আগে থেকেই তার Provision করতে হবে, চট করে ব্যবস্থা করা অসম্ভব হয়ে পরে। একটা প্রবাদ আছে যে আগুনে পোড়া গরু সিদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তাই special court এর নাম শুনে তারা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে গেছেন বলে মনে হয় এবং সেই জন্যই বিরোধী তরফ থেকে এইভাবে কথা বলা হচ্ছে। ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই রকম পরিস্থিতি যদি উদ্ভব হয় তাহলে সেইভাবে আমাদের কাজ করতে হবে, তার জন্যই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রায় প্রদেশেই এই ব্যবস্থার জন্য small cause court এর status ঠিক করার জন্য গঠিত হয়ে থাকে।

আর একটি কথা বলা হয়েছে যে Advocateরা অনেক সময় illegal gratification নিয়ে caseকে দ্বিধাভঙ্গ করে থাকেন। আমার মনে হয় মাননীয় সদস্যরা এই ব্যাপারে Court আছে, আদালত আছে, সেখানে তার ব্যবস্থার জন্য যদি শরণাপন্ন হতেন তা'হলেই সেটা শোভনীয় হ'ত। এই জায়গায় এই কথা বললেও তাদের বিচার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। মাননীয় সদস্যরা সেই ব্যক্তিদের ছেড়ে দিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। Illegal gratification যারা নেন তাদের জেনে-শুনেও মাননীয় সদস্যরা কেন তাঁদের ছেড়ে দিচ্ছেন তার কারণ আমি বুঝতে পারলাম না। তার একটি কারণ হতে পারে যে, তর্কের খ্যাতিরে তাঁরা একথা বলেছেন। আর না হয় কোন কিছু স্বার্থ পেয়েছেন তাই illegal activities জেনে-শুনেও তাঁরা কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা করেননি—তার উদ্দেশ্য অন্যরকম

থাকতে পারে, তাই মনে হয় তাঁরা সেদিকে যাননি। Court-এ না গিয়ে এখানে দাঁড়িয়ে যে সমস্ত Advocate এখানে নেই যে সমস্ত Advocate-এর কথা আমরা শ্রদ্ধা করি, সম্মান করি, যাঁরা আইনকে ঠিক ঠিকভাবে পরিচালিত করেন তাঁদের সম্বন্ধে এইরকম general ভাবে কথা বলার কোন মানে থাকতে পারে কি ? Particular কোন case থাকলে, particularly they should have told & Court would have taken action, কিন্তু জেনেশুনে তারা যদি তা না করে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই তাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে and they were satisfying their arguments. For the illegal gratification they should have approached the Court.

Judicial Commissionerএর Court সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন। আমি মাননীয় সদস্যদের মণিপুর ও ত্রিপুরার লোকসংখ্যার কথা প্রথমে চিন্তা করতে বলব। শুধু এলোপাথাড়ী কথা বললে চলবেনা ? Caseএর সংখ্যা আমাদের চিন্তা করতে হবে, caseএর সংখ্যা যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে Judiciaryও যাতে শক্তিশালী হতে পারে সেইদিকে আমরা দৃষ্টি দিব বই কি। সমস্ত পরিকল্পনা যথাযথভাবে কার্য্যকরী করা হচ্ছে।

অতএব যখন যেভাবে প্রস্তাব আপনারা আলোচনা করবেন সেটাকে গ্রহণ করতে আমরা দ্বিধা করিনা, করবনা এবং করা উচিত নয়। এই যে Cut motion রাখা হয়েছে এবং তার পক্ষে যে যুক্তি তারা রেখেছেন তা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক এবং এই cut motionএর আমি বিরোধীতা করছি এবং এই Demand আমি Houseএর সামনে রাখছি এবং আশা করছি House সেটা সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker :—The discussion on this motion is closed. I would now put it to vote. First I would put to vote all the cut motions, namely—by Sri Aghore Deb Barma that the provision for purchasing law books is inadequate, that the number of the Judge's in Tripura is inadequate & by Sri Atiqul Islam that the accommodation for the Pleader & Advocate in the Bar Library is iusufficient and by Sri Atiqul Islam disapproval of the policy of keeping the Judiciary and Executive amalgamated together. I put all the cut motions together.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'.

Opposition :—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Congress :—'Noes'.

Mr. Speaker :—'Noes' have it.

I will now put to vote the main motion moved by Hon'ble Sri Sachindralal Singh that the sum not exceeding Rs. 3,73,200/- inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill 1964 be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No, 11-Admini-

stration of Justice. As many as of that opinion will please say 'Ayes'.

'Ayes'.—Ruling party.

As many as of contrary opinion will please say 'Noes'.

Mr. Speaker :—'Ayes' have it. 'Ayes' have it.

Mr. Speaker :—Now I pass on to the next Demand. I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his motion for Demand for Grant No. 11-Jail.

Sri S. L. Singh :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 4,64,100/- inclusive of the sum specified in column 3 of the scheduled to the appropriation (Vote on Acct.) Bill 1964, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 11 (Major Head 22-Jail).

জেলকে যাহাতে একটি সংশোধনাগারে পরিণত করা যায় সেটাই হল প্রধান উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্য নিয়েই ভারতবর্ষের প্রত্যেক জায়গায় এবং এখানেও নানা রকম বিধি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। তাই এখানে এই জেলখাতে অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেই মানুষকে যাতে সমাজে ঠিক ঠিক ভাবে একটি প্রাণী হিসাবে গড়ে তোলা যেতে পারে, তাদের মানুষ হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়েই জেলখানায় carpentary, tannery, weaving ইত্যাদির কাজ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। পূর্ব্বে কাঠের খাচায় কয়েদীদের রাখা হত এখন Sub-Jail গুলোর বহু উন্নতি সাধন করা হয়েছে। কয়েদীদের থাকার যাতে কোন রকম অসুবিধা না হয় সেজন্য সব জায়গায়ই কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। New construction এর কাজ Kamalpur, Kailashahar Sabroom, Amarpur, Dharmanagar, Sonamura প্রভৃতি বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে। পূর্ব্বে কয়েদীদের কাঠের খাঁচায় রাখা হত এবং খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা থেকে শুরু করে Hyginic কোন ব্যবস্থাই ছিলনা বললে অত্যুক্তি হয় না। তখন Jail এ dual administration ছিল। Jail warder ছিল, কিছু লোক Police, Military থেকে জোগাড় করা হত। তাতে সেখানকার শৃঙ্খলা বজায় থাকত না। Bengal code অনুসারে Jail warderরা কয়েদীদের দেখাশুনা ও তত্বাবধান করছে, Remission ইত্যাদিও সেই অনুসারে হচ্ছে। তাদের শিক্ষা. স্বাস্থ্য. খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি প্রত্যেকটি ব্যাপারই সেই অনুসারে হচ্ছে। এখানে তাদের committee আছে এবং সেই committeeর মাধ্যমে তাদের খাদ্যতালিকা ঠিক করা হয় এবং কি পাক করতে হবে সেই committeeই তার management করেন। আগে জেলখানায় যে লেট্রিন ছিল সে লেট্রিন অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর ছিল। রাত্রে জেলখানায় পায়খানা করা মানেই একটা অপরাধ, সেই অপরাধের দরুণ তাকে penal trialএ দেওয়া হত। penal trial মানেই তার খাদ্য বন্ধ থাকত। এখন সেসব নূতন ব্যবস্থা প্রণালী চালু করা হয়েছে এবং সেইভাবে সেই সমস্ত latrine-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তারপর Central জেলে একটা Fisheryর কাজ সুরু করা হয়েছে। সেখানে Poultry আছে, Dairy আছে, বাগান আছে এবং শাকসব্জী করা হচ্ছে। কিছুটা জায়গায় ধানও করা হচ্ছে।

এইভাবে তাদের বিভিন্ন কার্য্যে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটা প্রচেষ্টা চলছে। কৃষিকার্য্যের দিকে এবং হাতে-কলমে কুটিরশিল্প শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তারপর আরো একটা programme চলছে যে মিলের কাজে তাদের সুযোগ্য করে তোলার জন্য। যাতে জেল হ'তে বের হয়ে তারা তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে। Remission সম্বন্ধে special remission 15 days to 3 months, special occasions ইত্যাদি বিভিন্ন নিয়মে convictদের যা জেল দেওয়া হয় তার অনেকদিন কমানো হয়। তাছাড়া রাত্রে যারা পাহারা দেয় তাদের বৎসরে ৪ দিন এবং ordinary convidtদের ২ দিন দেওয়া হয়ে থাকে। সেইভাবে তাদের জেল period যেটা থাকে সেটাকে সুশৃঙ্খলভাবে কাজকর্ম্ম করার জন্য এবং সেই সমস্ত নিয়ম-কানুনের মধ্য দিয়ে যারা প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করে তাদের remission দেওয়া হয় এবং কোন একটা বিশেষ occasion উপলক্ষে তাদের release করা হয়। তারপর তাদের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য সেই সমস্ত জায়গাতে বাইবেল, কোরাণ, গীতা প্রভৃতি পাঠের ব্যবস্থা করা হয় এবং M. E. Course মানে Minor পর্য্যন্ত পড়াবার ব্যবস্থা আছে। এখানে তারা লেখাপড়া করতে পারে। সেজন্যই এই বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আশা করি House তা সমর্থন করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand 11 Jails সম্পর্কে আমার একটা Cut Motion আছে। সেই Cut Motion হল "That there is no provision for wages to convicts". অর্থাৎ এখানে Jail (Non-Plan) A. 4—other charges এখানে Ration. Clothing, Medicine, Wages to Convicts, Miscellaneous Contingencies ইত্যাদি সমস্ত itemগুলোর মধ্যে convictsএর wages ব্যাপারে ১৯৬৩-৬৪ সালে এখানে রাখা হয়েছিল ৪৪,০০০ হাজার টাকা তারপর Revised Estimateএ ১৯৬৩-৬৪তে ৫,০০০ হাজার টাকা কিন্তু Budget Estimate 1964-65 এই provisionএ কোন টাকাই রাখা হয়নি। কাজেই আমার বক্তব্য এখানে এই যে অর্থাৎ আমরা আগেও জানতাম জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে যারা মানব হিসেবে গণ্য যারা বিভিন্ন কাজকর্ম্মের মাধ্যমে নিজেদের সংশোধন কিংবা বেশী labour দেন তারা কম হোক বেশী হোক একটা অংশ wages হিসেবে পেতেন। পূর্ব্বে এখাতে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে কিন্তু এবার বাজেটে কেন টাকা ধরা হল না সে সম্পর্কে আমি কিছু বুঝিনি। তদুপরি Jail সম্পর্কে ১৯৬৩-৬৪ সালে তার Income হিসেবে দেখানো হয়েছে ১২,০০০ টাকা। আর revised estimateএ ১২,০০০ টাকা দেখানো হয়েছে। আর ১৯৬৪-৬৫-এর মধ্যে ২৫,০০০ হাজার টাকা দেখানো হয়েছে। মূল কথা হচ্ছে কয়েদীদের দ্বারা আগরতলা Central Jailএ যে সমস্ত জিনিস Production হয় বা উৎপাদন হয় তার মধ্যে ধান হয়, তরিতরকারী হয়, শিল্প জাতীয় অনেক জিনিস তৈরী করা হয়। তাছাড়া মুরগ, গরু; ছাগল ইত্যাদিও পালন করা হয়। এর মাধ্যমে তার একটা Incomeএর source আছে। কিন্তু প্রশ্ন হল যে আমি প্রত্যেক বৎসরই রামকৃষ্ণ আশ্রম হতে কপি ইত্যাদির অনেক কিছুর চারা বাসায় এনে লাগাই। তাছাড়াও তাঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্টতা আছে। আমি জানি শুধু বাঁধা কপি, ফুলকপি, টমেটো ইত্যাদির চারা বিক্রি করেই আশ্রমে ১০।১২ হাজার টাকা income হয়। আর আমাদের Central জেলে কম হোক আর বেশী হোক ধান একটা উৎপাদনের Item এর মধ্যে আছে একথা মুখ্যমন্ত্রী নিজেও বলেছেন। আর

তরিতরকারীর ত কোন কথাই নেই। বেগুন থেকে আরম্ভ করে ফুলকপি, বাঁধাকপি, শসা, ঝিংগে প্রভৃতি তরিতরকারী যথেষ্ট পরিমাণে জেলখানায় production হয়। এমন কি মিষ্টি কুমড়োর ফুল পর্য্যন্ত যথেষ্ট বিক্রি হয় আমি জানি। আমার বাসার সঙ্গেই জেলখানা, বেশী দূরত্ব নয়। তাছাড়া বর্ত্তমানে বাজারে তরিতরকারীর যে দাম এবং জেলখানায় যে সমস্ত তরিতরকারী production হয় তা আমি জোর করে বলতে পারি অন্যান্য কৃষকেরা যা উৎপাদন করে তা থেকে জেলখানার production এর quality অনেক উন্নত এবং ভাল হয়। তারপর শিল্পের দিক দিয়ে যদি আমরা বলতে যাই মুড়া, বেঁতের চেয়ার, বাস্কেট ইত্যাদি যে সমস্ত জিনিস জেলখানায় তৈরী হয় তার কোনটাই পড়ে থাকেনা। সঙ্গে সঙ্গেই চালান হয়ে যায়। Demand তারা মেটাতে পারেনা। অর্থাৎ জেলখানার quality খুব সুন্দর, ভাল এবং মজবুতও হয় তা আমি জানি। এগুলি কোন অফিসার বা অফিসে বিনা পয়সায় নেন না। প্রকৃত মূল্য দিয়েই নেন। তারপর আমরা দেখি মুরগী সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে হয়। তাছাড়া ছাগল হয়, গরুর দুধও সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই সমস্ত যদি ধরি তাহলে একটা জিনিস পরিস্কার বুঝা যায় যে জেলখানায় যে incomeএর অঙ্ক দেখানো হয়েছে তার চাইতে বেশী income জেলখানায় হয়। এটা আমি মনে করি। সেটা অভিজ্ঞতার কথা। কাজেই আমি এ বিষয়ে আর কোন ঘটনার উল্লেখ করতে চাইনা। যদি এই সমস্ত ব্যাপারে জেলখানায় কয়েদীদের মধ্যে কোন বিক্ষোভ সৃষ্টি হয় তখন Jail Superintendent (সাধারণতঃ কয়েদীরা Jail Superintendent কে যমরাজ বলে থাকে) কয়েদীদের মধ্যে ২।৩টি দল সৃষ্টি করে মারপিট ইত্যাদি উৎপীড়ন করেন। এই সমস্ত জিনিসকে ধামাচাপা দেওয়া হয়। কাজেই এই জেল সম্পর্কিত ব্যাপারে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি দাবী করব যে জেলখানার ঠিক ঠিক income কত তা জানার জন্য যেন একটা impercial enquiryর ব্যবস্থা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথা কয়েদীদের যথেষ্টভাবে Jailor এবং Jail Superintendentএর বাড়ীতে খাটানো হয়। সেটা আইনের মধ্যে কোন provision আছে কিনা তা আমি জানিনা। Jail সম্পর্কে আমার খুব বেশী অভিজ্ঞতা নেই, তথাপি আমি দেখি বাগান করানো, জল তোলা বা লাকড়ী চিরানো, গরু রাখা ইত্যাদি বা কাপড়-চোপড় কাচা থেকে আরম্ভ করে Jailors বা Jail Superintendent, Sub-Jailors তাদের বাড়ীর সমস্তকিছু কাজকর্ম্ম কয়েদীদের দ্বারা করানো হয়। এই সমস্ত জেল আইনে আছে কিনা আমি জানিনা যে তাদের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করতে হবে, যদি আইনে থেকে থাকে তবে কিছু বলার নেই। কিন্তু এইভাবে জেলে কয়েদীদের খাটানো এটা নিশ্চয়ই আইনসঙ্গত ব্যাপার বলে আমি মনে করি না। এটার কোন মানেই নেই। তদুপরি Jail Superintendent সাহেবের বাড়ীতে যে সমস্ত তরিতরকারী উৎপাদন করা হয় সে সমস্ত তরিতরকারী পর্য্যন্ত বাজারে নিয়ে কয়েদীদের দ্বারা বিক্রয় করানো হয়। তাছাড়া গরুর ঘাস কাটা থেকে আরম্ভ করে গরু পালন করতে যা কিছু দরকার সেই সমস্ত সবকিছু কাজই কয়েদীদের দ্বারা করানো হয়। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে concerning Minister-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে যদি এই অবস্থার সৃষ্টি হয় তবে জেলের মধ্যে ব্যক্তিবিশেষের রাজত্বের জন্ম বা ব্যক্তিবিশেষের সুখ-সুবিধার জন্য কয়েদীদের দ্বারা সে সমস্ত কাজ করানো হয় কিনা তা জানা দরকার। রাজার আমলে নিয়ম ছিল জেলে কয়েদীদের দ্বারা ঘানী ঘুরানো এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য জেলেও পূর্ব্বে তা ছিল।

বর্ত্তমানে কোথাও এ নিয়ম নেই, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত আমাদের এই আগরতলা জেলে কয়েদীদের সেই ঘানী ঘুরাতে হয়। এই প্রথাটাও তুলে দেওয়া দরকার। জেল সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী বা অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে আগরতলা Central Jail অন্যান্য জেল থেকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তা আমি নিজেও স্বীকার করি। আর এবার জেল বাজেটে যে একটা ছোটখাট craft করে আয় ও উন্নতি বাড়ানোর জন্য provision করা হয়েছে সেটা ভাল কথা। এভাবে জেলখানায় যে industry আছে বা বিভিন্ন ধরণের cottage industry আছে এগুলোও যাতে extension করে ছোটখাট একটা business scaleএ দাঁড় করতে পারি এবং আয় বাড়াতে পারি তার একটা চেষ্টা করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত convictরা তার সময়ের অতিরিক্ত বা তার target মানে উৎপাদনের অতিরিক্ত যারা উৎপাদন করবে তাদের wages হিসেবে, পুরস্কার হিসেবে একটা অংশ দিয়ে আমরা তাদের সাহায্য করতে পারি। সেদিকে নজর রেখে জেল বাজেট করা দরকার। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি সেদিক দিয়ে concerning Minister-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Gopesh Ranjan Deb.

শ্রীগোপেশ রঞ্জন দেব :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 11 Jails সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৪,৬৪,১০০ শত টাকার যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি তার সমর্থনে, এবং বিরোধী দল থেকে যে ছাটাই প্রস্তাব পেশ করেছে তার বিরোধিতা করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এখানে বলা হয়েছে যে এবারের বাজেটে Convictদের wages দেওয়া হয়নি সে কথাটা ঠিক নয়। আমাদের বাজেট আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই ২,২৮,৭০০ শত টাকা other chargeএ ধরা হয়েছে। সেখানে Miscellaneous Contingencies ৬৮,০০০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে এবং এরমধ্যেই wages এর টাকা ধরা আছে। (voices কোথায় ?) other charges page no. 84]. কাজেই convictদের wages দেওয়া হয়না সে কথাটা ঠিক নয়, wagesএর provision বাজেটে রয়েছে। সুতরাং তাদের যে ছাটাই প্রস্তাব তা ভিত্তিহীন বলেই আমার মনে হয়। আর মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য জেলের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং খাওয়া দাওয়ার প্রশংসা করেছেন। কাজেই এ সম্বন্ধে আমার আর বলার কিছুই নেই। তিনি যে অভিযোগ করেছেন, জেলের আয় অত্যন্ত কম এবং উনার বক্তব্যতে বুঝা যায় সে আয় কোথাও চলে যাচ্ছে। তিনি আর একটি কথা বলেছেন যে রামকৃষ্ণ আশ্রমে নাকি শুধু কপির চারাই ১০।১২ হাজার টাকা বিক্রি হয় প্রতি বৎসরে। আমি জিজ্ঞাসা করি ১০।১২ হাজার টাকা যে প্রতিষ্ঠান শুধু কপির চারা বিক্রি করে আয় করে তারা বৎসরে কত টাকা income tax দেন ? যদি তাঁরা income tax না দিয়ে থাকেন তবে উনার বক্তব্যটা আমি সত্য বলে মনে করিনা। ঠিক ঠিক accurate কি আয় হচ্ছে সে সম্পর্কে কোন ধারণা করতে না পেরেই এত আয় স্বীকার করে যাচ্ছেন এবং জেল সম্পর্কেও ঠিক ওনার এই ধারণা। বাস্তবিক যদি এভাবে কোন অপচয় হয়ে থাকে তবে তার তদন্ত করা উচিত সেটা আমিও মনে করি এবং আশা করি ভবিষ্যতে এ সম্পর্কে তদন্ত হবে। আর কয়েদীদের যথেষ্টভাবে খাটানো —সেটা ছিল আগের দিনে। আমরা জানতাম যখন নাকি মহারাজের আমল ছিল তখন তাদের যথেচ্ছভাবে খাটানো হত। কিন্তু এখন এরূপভাবে খাটানো হয় বলে আমার জানা নেই। আমার এখানে সমাজ বিরোধী কার্য্যের জন্য, আইন অমান্য আন্দোলনের জন্য

কিছু লোকের জেল হয়েছিল। কিন্তু জেল থেকে বের হয়ে এসে তারা বলেছেন যে, জেলের মধ্যে যে সুন্দর ব্যবস্থা তাদের নাকি আবার জেলে যেতে ইচ্ছা হয়, অবশ্য এটা শুনা কথা। সেখানে নাকি থাকা-খাওয়ার খুবই ভাল ব্যবস্থা। গতকল্য ডেপুটি মিনিষ্টার আগরতলা আসার পথে কিছু সংখ্যক সংখ্যালঘু লোক তাঁর নিকট representation দিয়েছে যে সমাজবিরোধী লোকেরা নাকি তাদের বাড়ী গিয়ে ধমকাচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে। আমার মনে হয় আবার জেলে যাওয়ার সাহস করেই তারা এই সমস্ত কার্য্যকলাপ আরম্ভ করেছে। Dy. Minister'ও তাদের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি সেটার বিচার করবেন এবং তা বন্ধ করবেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে তারা লোককে প্রলুব্ধ করছে জেলে যাওয়ার জন্য। তারা যে সুখ-সুবিধার কথা বলছে সেখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য যে কথা বলেছেন তা ঠিক সত্য বলে আমার মনে হয়না। এখানে এই Cut Motion-এর বিরোধিতা করে ও মূল প্রস্তাবের সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Sri Dinesh Deb Barma.

শ্রীদীনেশ দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে জেল বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমি কয়েকটা বক্তব্য রাখতে চাই। কারণ জেলকে এখানে রাজার আমলের জেলের সাথে তুলনা করে গণতান্ত্রিক দেশে জেলকে একটা সংশোধনাগার বলা হয়েছে। এটা খুব ভাল। কিন্তু বাহ্যিক দিক দিয়ে এটাকে বিচার করা চলেনা। আজকে কয়েদীদের বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে Officerদের কাজের সুবিধা করাই জেলের সংশোধনাগার বলে প্রমাণ করা যায়। আমি পূর্ব্বেও বলেছিলাম জেলে Industry গড়ে তোলার কথা, Press বসানোর কথা। কিন্তু তখন বলা হয়েছিল যে জেলে গিয়ে ব্যবসা করার জন্য তাদের জেলে দেওয়া হয় না। কাজেই জেলে এই ব্যবসামূলক ব্যবস্থার জন্য শাস্তি দেওয়া হয় না। কিন্তু এই জেল বাজেটে দেখান হয়েছে যে, other chargesএ ১০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত raw materials খরিদ করার ব্যবস্থা রয়েছে এবং বিভিন্ন Industryতে এগুলো ব্যবহার করার জন্য বাজেটে কতকগুলো scheme দেখান হয়েছে। ভাল কথা। আমি এটার আপত্তি করছিনা। তবে আমি একথা বলতে চাই যে আজকে অপরাধমূলক কাজ করেছে বলেই তারা জেল খাটছে। কিন্তু তাদের পরিবার আছে এবং পরিবারবর্গের লালন-পালনের প্রশ্ন আছে। সুতরাং আমি এখানে বলতে চাই যে এই কৃষি, শিল্প প্রভৃতি হ'তে সরকারের যা আয় হয় তার একটা অংশ reserve রাখা দরকার। যখন সে release হয় তখন তাকে এই অংশ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ কারো কারো ৪।৫ বৎসর এমনকি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত জেল হয়। জেল হতে বের হয়েই সে রোজগার করতে পারেনা, সুতরাং তার পরিবারবর্গের প্রয়োজনে release হওয়ার সময় যদি এই অর্থ দেওয়া হয় তা'হলে কতকটা relief পায়। পরবর্ত্তীকালের চরিত্র সংশোধনের দিক হতেও এটা সহায়ক। জেল extension, জেল punishment ইত্যাদি যদি আজকে আমরা বড় করে দেখি তা'হলে মস্তবড় ভুল করা হবে। আজকে অর্থনৈতিক সম্পদ দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি হচ্ছে সেদিক দিয়ে দেখলে আমি এটা সঙ্গত মনে করি। আর তাদের সাথে ব্যবহার করার, তাদের কাজ করার ও তাদের ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা না হয় তা'হলে যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জেলকে গড়ার কথা ছিল তা সম্পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। জেল বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা দিনের বেলায় কাজ

করে। কিন্তু রাত্রিবেলা আবদ্ধ হয়ে থাকে। তাহারা বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। দিনের বেলায় কাজের মধ্যে থাকে। কিন্তু আবার যখন আবদ্ধ হয় তখন নানা চিন্তা দেখা যায়। সুতরাং তাহার মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখার জন্য বইপত্র পড়া, গানবাজনার ব্যবস্থা ইত্যাদির কথা চিন্তা করা দরকার। এইদিক দিয়ে চিন্তা করে জেল বাজেট রচনা করা দরকার। Medicine এর জন্য 1967-54 এ ১১,০০০ টাকা রাখা হয়েছিল কিন্তু 1964-65 এ খাতে কোন টাকা রাখা হয়নি। weges এর প্রয়োজন হয়। কারণ অনেকের বিড়ি, সিগারেট ইত্যাদির দরকার হয়। জানিনা Jail manual এর মধ্যে তার বিড়ি সিগারেট খাওয়ার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা। তবে বিভিন্ন দেশে, আমরা যখন বিহার জেলে ছিলাম তখন দেখেছি বিড়ি, সিগারেট খাওয়ার জন্য একটা amount ঠিক করে দেওয়া হয়। আজকে অনেক লোক একত্রে জেলে থাকার দরুন রোগ দেখা দিতে পারে, রোগের জন্য medicine এর ব্যবস্থা বাজেটে অন্তর্ভুক্ত করা হলনা। অসুখ যাহাতে না হতে পারে সেজন্য preventive measure নেওয়া দরকার। সুতরাং medicine এর জন্য বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা দরকার বলে আমি মনে করি। এই সম্পর্কে আমার এই বক্তব্য।

Mr. Speaker :—I would now call on Shri Karunamoy Nath Chowdhury.

শ্রীকরুণাময় নাথ চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে cut motion রাখা হয়েছে তার সাথে বক্তাদের বক্তব্যের কোন মিল নেই। এই cut motion এর উত্তর আমাদের মাননীয় সদস্য গোপেশ বাবু দিয়েছেন। কিন্তু এই cut motion কে উপলক্ষ্য করে আরও কয়েকটি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। এই আলোচনার উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। এই cut motion যিনি এনেছেন তিনি বলেছেন যে আমরা Judicial enquiry চাই কারণ সেখানে ভাল ফসল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি ইত্যাদি, কিন্তু cut motion এ এরকম কোন উল্লেখ নাই। তবে কিভাবে তিনি এই মৌলিক দাবী কার্য্যকরী করবেন তা তিনিই জানেন। তবে cut motion এ এইরূপ কোন মৌলিক দাবী আসে না। তারপর তিনি আলোচনা প্রসঙ্গে একথাও বলেছেন যে জেলারের বাড়ীতে কয়েদীরা কাজ করে। কয়েকজন officer এর বাড়ীতে কাজ করে। এইরূপ কয়েকটি ঘটনার অবতারণা তিনি এখানে করেছেন। কিন্তু ইহার পিছনে কোন দলিল বা কোন নালিশ বা তিনি নিজে দেখেছেন এইরকম কিছু তিনি উপস্থিত করেন নাই। যার ফলে আমাদের আলোচনার অসুবিধা হয়েছে। তিনি আমার বক্তব্যের মধ্যে ফোড়ন কাটছেন। সুতরাং আমি এখন বলব যখনই কিছু বলবেন বিধানসভায় বলতে হলে তাহার ভিত্তি ঠিক রেখে বলতে হয়। কাহারও বিরুদ্ধে নালিশ করতে হলে বিধানসভার বিধি অনুযায়ী দলিল থাকার প্রয়োজন আছে। অন্তত যদি এখানে একথা লিখা থাকত যে I demand Judicial enquiry on this month. তাহা হইলেও অন্তঃ শোভা পেত। কিন্তু এরকম কিছু এর মধ্যে লিখা নেই। মুখের কথায় যাহারা বিচার বিভাগ বসায় তাদের পক্ষে এইজাতীয় কথা বলা স্বাভাবিক।

সুতরাং আমি বলব যদি কোন Officer-এর বিরুদ্ধে নালিশ করতে হয় তা'হলে তা যথাযথভাবে উত্থাপিত হওয়াই উচিত। অন্যথায় এভাবে Officer-এর বিরুদ্ধে আলোচনা করা অন্তত: রীতির মধ্যে আছে বলে আমি মনে করিনা। তারপর প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে যে, যাহারা আটক বন্দী আছেন তারা যখন কয়েক বৎসর পর বাড়ীতে ফিরবেন তখন যাতে তারা টাকা পেতে পারে।

আমি যতটুকু জানি তাদের পারিশ্রমিক তারা বাড়ী ফেরার সময় পেয়ে থাকে। কিন্তু এরকম কোন লোকের নাম এই Cut Motion-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেননি। তারপর আর একটা কথা তিনি উল্লেখ করেছেন যে জেলারের বাড়ীর জিনিষপত্র কয়েদীদের সাহায্যে বাজারে বিক্রী করা হয়। কিন্তু ঠিক এরকম ঘটনার উল্লেখ আমরা জানিনা। তিনি যদি জানতেন তা'হলে বলতেন। কিন্তু তিনি তা'ও এখানে উপস্থিত করতে পারেননি। সুতরাং তাঁর এই আলোচনা আমি অবান্তর বলেই মনে করি। তারপর এখানে ঘানি সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেছেন। আগরতলা Central Jail-এর প্রশংসা করেও তিনি একটা জিনিষ খুঁজে পেয়েছেন। এখানে একটা ঘানি আছে সেটা এখনও মানুষে ঘুরায়। যদি সশ্রম কারাদণ্ডপ্রাপ্ত লোক জেলে থাকে তা'হলে সেই সশ্রম বলতে কি বুঝা যাবে? আমরা জানি জেল Code-এ যা নির্দেশ আছে ঠিক সেভাবেই হয়ে থাকে। তবে জেল Code-এর বিপরীত যদি কিছু হয়ে থাকে তা'হলে তা Cut Motion-এ উল্লেখ থাকা প্রয়োজন ছিল। যেহেতু Cut Motion-এ উল্লেখ নাই সেজন্য ঘানি রাখা যুক্তিযুক্ত কিনা সেই আলোচনায় যেতে পারছি না। যদি Cut Motion-এ উল্লেখ থাকত তা'হলে আমরা সেই সুযোগ পেতাম। তারপর এখানে ঘানি আছে কিনা—অবশ্য মাননীয় সদস্য সেখানে ছিলেন, সুতরাং সত্যি বলছেন কিনা তিনিই জানেন। আমি যতদূর জানি এখানে যে ঘানি আছে তা মনুষ্য পরিচালিত ঘানি নয়, চতুষ্পদ পরিচালিত। এখানে যারা ছিলেন তারা যদি অন্যরকম কিছু ভেবে থাকেন তবে আমি জানিনা। তারপর ঔষধ সম্বন্ধে বলেও বলেননি। তবে আমাদের Medical বাজেট থেকে ঔষধপত্র খরচ করার ব্যবস্থা রয়েছে। ঔষধের কোন অসুবিধা হবেনা। বিশেষ করে ঔষধের অভাব রয়েছে এরকম কোন নালিশও তাঁরা উল্লেখ করেননি। এটা Cut Motion-এ থাকলে আমরা সে আলোচনায় যেতে পারতাম। সুতরাং এই Cut Motion-এর আমি বিরোধিতা করছি এবং মূল প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জেল সম্পর্কে এখানে আলোচনা করছি। অবশ্য এবারের জেলটা আমরা এখানে কাটাইনি সুতরাং জেলের অবস্থাটা কি সেটা জানবার সুযোগ আমাদের হয়নি। বোধহয় সেজন্যই আমাদের এখান থেকে অন্যত্র সরান হয়েছে। জেল সম্পর্কে আমাদের কিছু জানা থাকা দরকার। আমরা যখন হাজারীবাগ জেলে ছিলাম তখন কিছু জিনিষ দেখেছি যা থেকে কিছু শিক্ষা করা যায় বা তার কিছুটা এখানে চালু করা যায়। যেমন আমি সেখানে দেখেছি জেলখানার মধ্যে একটা High School আছে। সেখানে convictদের পড়ান হয়। সেখানে ছাত্র এবং মাষ্টার উভয়েই convict. অনেক ছেলে সেখানে school থেকে Matric পাশ করে বেরিয়েছে। আর একটা জিনিষ আমি দেখলাম। সেখানে Infantry School আছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে লেখাপড়া শেখান হয়। আমাদের ত্রিপুরায় আমরা এই জিনিষটা চালু করতে পারি। আমাদের চেষ্টা করা উচিত আমরা convictদের জন্য High School করতে পারি কিনা। আমার মনে হয় এটা খুব একটা অসম্ভব কিছু নয়। আমরা যদি High School করতে পারি তবে দীর্ঘ মেয়াদী কয়েদীরা এখান থেকেই Matric পাশ করে বেরুতে পারে এবং ভবিষ্যতে ভালভাবে জীবন কাটাতে পারে। এদিক দিয়ে

আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি এই প্রস্তাব House-এর সামনে রাখছি। তা'হলে বেরোবার সময় কয়েদীরা শুধু টাকা নিয়ে বেরোবে না, একটা জ্ঞান-শিক্ষা নিয়ে বেরোবে যা তার ভবিষ্যৎ জীবনের পক্ষে খুব সহায়ক হবে।

আমরা যখন আগরতলা জেলে ছিলাম সে জেলের library তে বই এর খুব অভাব, বই যে একেবারে নাই তা নয় তবে যে বই আছে তা পড়ে বই পড়ার যে ক্ষুধা সেটা মেটে না। বিদেশী বই এর কথা বলছিনা, দেশী বই-এর অভাব। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের বই খুবই কম এবং এখন নূতন writer এর যেসব বই বাহির হইয়াছে তাহাও পাওয়া যায় না। কারণ দেশী বিদেশীর প্রশ্ন না। সাহিত্য সাহিত্য-ই। যদি এই সমস্ত বই জেল libraryতে না থাকে তাহলে যারা জেলে থাকে তাদের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হয় কারণ আপনাদের কল্যাণে কখন যে আবার কুদৃষ্টিতে পরে জেলে যেতে হয় সেই কারণে আপনাদের কাছে বলে রাখি যেগুলি নাকি আপনাদের করণীয়। জেল সম্পর্কে আমি আপনাদের নিকট আর একটি ঘটনা সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যে Jail products যেমন দুধ. তেল, ডিম, কপি এগুলি জেলের বাহিরে সরবরাহ হয়। অর্থাৎ বিভিন্ন officer দের বাসায় যায় vet হিসাবে, বিনা পয়সায়। এ সম্পর্কে আপনাদের কাছে complain ও আছে। নামটা আমার সঠিক মনে নেই। যদি জেলের file ঘাটেন তবে দেখবেন যে একজন কর্মচারী সে সম্পর্কে complain করেছিল এবং তারজন্য তাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছে ও করছে। শেষ পর্য্যন্ত তার চাকুরীও ছিলনা, অনেক দয়-দরবার করে Education Dept.এ একটি চাকুরী তার হয়েছে। যদি তার নামটি আপনারা জানতে চান তবে পরে আমি নামটি আপনাদের দিতে পারি। কিন্তু সেই যে complain সে করেছিল যে, জেলখানা থেকে তেল, কপি, ডাল, মুরগীর ডিম ইত্যাদি বিভিন্ন officer দের বাসায় ও বড় বড় বাবুর বাসায় vet হিসাবে যায় তারই enquiry আজ পর্য্যন্তও হয়নি। আপনারা যদি দেখেন, যদি জেলখানাতে enquiry করেন তাহলে দেখতে পাবেন জেল products গুলি কোথায় যায়, কাদের পেটে সেগুলি যায়, কারা সেগুলো ভোগ করে। এই ঘটনা challange করে বলতে পারি যে আমার এই অভিযোগ সত্য এবং সেই complain Jail file এ থাকবে যদি আপনারা সেটা বের করতে চান, বের করার সুযোগ আপনাদের রয়েছে। তবে আমি আশা করি আপনারা সেটা তদন্ত করে দেখবেন। যেমন jail products গুলি কোথায় যাচ্ছে এবং সেগুলোর কোন অপব্যবহার হচ্ছে কি না। জেলখানার accommodation এর কথা আমাদের বলা দরকার। জেলখানাতে যদি কোন detenue থাকে তবে তাকে out door gamesএ attend করতে হয়; কিন্তু জেলখানাতে out door games এর কোন arrangement নেই। কারণ আমরা যখন ছিলাম তখন সারাদিন বসে বসে কাটিয়েছি কাটবার পর্য্যন্ত খুব সুবিধা নেই। কাজেই এই problem টাকে আপনাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। কারণ একটা জায়গায় রোজ ঘুমানো যেতে পারে, এক রাত্র কাটানো যেতে পারে, খুব বেশী অসুবিধা হবে না। কিন্তু যদি সেখানে দীর্ঘদিন কাটাতে হয় তাহলে আমাকে খেলাধূলা করতে হবে কাজেই outdoor games এর প্রয়োজন, কাজেই badminton, voliy ball এ সবের arrangemnt থাকা দরকার। অমি foot ball এর কথা বলছি না। কিন্তু এখানকার যে position সেখানে সেটা নেই। কাজেই এই অসুবিধা যদি আপনারা সুধরাতে না পারেন আপনারা

তবে ত্রিপুরার অন্য কোথাও detenueদের জন্য একটা জেলে accommodation করুন। Out-door games detenue-এর জন্য হউক আর detenuc ছাড়া হউক out-door games থাকা দরকার। সেজন্য যদি আপনারা আমাকে গালাগালি করতে চান, করতে পারেন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। কারণ তাতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। যখন আমরা কিছু বলি তখনই আপনারা গালাগালি আরম্ভ করেন যার ফলে কোন problemই solve হয়না। Just try to solve. It will help you. If do not co-operative with me, I am to do otherthing. আমি যখন কোন কথা বলব তখন আপনারা বলবেন সমাজবিরোধী কথা, তা'হলে আমাদের বলার কোন অর্থই হবেনা। Whatever we say মানে যখনই আমরা কোন কথা বলি তখনই যদি আপনারা ওরকম বলেন তা'হলে আমি বলতে যাব কেন? আমি দেখেছি পরিষ্কার ভাষণ দিলেও আপনারা জবাব দেন না। সেদিন Education Deptt.-এর কথা আমরা বই খুলে পাতা তুলে দেখালুম যে এই সমস্ত জিনিষ ভুল আছে। You could not answer at all. এ সম্বন্ধে কি হবে বা হবেনা সে সম্পর্কে আপনারা কিছুই বলেন না; enquiry করেন না, এটা কোন Parliamentary পদ্ধতি নয়। এর দ্বারা opposition-এর co-operation পাওয়া যায়না। You should think. এভাবে যদি আপনারা Parliamentary practice করতে চান তা'হলে সেটা খুব happy procedure হয়ে দাঁড়ায় না। কাজেই একটা জিনিষ আমি আশা করব যে, আপনারা যদি বলেন যে criticise করতে হয় করবেন, কিন্তু আমরা কি করে criticise করব। আপনাদের যদি গালাগালি করতে হয় ময়দান রয়েছে সেখানে যান, কিন্তু Assembly তে আমরা একটা correct answer আশা করতে পারি। আশা করব যে একটি অভিযোগের পেছনে নিশ্চয়ই কোন substantial ground থাকে। অন্ততঃ এতটুকু আশা করব যে আপনারা একটা enquiry করবেন। সেইদিন Education এর বইয়ের পাতা খুলে দেখিয়েছিলুম এবং আশা করেছিলুম যে মাননীয় Chief Minister বলবেন যে এই সম্পর্কে তিনি enquiry করবেন। কাজেই এই method এই procedure খুব praiseworthy নয়। আমি এইখানে বলতে চাচ্ছি যে জেলের সে accommodation সেখানে convict বলুন আর non-convict বলুন জেলে থাকলে স্বাস্থ্য ভাল হয় তাহা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। জেলে যদি সারাদিন কাজকর্ম না করে বসে থাকতে হয় তার শরীর মোটা হয়ে যায় তাহাকে স্বাস্থ্য ভাল বলা চলে না। আমরাও সেখানে সারাদিন বসে থেকেছি এবং তাতে আমাদেরও শরীর ফুলে গিয়েছে। এবং তাতে যদি আপনারা বলে থাকেন যে আমাদের স্বাস্থ্য ভাল হয়েছে তা হলে সত্যিই ভুল করা হবে। মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করব যে উনারাও জেল খেটেছেন, আপনারাও তা ভাল করে জানেন। আমি আশা করব যে জেলের মধ্যে যেসব ভুলত্রুটি আছে তাহা দূর করার জন্য আপনারা চেষ্টা করবেন। গত বাজেট session এর proceedings-এ দেখেছি যে আপনারা বলেছেন now-a-days there are no political prisoners সেটা আপনারা গত বাজেট session এর october এর proceedings এ দেখতে পাবেন।

সেখানে বলা হয়েছে there is no political prisoners now in the jail. এ কথাটার অর্থ আমি বুঝতে পারিনা। এখন যারা জেলে যাবে তারা কি political prisoner নয়। এটাই কি বক্তব্য? এই বক্তব্যে কি বুঝতে হবে? আজকে যে কাশ্মীরে বক্সীর পুলিশী আন্দোলনের বিরুদ্ধে যারা জেলে

গেছেন এমন কি সেখানে যারা নাকি কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট তাঁরাও জেলে গেছেন। কাজেই তাঁরা কি political prisoner নন? আজকে কাশ্মীর এবং কলকাতায় পূর্ববঙ্গের বিষয় নিয়ে আন্দোলন করতে গিয়ে এবং সত্যাগ্রহ করতে গিয়ে অনেকে জেলে গেছেন। আপনারা তাদের political prisoner বলবেন না? কাজেই এটা কোন কাজের কথা নয়। আগে আপনাদের লক্ষ্য ছিল অন্য রকম এখন তা পাল্টিয়ে গেছে। যেমন লীলা রায় তারা জেলে গেছেন আপনাদের কথায় তারা কেউ political prisoner নয়, সবাই সমাজবিরোধী এবং দেশদ্রোহী। আপনাদের কথায় আমি এ কথাই বলব এবং বুঝতে হবে এটা আপনাদের correct confussions এবং correct remarks কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের মাননীয় উমেশলাল সিংহ বক্তৃতা করতে গিয়ে বলেছেন another thing is that the jails of our country is reformatory. এই মন্তব্য তিনি কি করে করলেন তা আমি বুঝতে পাচ্ছি না তাহলে ত reformatory schoolএর কোন questionই আসে না। আমাদের জেলখানাটাই একটা reformatory school এবং reformatary school-এর জন্য plan করার কোন মানেই থাকতে পারেনা, কাজেই এসমস্ত মন্তব্য করার কোন অর্থই নেই এবং আরো গভীরভাবে চিন্তা করে মন্তব্য করা উচিত। কারণ এগুলোর একটা রেকর্ড থাকে এবং তাই এগুলো সুখের জিনিষ হয়না। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি জেলখানা সম্পর্কে যে সমস্ত কথাগুলো বললাম আমি আশা করব সেগুলো বিচার-বিবেচনা করে দেখা হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Abdul Wazid.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, জেল সম্পর্কে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর যে প্রস্তাব তা আমি সমর্থন করছি এবং Cut Motion-এর বিরোধিতা করছি। Cut Motion-এর বিরোধিতা করতে গিয়ে মাননীয় বিরোধীদলের সদস্যরা যে যুক্তির অবতারণা করেছেন আমি তার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় শ্রীআতিকুল ইসলাম সাহেব বলেছেন যে এবার তিনি ত্রিপুরার জেলে না যেতে পেরে এখানকার জেলের সকল বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন। সেজন্যই তিনি ত্রিপুরার জেল মানে Agartala Central Jail সম্বন্ধে মন্তব্য করতে অপারগ। তিনি যে একজন নামকরা prisoner ছিলেন, তাই ত্রিপুরার Central Jail-এ তাঁর accommodation না হওয়াতে তাঁকে বিহারের হাজারীবাগ Central Jail-এ পাঠানো হয়েছিল এবং তাঁরা যে সুযোগ পাওয়ার অধিকারী ছিলেন তা Agartala Central Jail-এ না থাকায় তাঁদের হাজারিবাগ Central Jailএ পাঠানো হয়েছিল। তাঁদের যদি আগরতলা রাখা হত তবে তাঁরা তাঁদের প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা হতে বঞ্চিত হতেন। তাঁদের যদি সেখানে পাঠানো না হত তবে তাঁরা সরকারকে দোষী সাব্যস্ত করতেন এবং সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতেন। কাজেই আমি বলব তাঁরা ভাগ্যবান এবং তাঁদের সেখানে পাঠিয়ে তাঁদের যে দাবী তা আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। বিহার সম্বন্ধে তাঁরা বলেছেন সেখানে বড়দের জন্য High School এবং ছোটদের জন্য ছোট Schoolও আছে। সেটা তাঁদের চিন্তা করা উচিত যে আমাদের ক্ষুদ্র ত্রিপুরার সাথে একটা বিরাট Province-এর তুলনা করা ঠিক হবেনা। একটা Province-এ number of কয়েদী অনেক বেশী। সেখানে মাষ্টারও কয়েদী হন, ছাত্রও কয়েদী হন। সেখানে এসব সম্ভব। কারণ সেখানে number অনুযায়ী কয়েদীদের মধ্য থেকে

মাষ্টার ও ছাত্র পাওয়া যায়। সেখানে এই ধরণের স্কুল করা উচিত এবং সেই অনুসারে তা হয়েছে। সেখানে মেয়ে কয়েদীও রয়েছে এবং তাদের মধ্যে অনেক ছোট ছোট মেয়েও রয়েছে। সেজন্য ছোটদের স্কুল খুলতে হ'লে যে number-এর দরকার সেটা সেখানে রয়েছে এবং সেই অনুসারে স্কুল খোলা হয়েছে। কিন্তু আগরতলা জেলে যে number of কয়েদী রয়েছে, স্কুল করতে হলে কয়েদীদের মধ্য থেকে একজন মাষ্টার এবং ছাত্র পাওয়া যাবে না এবং বাইরে থেকে মাষ্টার পাওয়ারও অসুবিধা আছে। কাজেই এখানে সেটা সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যদি তাঁরা যে কারণে কয়েদী হয়েছিলেন সে কারণে কয়েদী হন তা'হলে আমাদের জেলের accommodation বাড়িয়ে সেখানে High School খুলতে পারব। তা না হলে আমরা আশাও করিনা যে ত্রিপুরাতে কয়েদীর সংখ্যা বাড়ুক এবং তারা এখানে সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করুক। এই কারণে একটা স্কুল কার্য্যকরী হক তাও আমরা আশা করিনা। জেলে স্কুল খোলার জন্য তাঁদের জেলে যেতে উৎসাহিত করতে পারিনা। তারপর তাঁরা বলেছেন যে, বইয়ের সংখ্যা কম, তাঁরা যখন ছিলেন তখন লক্ষ্য করেছেন। সকলেরই জানা আছে যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আমি আগেই বলেছি যে একটা Province-এ number of convict বেশী থাকে এবং সেজন্য শিক্ষিতের সংখ্যাও অনেক থাকে। সেই শিক্ষার মানদণ্ডের উপর নির্ভর করেই সেখানে Libraryতে বই রাখা হয় এবং সেগুলো তারা কাজে লাগান। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরাতে convict-এর সংখ্যা কম এবং তাদের যে শিক্ষার মানদণ্ড আছে তার উপর বিচার করেই এখানে বই রাখা হচ্ছে। তাতে কোন কিছু অশুদ্ধ হচ্ছে না। তারপর বলেছেন Political Prisoner সম্পর্কে—West Bengal-এ কি হচ্ছে না হচ্ছে, কাশ্মীরে কি হচ্ছে না হচ্ছে। আজ যে আন্দোলন সুরু হয়েছে West Bengal এবং কাশ্মীরে, সেটাকে সরকার communal disturb বলে আখ্যায়িত করে ১৪৪ ধারা জারি করে যারা আন্দোলন করছেন তাদের গ্রেপ্তার করছেন। এদেরও যদি আমরা Political Prisoner বলে আখ্যা দেই তা'হলে আমার মনে হয় ঠিক হবেনা। Political Prisioner যে categoryকে বলা হয়, আমার মনে হয় তারা সে categoryতে পড়েন না। তারপর জেলের out-door খেলা সম্পর্কে বলেছেন। খেলতে গেলে যে number of কয়েদীর দরকার সেই number of convict এখানে নেই। কারণ এইসব ব্যাপারে number of কয়েদীর উপরই নির্ভর করে। আমাদের Sub-Division-এর জেলগুলোতে মাত্র ২।৪ জন করে কয়েদী রয়েছে এবং আগরতলায় হয়ত একটু বেশী number-এরই থাকে। জেলে যারা আছে তাদের ইচ্ছার উপরই খেলা নির্ভর করে। কাজেই এখানে যদি খেলার একটা programme করে দেওয়া হয় তা'হলে সেটা একটা বাধ্যতামূলক ব্যাপারে দাঁড়ায়। এখানে অনেক বৃদ্ধ আছেন, বয়স্ক আছেন যারা খেলাধূলা এখন করতে পারে না। কাজেই বিরোধীপক্ষের সদস্যরা যে বলেছেন জেলের অবস্থা পরিবর্ত্তন করতে—এটা ঠিক হবে না বলেই আমার মনে হয়। যদি number of কয়েদী বাড়ে তা'হলে আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা করব। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে যে number of কয়েদী রয়েছে তাতে এই ব্যবস্থা চালু করা উচিত বলে আমি মনে করিনা। তারপর বলেছেন medicine সম্পর্কে। আমাদের Central Jailএ একটা Dispensary আছে। Sub-Divisionএর Jailগুলোতে কোন medicine নেই এবং সেখানে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নেই বলে বিরোধীপক্ষের সদস্যরা বলেছেন। আমাদের Sub-Divisional Hospital-এর S. D. M. O.রা প্রত্যেকদিন সকালবেলা

জেলগুলোতে যান এবং সেখানকার patientদের দেখে prescription দেন এবং dispensary থেকে সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলো serve করা হয়। আর যদি কারো এমন কোন মারাত্মক রোগ হয় তা'হলে S. D. M. O. তাকে চিকিৎসার জন্য তখনই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন। আর যেখানে number of কয়েদী বেশী আছে সেখানে Jailএর ভিতরেই out-door dispensary আছে সেখান থেকেই পরীক্ষা করে তাদের স্বাস্থ্য কেমন আছে দেখে ঔষধ দেওয়া হয়। কাজেই তাঁরা যে বলেছেন medicine নেই তা ঠিক নহে। তারপর বলেছেন কোন কোন কয়েদী নাকি Jail Superintendent-এর বাসায় কাজকর্ম করেন। সেটা facilityর কথা। যদি দুর্নীতির কথা লিখে কেউ মাননীয় সরকার বাহাদুরের নিকট আবেদন করেন তা হলে তার সুবিচার নিশ্চয়ই করা হবে। উনারা এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছেন যে কোন কর্মচারী নাকি সেখানকার জিনিষপত্র বাইরে বিক্রী করে দিয়েছেন এবং তাহার ফলে তাহার চাকুরী গিয়েছে। দুর্নীতি যারা করেন তাদের বিচার হইতেছে এবং ভবিষ্যতেও করা হবে। কারণ আমরা তাহাদের এমন কথা বলি নাই যে দুর্নীতি হলেও আমরা বিচার করব না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রীমহাশয়কে স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ করব যখনই এসব ব্যাপার তাহার নজরে আনেন তখনই যেন তাহার বিচার করা হয়। বিরোধিপক্ষের সদস্যরা যে Cut Motion এনেছেন তাহার বিরোধিতা করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে Demand রেখেছেন তাহার সমর্থন করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— I would now call on Hon'ble Chief Minister to give his reply to debate.

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ (মুখ্য মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় বাজেটে Jail provision এ convict দের wages র ব্যবস্থা রাখা হয় নাই,—যেটা বলা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। এটার Head হল other charges Ration, Ctothing, medicine, wages, miscellaneous. escort, contingencies, miscellaneous এবং contingenciesর মধ্যে রয়েছে Rs 7,400,46,300, আর 60,000/- & Rs 8,000/- কাজেই এখানে এইগুলির বরাদ্দ আছে, রখা হয় নাই তা ঠিক নয়। তারপর আর একটি কথা বলা হয়েছে, এই জেলে যে বই আছে তা থেকে অনেকের ক্ষুধা মেটে না অর্থাৎ তারা বলতে চান যে যথেষ্ট সংখ্যক বই জেলে নেই। কিন্তু আমরা মানুষের ক্ষুধা মিটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু সব সময় সকলের ক্ষুধা মিটানো সম্ভব নয়। কিন্তু তাই বলে আমরা কোনরকম চেষ্টার ত্রুটি করব না। High School খোলা হয়নি বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে মাননীয় ওয়াজিদ আলি সাহেব উত্তর দিয়েছেন। আমার মনে হয় তারা যে High Schoolর কথা বলেছেন এটা তাদের আন্তরিক কথা নয়। কোন ক্ষেত্রে তারা হয়ত কোনখানে সমাজদ্রোহী কার্য্যকলাপ সংঘটন করবার জন্য কাহাকেও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে তোমাদের High School করে দেব, তাই এ দাবী আনা হয়েছে। কিন্তু High School খোলার যে নিয়ম যথা ছাত্রসংখ্যা, School নির্মাণের জন্য জায়গার দরকার ইত্যাদি না জেনেই এই High School খোলার কথা এখানে বলা হয়েছে। জেল থেকে স্থানান্তরকরণের ব্যাপারে তারা যেকথা বলেছেন একথা শুনে আমার মনে হচ্ছে, "নদীর এপাড় কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস, ওপাড়েতে সর্ব্বসুখ আমার বিশ্বাস।" যখন তারা সেখানে ছিলেন তখন আমি তাদের বলতে শুনেছি,

ডাক্তার নেই. খেলাধূলার ব্যবস্থা ইত্যাদি, কিন্তু এখনই আবার বলছেন সেখানে আরাম ছিল, সাহিত্যের ক্ষুধা মিটানোর সুবিধা ছিল. সুতরাং কি যে আমরা করব, আমি কিছুই বুঝতে পারি না। হাজারীবাগ জেল সম্পর্কে যে অভিযোগ করেছেন সেখানে মোটা হওয়া যায় এবং আর কোন স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা সেখানে নেই, এ সম্পর্কে আমি বলব সেকথা ঠিক নয়। সেখানে urine, blood প্রভৃতির পরীক্ষা করার ব্যবস্থা আছে এবং প্রয়োজনবোধে রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। এই জেলে থাকার ব্যবস্থা নাই বলে যে অভিযোগ এখানে এনেছেন, আমি এই সম্পর্কে তাদের জিজ্ঞাসা করব তারা কি সেখানে হামাগুড়ি দিয়েছিলেন? আমি জানি সেখানে স্থানের অভাব নেই, বেড়ানোর ব্যবস্থা আছে, পড়ার সুযোগ আছে, কিন্তু তারা যদি চান আমরা উচুর দিকে করে হাটব, এই ব্যবস্থা করে দাও তাহলে আমরা হয়ত তা পারব না। সেখানেও বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের অসুখ-বিসুখ হলে, মা বাবা মারা গেলে তাদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম করবার সুযোগ দেওয়া হয়। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা সম্পর্কে তারা যে কথা বলেছেন সেই সম্পর্কে আমি বলব দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত যারা থাকে তাহাদিগকে কেমন করিয়া political sufferer বলা যেতে পারে তাহা চিন্তাও করতে পারি না। তাদের চিন্তাধারা অন্য রকম, তারা তা বলতে পারেন।

কিন্তু আমার মতে যারা দাঙ্গা হাঙ্গামা করে, সমাজবিরোধী কাজ করে তারা সমাজের কণ্টক, আমরা তাদের কোন বিশেষ স্থান দিতে রাজি নই। communal feelings সবসময় নিন্দার জিনিষ. শান্তিকামী মানুষ ইহা কখনও পছন্দ করে না। তাদের যে মতবাদ হয়ত মানুষকে communal riot এর কাজে লেলিয়ে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আমরা এই ব্যাপারে চিন্তা করতেও পারি না। কৃষির ব্যবস্থা সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে কৃষির ব্যবস্থা জেলে আছে, উপরন্তু poultry fishery র ব্যবস্থাও জেলে করা হয় এবং এ থেকে যে সুযোগ সুবিধা তা convicts রাই পেয়ে থাকেন। convicts দের নানা রকম কাজে লাগানো হয় এবং তার পরিবর্ত্তে তাদের wages দেওয়ারও ব্যবস্থা জেলে আছে। জেল থেকে যখন তারা বাহির হয়ে আসে তখন তাদের wages এর টাকা দেওয়া হয় যেন তারা সেখান থেকে এসে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। জেলে যে ১।১॥ দিন ছুটি দেওয়ার ব্যবস্থা আছে তার উদ্দেশ্য হল জেলে আটক রাখার মেয়াদ কমিয়ে দেওয়া। এ বাদেও বিভিন্ন পর্য্যায়ের convict দের দণ্ডাদেশ কমানোর ব্যবস্থাও আছে জেলে। এখানে আমার বক্তব্য শেষ করার সাথে আশা করব যে House আমার ব্যয় বরাদ্দের দাবী সমর্থন করবে এবং যে Cut Motion আনা হয়েছে তার আমি বিরোধীতা করছি। এই প্রসঙ্গে আমি আর একটি কথা বলতে চাই যে কর্ম্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে সেই সম্পর্কে সরকার সজাগ। সর্ব্বক্ষেত্রে সদস্যগণের suggestion আমি গ্রহণ করতে রাজি। কিন্তু suggestion constructive হওয়া বাঞ্ছনীয়। House এ বকাবকি করা সম্পর্কে যে অভিযোগ করা হয়েছে সে সম্পর্কে আমি বলব যে বকাবকি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, যেসব ক্ষেত্রে সরকারের সমালোচনা বা বিরোধীতা করা হয়, সেইসব ক্ষেত্রে দেখান হয় সরকার ঠিক বলেছেন। সুতরাং এই বিরোধীতা যুক্তিহীন। বৃটিশ সরকারের জেলের ব্যবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করে আমি বলতে চাই সেখানে কি ব্যবস্থা ছিল তা আমি জানি। বর্ত্তমানে কি ব্যবস্থা আছে-তাও আমি জানি। বর্ত্তমানে জেলে খেলাধূলা থেকে আরম্ভ করে সব রকমের ব্যবস্থাই আছে। আমরা জেলকে সুন্দরভাবে গড়ে

তোলার জন্য চেষ্টা করছি যাতে জেলের কয়েদীদের আরও facility দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা আমি করছি। জেলকে আমরা সংশোধনাগার মনে করি। কেননা মানুষ উত্তেজনাবশে একটি ভুল করে বসলে তার যে কোনদিন সংশোধন হবেনা একথা আমরা মনে করিনা। সুতরাং আমরা চেষ্টা করি যাতে convictsরা জেলে থেকে নিজেদের চরিত্রের সংশোধন করতে পারে এবং জেল থেকে বেরিয়ে এসে সভ্য ও সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করতে পারে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The discussion on the Demand is closed. I would now put the motion to vote. I would now put to vote the cut motion of Sri Aghore Deb Barma that there is no provision of Wages for the convicts,

As many as are of that opinion will please say 'Ayes',

Opposition Members :—'Ayes'.

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'.

Congress Members :—'Noes'

Noes have it, the Cut Motion is lost.

I shall now put the main Motion to vote, the Motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh is that a sum not exceeding Rs. 4,64,100/-(inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1964,) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1965 in respect of Demand No. 11 Jails.

As many as are of that opinion will please say 'Ayes'

Congress Members :—'Ayes'

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes'

Opposition Members :—'Noes'

Ayes have it, the motion is passed.

Mr. Speaker :—I shall now pass on to next motion and request the Finance Minister to move his Demand for Grant No. 22—Labour & Emloyment.

Sri S. L. Singh :—Hon'ble Speaker, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs 5,44 300/- (inclusive of the sums specified in colums 3 of the shedule to the Appropriation (vote on Account)Bill 1964) be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of Demand No. 22—Labour aud Employment.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) :—Lalour Employment-এ যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে প্রত্যেক শ্রমিক যাতে ঠিক ঠিক ভাবে employment পেতে পারে এবং যে সমস্ত Trade

Union গঠিত হয়েছে সেগুলি যেন সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের ন্যায্য অর্থনৈতিক দাবী আদায় করতে পারে। Labour Deptt. শ্রমিকদের দৈনন্দিন কাজকর্ম পর্য্যালোচনা করে দেখছে। আমরা যদি এই Deptt.-এর দিকে লক্ষ্য করি তা'হলে দেখব যে গতবছরে যে সমস্ত case বা dispute ছিল তা Trade Union-এর মাধ্যমে Court-এর সালিশীতে না গিয়ে তার অনেকটা মীমাংসা করতে সক্ষম হয়েছে। তারপর দেখা যাচ্ছে কালাছড়া, ফটিকছড়া, মনুভ্যালী, রামদুর্লভপুর ও হাফলংছড়া প্রভৃতি স্থানে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য ১টি করে Welfare Centre খোলা হচ্ছে। সেখানে recreation বা শ্রমিকদের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হবে। যারা adult তারা যাতে elementary education এর vocational training গ্রহণ করতে পারে তার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। তাছাড়া শ্রমিকদের শিশুগণকে যাতে স্কুলে যাওয়ার অভ্যাস grow করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে তাদের জন্য ছবি দেখানো, গান-বাজনার instrument দিয়ে কতকগুলো বারোয়ারী centre খোলা হচ্ছে। আমরা নূতনভাবে এই প্রচেষ্টাকে রূপ দিতে চেষ্টা করছি—আশা করি জনসাধারণ ও Trade Unionগুলো এজন্য আমাদের সহায়তা করবেন। আজ যে ৩য় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা চলছে তার শেষদিকে এগুলোর রূপদান সম্পূর্ণ হবে। তাছাড়া নূতন নূতন যে সমস্ত Union অর্থনৈতিক দাবী আদায় করে যাতে সংঘটিত হতে পারে, শ্রমিকদের সংগঠন যাতে শক্তিশালী হতে পারে তার প্রচেষ্টাও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। তারপর যতগুলো interim suggestion আছে, যেমন শ্রমিকদের যে wages ধরা হয়েছে তাতে interim basis-এ একটা সুবন্দোবস্ত করা হচ্ছে। পুরুষ শ্রমিকদের যারা daily wage হিসেবে কাজ করছে সেই labourerদের জন্য ৯ পয়সা হিসেবে বৃদ্ধি করা হচ্ছে, নারী শ্রমিকরা পাবে ৭ পয়সা আর clerical যেসব staff আছে তাদের বৃদ্ধির জন্যও interim ব্যবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মাত্র ২টি বাগানে এ ব্যবস্থা নেই, সেগুলোতেও যাতে হয় তার প্রচেষ্টাও চলছে। Employment Exchangeএ যারা নাম Registration করছেন তাদের ২ ভাগে ভাগ করা যায়। একটা হ'ল educated, আর একটা হ'ল uneduceted. এখানে আমরা একটা অসুবিধা feel করছি যে, যারা Employment Exchange-এ নাম Registry করেছেন তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন চাকুরী পেয়ে Employment Exchangeকে জানান না, আর যারা temporary কাজ পাচ্ছেন তারাও temporary বলে তাদের Registration Card পুনরায় renewal করেন। তাতে কত employment পেল কি পেলনা তার হিসেব সঠিক পাওয়া যাচ্ছেনা। যা হউক আমরা যাতে সঠিক হিসেব রাখতে পারি সেজন্য প্রত্যেককে অনুরোধ করব যাতে তারা কোন কাজ পেলে যেন Employment Exchangeকে জানান। আর temporary কাজ যে সকল ডিপার্টমেন্ট দিচ্ছেন তাদেরে জানানো হবে যে তারা যেন রীতিমত এসব জানান। তাতে সঠিক হিসাব রাখতে আমাদের সুবিধা হবে। তারপর হচ্ছে collection of employment in the market, information, vocation all guidance প্রভৃতি আছে। এরজন্য সমস্ত কাজ পরিচালনা করা হচ্ছে এবং তারজন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। অতএব আমি আশা করব House এই Demandটি সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Atiqul Islam.

শ্রীআতিকুল ইসলাম :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Labour & Employment সম্পর্কে

এখানে আমি একটু আলোচনা করতে চাই। কারণ শ্রমিকেরা হ'ল দেশের একেবারে নিঃস্ব শক্তি। যারা নিজের মজুরী নিজের দেশের শ্রম খাটিয়ে চলে তাদের রোজগারের দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কাজেই তারা হ'ল সমাজের সবচাইতে cxploided section.

অতএব তাদের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখা আমাদের কর্তব্য যেহেতু আমরা সোসালিষ্টিক সমাজ ব্যবস্থা গঠন করতে চাচ্ছি। ত্রিপুরার লেবারদের কণ্ডিশন সম্পর্কে বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, আমি শুধু এখানে ত্রিপুরার লেবার Employment সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার কথাই বলব যে লেবারদের ইন্টারেষ্টটা ঠিক ঠিক ভাবে দেখা হচ্ছেনা। ত্রিপুরাত লেবার কনফারেন্স কোর্টের যে ডিভিশন আছে, সেখানে বলা হয়েছে যেসব লেবার ইউনিয়ন আছে সেগুলোকে ভলিন্টারি এক্সপ্লেনেশন দিতে হবে। কিন্তু আমরা পরম্পর জানতে পারি যে তাদেরে তা দেওয়া হচ্ছেনা। অনর্থক ঐগুলি নিয়ে টালবাহনা করা হয়। যেমন, Agartala Bidyut Utpadak Samity, Work-charged Emloyees Union ইত্যাদি, এইগুলিকে recognition দেওয়ার কথা কিন্তু তা দেওয়া হচ্ছেনা, ফলে অযথা একটা অপ্রীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে। সেখানে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে এগুলিকে Voluntary Explanation দিতে হবে। সেখানে কেন যে দেওয়া হচ্ছেনা তা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়। ফলে তারা তাদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে উপযুক্তভাবে সরকারের কাছে move করতে পাচ্ছেনা। কাজেই আমি মনে করি ইহার যথাযথ প্রতিকার হওয়া উচিত। এখানে আমি আর একটা ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে Director of Industryকে Chief Inspector of Factory হিসেবে appoint করা হয়েছে। তাঁর function হচ্ছে বিভিন্ন Industry, Factoryতে যে সকল শ্রমিক আছে তাদের সুখ-সুবিধা ও সমস্যা দেখা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা। এখন Director of Industriesএর তাঁর নিজস্ব Deptt. আছে, Govt. concerning-এর যে সমস্ত Industry বা Factory আছে তিনি হলেন ঐগুলোর authority বা মালিক। কিন্তু মালিকেরা শ্রমিকের সাথে কি করে না করে সেটা দেখা হ'ল Chief Inspector of Factoryর function. তা'হলে মালিক যদি নিজেই Chief Inspector of Factory হন এবং তাঁর কাজ হ'ল শ্রমিকদের সুখ-সুবিধা বা সমস্যাগুলো দেখা ও তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা, সেক্ষেত্রে শ্রমিকেরা তার কাছ হ'তে কি আশা করতে পারে? কাজেই যে মালিক তাঁর কাছেই শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও সুখ-সুবিধার কথা জানাতে হবে এ বড় অদ্ভুত কথা। যে মালিক তাকে শ্রমিকদের মঙ্গলের জন্য Officer বানানো হয়েছে, এরকম ঘটনা আর কোথায়ও আছে কিনা আমি জানিনা। এরকম যেখানে নাকি ব্যবস্থা হয় সেখানে শ্রমিকের মঙ্গল কতটুকু কামনা করা হয় তা সহজেই অনুমিত হয়। কাজেই আপনারা যদি সত্যি সত্যি শ্রমিকের কল্যাণ চান, মঙ্গল চান তবে ভিন্ন ব্যক্তিকে Chief Inspector of Factory Officer হিসেবে নিয়োগ করুন। কারণ মালিককে যেখানে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োগ করা হয় তাতে শ্রমিকেরা অভাব-অভিযোগ, সুখ-সুবিধার কথা জানানো তো দূরের কথা, তাকে ভয় পাওয়ার কারণই বেশী। এজন্য আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখন আমি দোকান কর্মচারীদের সম্পর্কে কিছু বলছি। আগরতলা দোকান কর্মচারী বহু আছে এবং according to rule তারা সপ্তাহে ১ দিন ছুটি পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা সে ছুটি ভোগ করতে পারেন না, কারণ যেদিন ছুটি থাকার কথা

সেদিন মালিক ১টি দরজা বন্ধ করে দিয়ে কর্মচারীদের নিয়ে বেশ বেচা-কেনা করেন। তাতে তাদের বেশ মুনাফা হয়। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে Court-এর শাস্তির ব্যবস্থা হিসেবে ৪।৫ টাকা Fineও দিয়েছেন, কিন্তু তাতে কি হয়? মালিকেরা মনে করে যে বন্ধের দিন যদি দোকানটা এভাবে খোলা রাখা যায় তবে বেশ কিছু মুনাফা হয়। তাতে ৪।৫ টাকা Fine হলে কি আসে যায়। এই যে কর্মচারীদের উপর মালিকের জুলুম, অবিচার এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কাজেই Labour Deptt. তা strictly দেখা দরকার এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। আমাদের কাছে এমন complain আসছে যে Labour Deptt.-এর লোকেরা তা রীতিমত দেখেন না এবং কেন যে দেখেন না তাই হচ্ছে প্রশ্ন? সেদিক থেকে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় Labour Minister-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। দোকান কর্মচারী আইনটা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের আইন, সেটা আমাদের এখানে চালু হয়েছে। বর্তমানে সেই আইন আরও সংশোধন হয়ে ১ দিনের জায়গায় ১॥ দিন করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গে চালু করা হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে এখনও সেই সংশোধিত আইন চালু হয়নি। আগে যেমন আমরা এখানে চালু করেছি এখনও সেই সংশোধিত আইন আমাদের এখানে চালু করতে কোন বাধা নেই। অতএব আমি অনুরোধ করব যাতে সেই সংশোধিত আইন এখানেও চালু করা হয়।

আমাদের এখানে একজন Labour Officer আছেন, তার সম্বন্ধে আমরা শুনেছি বিভিন্ন Management ও Labour Union-এর যে dispute উনি তা মীমাংসা করতে পারেন না, না পারার ফলে সেগুলোকে যে Executionএ পাঠানো তাও সম্ভবপর হয়না। তার ফলে caseগুলো জমে যায়। এই ধরণের অনেক case আমরা শুনেছি যার ফলে labourরা সন্তুষ্ট নয়। Labourদের অভিযোগ হচ্ছে যে Labour Officer মালিকদের পক্ষ বেশী টানেন এবং তাদের সুখ-সুবিধা দেখেন না। যেক্ষেত্রে Labour Officer-এর কর্তব্য হল caseগুলো reconcile করা, সেক্ষেত্রে তিনি অনেক জায়গায় fail হচ্ছেন। তিনি যদি না পারেন তবে তা Execution or Labour Courtএ পাঠানো দরকার, কিন্তু তাও হচ্ছেনা। Tripartiate Conference-এ এরকম একটা decision ছিল যে, Industryতে place mention করতে হবে। Managementএর labourদের মধ্যে যাতে শান্তি রক্ষিত হয় সেই অনুসারে একটা resolution ছিল, কিন্তু আমাদের Agartala Govt. Pressএ সেই শান্তি রক্ষিত হচ্ছেনা। যারা এই Press-এর খবর রাখেন তারা একথা জানেন। P.W.D. এর বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এরকম গোলমাল চলছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। যে সমস্ত শিল্প বা কাজ গুরুত্বপূর্ণ সেই সমস্ত জায়গায় শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা হচ্ছে কিনা তা দেখা দরকার। ঐসব বিষয়ে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে Labour Ministerকে অনুরোধ করব। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—I would now call on Srimati Renu Chakraborty

শ্রীরেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী Labour & Employment সম্বন্ধে যে Demand এই Houseএ উপস্থিত করেছেন আমি তা সমর্থন করছি। এই Demandএর বিরুদ্ধে বিরোধী পক্ষ হতে কোন Cut motion রাখা হয়নি, তাই নীতিগতভাবে তাঁরা এই demand সমর্থন করেছেন বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরাতে Labour এবং Employment

Exchange যে সমস্ত কাজ করছেন তাতে জনসাধারণ এবং প্রত্যেকেরই প্রশংসা অর্জন করেছেন। এখানে labourদের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখ সুবিধা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির দিকে দৃষ্টি রেখে এবং যাতে সংঘবদ্ধভাবে অর্থ-নৈতিক উন্নতির জন্য সংগঠন গড়তে সাহায্য পেতে পারে সেভাবে দৈনন্দিন সমস্যাকে সমাধান করার জন্য Labour Deptt.এ ব্যবস্থা করা হয়েছে। শ্রমিকেরাই আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশ, তাদের যদি উন্নতি না করা হয়, তবে আমাদের দেশের একটা বিরাট অংশ পিছিয়ে থাকবে। যারা দিন আনে দিন খায় এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে যারা অত্যন্ত দুর্ব্বল, সেই জনসাধারণ যাতে সবল ও ধনীদের হাতে নিষ্পেষিত না হয় এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেতে পারে সেদিক লক্ষ্য রেখে তাদের সর্ব্বনিম্ন পারিশ্রমিক কত হবে তা ধার্য্য করে দেওয়া হয়েছে। ঐ দিকে Labour Deptt. সব সময়ই নজর রাখেন। তাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য ত্রিপুরাতে তিনটি Labour Welfare Centre খোলা হয়েছে। সেখানে তাদের জন্য Basketry, tailoring ইত্যাদি নানারকম training দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাদের ছেলেমেয়েরা যাতে সমাজ-জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে সেজন্য বালোয়ারী স্কুল খোলা হয়েছে। সেই বালোয়ারী স্কুলে ছেলেদের জন্য free milk distribution করা হয়। তাছাড়া তাদের vocational training, recreational এবং educational নানারকম সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়। মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে কতকগুলি labour Unionকে recognition দেওয়া হয়নি। চা মজদুর ইউনিয়ন, Bidyut Utpadak Samity, Work-charged Emloyees, Union এই সমস্ত Unionকে Recognition দেওয়া হয়েছে বলেই আমার মনে হয়। ইউনিয়নগুলিকে Recognition দিতে হলে কতকগুলি formality observe করতে হয়। ঐ সমস্ত formalities যে সব Union রক্ষা করতে পারেনি সেসব Unionকে Recognition দেওয়া হয়নি বলেই আমার মনে হয়। যে সমস্ত Union আছে সেই সমস্ত Unionএ শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে যে সমস্ত সমস্যা আছে তা সমাধান করার জন্য সরকারের সংগে সহযোগিতা করে বলেই আমার ধারণা।

Employment Exchangeএর দিকে যদি আমরা দৃষ্টি দেই তাহলে দেখা যায় যে এই বিষয়ে আমাদের একটা বিশেষ সমস্যা ও অসুবিধা আছে। ১৯৬৩ সালে আমাদের রেজিষ্ট্রিতে ৭৯৩৩ জনের নাম রেজেষ্ট্রিভুক্ত ছিল তারমধ্যে vacancy ছিল ১৬০৩, তারমধ্যে ৫৯৪ চাকুরী পেয়েছিল। ঐ বৎসর Line Registerএ ছিল ৫৬৩৩ কিন্তু ১৯৬৪ সালে ফেব্রুয়ারীতে রেজেষ্ট্রী হয়েছে ১৩১৬—vacancy ছিল ১৪৫ জনের, selection হয়েছে ১০৭ জন। Matriculate ১৬৮৩ জন বর্ত্তমানে রেজেষ্ট্রিভুক্ত আছে Under Graduate আছেন ২০০ জন, Graduate আছেন ১১৩ জন, Unskilled আছেন ৪১৫০ জন মোট ৬২০৬ জন এখনো Line Registerএ আছেন। এরমধ্যে একটা কথা হল এই যে অনেক সংখ্যক Graduate ও অন্যান্য লোক হয়ত চাকুরী পেয়েছেন কিন্তু Better Employmentএর জন্য Registry থেকে নাম কাটেনি। এমন হয় যে অনেকে Employment পেয়েও Employment Card ফেরৎ পাঠায়নি এবং তাদের নাম registeryতে রয়ে গেছে। এমনও আছে যে যারা School বা Collegeএ পড়ছে তারাও registration card করে রেখেছেন চাকুরী পাবার জন্য। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যাবে যে ত্রিপুরাতে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা খুব বেশী নহে। প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ নিয়ে আছে। সুতরাং অর্থমন্ত্রী Labour ও Employment খাতে যে বরাদ্দ

রেখেছেন সেটা ত্রিপুরার সর্বাঙ্গীন উন্নতির দিকে নজর রেখেই করেছেন এবং তা আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Sri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, Demand No. 22এ Labour and Employment বিষয়ের জন্য টাকা ধরা হয়েছে। আমরা যদি আজ ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার দিকে তাকাই তবে দেখব এই সংখ্যা কিছুই নয়। এবিষয়ে রুলিং পার্টির সদস্যরা অনেক কথা বলেছেন। এখানে রুলিং পার্টির একজন মাননীয় সদস্য বিভিন্ন ধরণের বেকারের সংখ্যা কত তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে তারা প্রত্যেকে কোন না কোন কাজে লেগে আছেন। আজকাল যে সমস্ত চাকুরী দেওয়া হয় তা Employment Exchangeএর মারফত দেওয়া হয়। যদি তারা কোন কাজে নিযুক্ত থাকেন তবে তার নাম নূতনভাবে Registry করার কোন কারণ থাকতে পারেনা। কাজেই এখানে তিনি বলতে চান নাম Registerএ থাকলেও কার্য্যতঃ বেকারের সংখ্যা তা নেই। এসমস্ত কথা বাদ দিলেও আমরা যদি ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত তাকাই তা'হলে দেখি দৈনন্দিন আর্থিক সঙ্কটের চাপে দিনের পর দিন মানুষ বেকার হচ্ছে। এ হচ্ছে বাস্তব অবস্থা।

আমরা দূরের কথা না-ই বল্লাম। সকালবেলায় যদি এই আগরতলা শহরের বটতলা যাই তবে দেখি এক বিরাট সংখ্যক জনতা কেউ দা, কেউ কোদাল, কেউবা খন্তি নিয়ে জড় হয়। কেউ যদি লোক নিতে চায় সবাই মিলে গোলমাল সৃষ্টি করে দেয়। কে আগে যাবে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। সবাই কাজ পায় না। অধিকাংশই অপেক্ষা করে রিক্তহস্তে বাড়ী ফিরে যায়। এই যে দিনমজুর এদেরও employment-এর প্রশ্ন আছে। এদেরও খেয়ে-পরে বাঁচতে হবে। কাজেই তাদেরও কাজ দেওয়ার প্রশ্ন আছে। এই বাজেটের মধ্যে Labour & Employmentএর বিভিন্ন schemeএ যে টাকা রাখা হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অতি কম। এ দিয়ে আমরা সমাজতন্ত্রের কথা ভাবতে পারিনা। অবশ্য Ruling Party বুক ঠুকে আনন্দের সঙ্গে এই বাজেটকে সমাজতান্ত্রিক বলে ঘোষণা করছেন। কিন্তু বাস্তবে এই ত্রিপুরা রাজ্যে যে বেকার সংখ্যা ও তাদের যে সমস্যা তা এই বাজেটে যে ব্যয় ধরা হয়েছে তার দ্বারা তাদের কোন উন্নতিই হবেনা, এই বায়বরাদ্দ দ্বারা তাদের কোন সমস্যার সমাধান হবেনা। Ruling Party সমাজতন্ত্রের কথা বলে বেড়াতে পারেন, তা জনসাধারণকে একটা ধাপ্পা দেওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক খাতে প্রচুর টাকা ধরা হয়েছে, কার্য্যতঃ যে সমস্ত খাতে টাকা রাখলে মানুষের উপকার হবে সেই সমস্ত খাতে টাকা খুব কম। যে সমস্ত খাতে টাকা খরচ করলে labour এবং labour employment সমস্যার মীমাংসা হত, সেই সমস্ত খাতে টাকা খুব কম ধরা হয়েছে। Ruling Party সমাজতন্ত্রবাদী বা সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন দেখেন বলে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াতে পারেন বা প্রচার করতে পারেন—এর দ্বারা জনসাধারণকে ধোকা দেওয়াই হবে। একথা বলে আমি শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I wish to dispose of this demand, so I would call on the Hon'ble Minister to give the reply to the debate.

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ (মুখ্যমন্ত্রী) :—অনেকে বসন্তকালকে আসতে দেখলে ভয় পায়। এখন বসন্তকাল—সে আসবে আসতে বাধ্য। এখন সমাজতন্ত্রের কাল। সমাজতন্ত্র আসছে। এতে

Communistরা বেসামাল। এমন বেমাসাল হয়েছে যে বসন্তকাল তাদের কাছে মন্বন্তর হচ্ছে, সমাজতন্ত্র তাদের কানে একটা বধিরতার ভাব সৃষ্টি করেছে। তার কারণ তারা বসন্তের আগমনকে বাধা দিতে চান, সমাজতন্ত্রকে ব্যাহত করতে চান। সমাজতন্ত্রের আগমনে এমন বেসামাল হয়েছেন যে তাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং সেই ভয়-ভীতি নিয়ে তারা আর্তনাদ করছে। সমাজতন্ত্র গড়ে তুলবে—ভারতবর্ষের জনসাধারণ এতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সেভাবে কাজ সুরু করা হয়েছে এবং সেভাবেই কাজ অগ্রসর হচ্ছে। তাঁরা যদি মনে করে থাকেন এই যে Socialism should be imported তবে জেনে রাখুন এটাচি কেইসে করে সমাজতন্ত্র আমদানী করা চলেনা। বিভীষণের যে রূপ সেটাকে আমদানী করা চলে। দেশের প্রতি, দেশবাসীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা আমদানী করা যায়, শুধু সমাজতন্ত্র আমদানী করা যায় না। সেটা প্রতিষ্ঠা করবে, সেটার রূপ দিবে দেশের জনসাধারণ। কাজেই চীনের বসন্ত ত্রিপুরাতে আসবে না। আসতে পারে না। Socialism গড়ে উঠবে দেশের পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং দেশের জনসাধারণের চিন্তার মাধ্যমে এবং তা গড়ে উঠছে। তাকে চীনের বসন্তকাল বা পাকিস্তানের বসন্তকাল দিয়ে রোধ করা যাবে না। বলা হয়েছে প্রতিদিন বটতলায় লোক দা, কোদাল, খন্তা নিয়ে জড় হয়। তা ডেইলি লেবার যারা তারা দা, কোদাল, খন্তা নিয়েই অগ্রসর হবে এবং বটতলার তাদের অফিসের লোকেরা তাদের সাহায্য করে। তবে যারা অকাজ-কুকাজ করে তারা দা, কুড়ল, খন্তা দেখলে ভয় পাবে বৈকি। মানুষ তাদের প্রতি-দিনের কাজের মধ্য দিয়ে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। তাঁরা ইউনিয়ন গড়েছেন। তারা ত্রিপুরার হকার্স ইউনিয়ন গড়েছেন। ত্রিপুরা চা মজদুর ইউনিয়ন গড়েছেন, ত্রিপুরাতে লেবার এসো-সিয়েশন গড়েছেন, ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন গড়েছেন, সেজন্য তাদের আতঙ্ক হচ্ছে। দা, কুড়াল, খন্তাকে ভয়ের কোন কারণ নেই, কারণ তারা তাদের আপন পথেই কাজ করে যাবে। বিরোধী পক্ষ বলেছেন এখানে শিল্পে শান্তি রক্ষিত হচ্ছেনা কারণ এখানে Indian National Trade Unionএর throughতে কাজ করে যাচ্ছে। এখানে ষ্ট্রাইক হয়না বল্লেই চলে। তাদের যা দাবী তা তারা বোর্ডের মাধ্যমে করতে পারছেন এবং শান্তি বজায় রেখে তারা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে মন দিচ্ছেন। অতএব যারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে ভয় পান, শ্রমিকের একতা দেখে ভয় পান তাদের পক্ষে এই কথা বলা স্বাভাবিক যে শিল্পে শান্তি রক্ষিত হয়না। কারণ শ্রমিকরা তাদের কথায় কান দিচ্ছেনা, তাদের মতে চলছে না। তাদের এই ঐকান্তিকভাবে তারা হয়ত অন্যভাবে দেখবেন। কিন্তু শ্রমিক ভাইরা জাতি গঠনে, দেশ গঠনে তাদের কাজ ঠিক ঠিক ভাবেই করে যাবেন।

তারপর বলা হয়েছে যে Labour Officer দ্বারা labour management এবং reconciliation এর কাজ হচ্ছে না। কিসের দ্বারা যে হবে তার কোন যুক্তি নেই। যেটা আইনতঃ reconciliationএর সেটা কোর্টে যাওয়ার আগে বা পরে Labour Officer-এর মারফত শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা হয় এবং মীমাংসা হয়ে যায়। তারা কি করে এসব কথা বলেন। শ্রমিক তাদের কাছে যায়না বলেই? শ্রমিকরা বুঝেছে তারা শিল্প ধ্বংস করার যুক্তি দেয়, গড়ার যুক্তি দিতে পারেনা—মক্ষিকার কাজ হয় দুর্গন্ধময় জায়গায়, ক্ষত জায়গায় এবং খারাপ জায়গায় বসবে। বসন্তময় জায়গায়, ভাল জায়গায় তারা যাবে না এবং এই আক্ষেপে আজ তারা কোন কাজকে ভাল

বলে চিন্তা করতে পারছেন না। আইন অনুযায়ী আগরতলার দোকান কর্ম্মচারীগণ সপ্তাহে একদিন ছুটি ভোগ করে এবং তাদের যা অভাব-অভিযোগ তা ইউনিয়নের মারফত Labour Officer, মালিক ও শ্রমিক সবাই মিলে মীমাংসা করে। এটাই হচ্ছে আইনানুগ। তারপর আর একটি কথা বলা হয়েছে যে Director of Industries-এর under-এ যে একজন Chief Instructor রয়েছে তা আইনানুগ হয়নি। কোথায় কেন আইনে বাঁধল তা বুঝলাম না। ত্রিপুরায় হাজার হাজার লোক পাকিস্তান থেকে এখানে এসে ভীড় করছে। তারা অধিকাংশই কৃষক। ত্রিপুরায় লোক সংখ্যানুপাতে জমির পরিমাণ কম। সবাইকে এখানে পুনর্ব্বসতি দেওয়া সম্ভব হয় নি।

এই যে হাজার হাজার লোক যারা কৃষক থেকে শ্রমিকে পরিণত হয়েছে তাদেরকে ত্রিপুরার বাইরে স্থায়ীভাবে অর্থনৈতিক পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার এবং ভারত সরকার চেষ্টা করছেন। এরা সাময়িকভাবে দা, কুড়াল খন্তা নিয়ে দিনমুজুরী খাটছে এবং সেই মুজুরী দিয়ে জীবনযাপন করছেন। সেটাতে লজ্জিত বা দুঃখিত হবার কোন কারণ নেই। আরেক বক্তা বলেছেন নিজের শ্রমলব্ধ অর্থ দিয়ে যারা বেঁচে আছেন তারাই শ্রমিক। আমি আর একটু সংশোধন করতে চাই—যারা কেবল নিজেরাই বেঁচে আছেন নয় অন্যকেও বাঁচাচ্ছে তারাই শ্রমিক। অতএব সেইদিকে লক্ষ্য রেখে যাতে এখানে শ্রমিক কল্যাণ সংস্থা গড়ে উঠতে পারে. শ্রমিকরা যাতে তাদের অভাব অভিযোগ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করতে পারে তার একটা নতুন প্রচেষ্টা ভারতবর্ষে চলছে এবং সেই প্রচেষ্টা আজ জয়যুক্ত হতে চলছে। অতএব আমি আশা করি Labour and Employment-এর যে Demand তা House সমর্থন করবে এবং বিরোধী পক্ষ যে Cut Motion এনেছেন তার বিরোধীতা করবে।

Mr. Speaker :—Disscussion is closed. I would now put the motion moved by Hon'ble Sachindralal Singh that a sum not exceeding Rs. 5,44,300/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (vote on Account) Bill 1964], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1965 in respect of Demand No 22—Labour and Employment

As many as are of that opinion will please say 'Ayes' (voices 'Ayes')

As many as are of contrary opinion will please say 'Noes' (No voices)

'Ayes have it' 'Ayes have it'

The House stands adjourned till 11 A. M. tomorrow.

PRINTED BY THE SUPERINTENDENT, GOVERNMENT PRINTING,
TRIPURA GOVERNMENT PRESS. AGARTALA. TRIPURA.